দংশিত বিবেক-২

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

CONTENTS AT A GLANCE

1. Indication of Quiamah (Resurrection day)
2. Worldwide moral bankruptcy leads the world to a tremendous plight
3. 'Quran Sharif' is a perverted nomenclature of Al-Quran
4. Management, principle and acreditation of our education system
5. Teaching of Al-Quran and JMB like Islamists
6. Why should I prefer Al-Quran-based education for my children to the perspective of global challenge
7. Miraculous lifelike bodies of Prophet's (S) two companions
8. Ashara-e-Mubash-sharah

দার্শনিক বিবেক-২

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

www.pathagar.com

দংশিত বিবেক-২

সম্পাদনা–

প্রফেসর ড. এ. কিউ. এম. বজলুর রশীদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

প্রকাশনা–

এ্যাসেম্‌ব্‌লী ফর গ্লোবাল রিসোর্স ইন্টেলেকচুয়াল্‌স বাংলাদেশ (এ্যাগ্রিব)
বাইতুন্‌ নাদ্‌ওয়াহ, ৯/১ পাওয়ার হাউজ রোড, কেওয়াটখালি, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ০৯১-৬৭১৫০, ইমেইল ঃ agribaqmbr@yahoo.com

জানুয়ারি ২০০৯

মুদ্রণে–

প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
পান্থপথ, ঢাকা- ১২০৫
ফোন ঃ ৮৬১১৭৬৬, ০১৯১২০৪৩২৮২

DANGSHITA BIBEK-2
by

Prof. Dr. A.Q.M. Bazlur Rashid
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh
Email: aqmbr@yahoo.com

Published by

Assembly for Global Resource Intellectuals Bangladesh (AGRIB)
Bytun Nadwah, 9/1 Powerhouse Road, Kewatkhali, Mymensingh
Phone : 091-67150, Email: agribaqmbr@yahoo.com, Cell : 01732932609

January 2009

Price : £ 5, $ 10, Tk. 85

Printed at

Prakash Printing and Packaging
Panthapath, Dhaka-1205
Ph: 8611766, 01912043282

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার ব্যক্তি জীবনের গর্ব ও অহংকার জান্নাতবাসী মা মরহুমা জাহিদা বেগম এবং তদানিন্তন সমাজের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আমার আব্বা মরহুম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন

এবং

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আল্-কুরআনের শিক্ষা এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে দীক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে যার কাছে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম হযরত মাওলানা ইল্ইয়াস খান এর রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইসলামের বিপরীত অবস্থাকে ও ব্যবস্থাকে বলা হয় জাহেলিয়াত। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে- সে যুগে ওহীর জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা কিংবা মনের কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জন্য ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারসহ জীবন যাপনের অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথে নিমজ্জিত ছিল। জীবন ব্যবস্থার এহেন পথকেই বলা হয় জাহেলিয়াতের পথ। জাহেলিয়াত শব্দটি তাই ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলাম হল পুরোপুরি জ্ঞানের পথ যা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত। সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী সেই মহান আল্লাহ্ নিজেই তা দেখিয়েছেন। মানব কল্যাণে যুগে যুগে ওহীর মাধ্যমে তিনি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য পথ নির্দেশ হিসেবে পেশ করেছেন ইসলাম। অথচ ইসলামের শিক্ষা ও প্রকৃত হাকিকত আমরা আবদ্ধ করে রেখেছি জাহেলিয়াতের গহ্বরে কেবলই ধর্মীয় অবয়ব ও পোষাকী ফজিলতের প্রলেপ দিয়ে। কিন্তু ইসলাম যে মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অধীনে থেকে পালনীয় নয় এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ই যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শাসন-প্রশাসন অর্থাৎ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তা যেন একেবারেই উপেক্ষিত।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে রয়েছে বিবেক বা তিরস্কারকারী নফস (নফ্‌সে লাউয়ামা) যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আদালত এবং যা জাহেলিয়াতের অভিশাপে হয় দংশিত ও জর্জরিত। মানুষ পরিবেশগত কারণে যখন জাহেলিয়াতের হঠকারী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে তখন তা জায়েজ করার পিছনে যত সুন্দর সুন্দর যুক্তি ও অজুহাতই উপস্থাপন করুক না কেন সৃষ্টিকর্তা তার স্বভাব প্রকৃতিতে জীবন্ত ও সজাগ-সচেতন যে বিবেক পরীক্ষক হিসেবে অন্তর্নিহীত ও সুরক্ষিত করে রেখেছেন তা কখনই মেনে নিতে পারে না। তাকে দংশিত ও আহত করেই অগ্রসর হয় বিবেকহীন পথে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। (বাকারা ঃ ১৪৬)”

বিবেকতাড়িত জাহেলিয়াতের অভিশপ্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জ্যোতির্ময় নবুয়্যতী শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে মানবতার প্রকৃত মুক্তি

www.pathagar.com

ও কল্যাণের পথ পরিপাটি করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ফলে তাঁর নেতৃত্বে এক সময় মানুষ পেয়েছিল প্রকৃত শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাময় এক নতুন পৃথিবী। অতঃপর তার ওফাতের পর চলতে থাকে খেলাফতি শাসনতন্ত্র যার অধীনে পরিচালিত হয় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিশ্ব। পরবর্তীতে ক্রমেই তা আবদ্ধ হয়ে পড়ে রাজতন্ত্রের একনায়কতন্ত্রবাদী জাহেলিয়াতের গন্ডিতে।

পক্ষান্তরে ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন জাহেলিয়াতের কর্ণধার তাগুতী শক্তি মুসলীম উম্মাহ্‌র দুর্বল ছিদ্র পথে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ক্রমবর্ধমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ছদ্মাবরণে সন্ত্রাসতন্ত্রের বেড়জাল দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে আটকিয়ে ফেলে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাকে। বর্তমানে তার ভরা যৌবন। বিশ্বের আনাচে-কানাচে প্রতিটি মানুষ আজ দিনাতিপাত করছে প্রতিটি মুহূর্ত সার্বক্ষণিক টেনশনে। দংশিত ও আহত কেবল ব্যক্তি বিবেক নয়, গোটা বিশ্ব বিবেকই আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বমানবতাবাদী গোষ্ঠি, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীরা আজ হতবাক, উৎকণ্ঠিত ও আতংকিত।

এমতাবস্থায় "দংশিত বিবেক-২" এমনই এক দংশিত ক্ষুদ্র বিবেকের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিয়ামতের আলামত, বিশ্বব্যাপী নৈতিক দেউলিয়াপনা, আল-কুরআনের নামকরণ বিকৃতকরণ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে বাতিলের বিভিন্নমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন, আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবিলায় আমাদের প্রজন্মকে গড়ে তোলায় করণীয় এবং এহেন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে অতীতে আল্লাহ্‌র যেসব প্রিয় বান্দাহ্ সফল জীবনে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেছেন এমন কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণসহ কুরআন-হাদীস, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার নিরিখে কিছু ঘটনা প্রবাহ দিয়ে সাজানো হয়েছে এ ক্ষুদ্র বইখানি। এতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি বিভিন্ন সময়ে জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত। বিবেকবান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পুস্তক আকারে তা প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আশাকরি বইটি বিবেকবান পাঠক সমাজকে প্রকৃত পথে যথার্থ দিক দর্শনে সহায়ক হবে। আর তখনই হতে পারে বইটির প্রকৃত মূল্যায়ন ও স্বার্থকতা। এতে উল্লেখিত কোন তথ্য বা শব্দ মনের অজান্তে কিংবা অজ্ঞতা বশতঃ অযাচিত কোন ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশাকরি সুহৃদ পাঠক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধকরতঃ ভবিষ্যতে সংশোধিত আকারে প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। ইতোমধ্যে বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও দোয়া। দংশিত বিবেকের সম্বিত এ চেতনার এহেন প্রয়াসকে আল্লাহ্‌পাক কবুল করুন এবং আদালতে আখেরাতে সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে মঞ্জুর করুন। আমীন।

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। কিয়ামতের আলামত ১

১.১ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন ১

১.২ কিয়ামতের চিত্র ৩

১.৩ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কী বলেন ৪

১.৪ কিয়ামতের ধ্বংসযজ্ঞ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা কী বলে ৫

১.৪.১ সূর্যের নিষ্প্রভা হবে কিয়ামতের অন্যতম আলামত ৬

১.৫ উপসংহার ৮

২। নৈতিক দেউলিয়াপনা বিশ্বকে এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ৯

৩। আল্ কুরআন এর অযাচিত নামকরণ 'কুরআন শরীফ' ১৬

৩.১ ভূমিকা ১৬

৩.২ নামকরণ বিকৃতির কারণ ১৭

৩.৩ মুসলমানদের ওপর বিজাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ২০

৩.৪ মুসলমানদের পোশাক পরিবর্তন ২১

৩.৫ মুসলমানদের নাম বিকৃতকরণ এবং নিকৃষ্ট আচরণ ২২

৩.৬ মুসলিম প্রজন্মদের শিক্ষা ব্যবস্থা ২৩

৩.৭ পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি ২৪

৩.৮ কওমী আলেম সমাজ এবং পীর-মাশায়েখদের রাজনৈতিক দৈন্যতা ২৫

www.pathagar.com

৩.৯ ইসলাম ব্যক্তিগত বিষয় এতে কোন রাজনীতি নেই ২৬
৩.১০ সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী ২৮

৪। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দাওরা, ফাযিল ও কামিলের মান ২৯

৫। আল-কুরআনের শিক্ষা এবং জেএমবি মার্কা সন্ত্রাসী তৎপরতা ৩৯

৬। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার সন্তানকে কেন আল্-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চাই ৪৪
৬.১ প্রচলিত শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ৪৪
৬.২ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল খেলাফত পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই শিক্ষা ৪৬
৬.৩ শিক্ষা কার জন্য? ৪৯
৬.৪ শিক্ষা কি? ৫০
৬.৫ ওহীর জ্ঞান না মানার কারণেই পন্ডিত আবুল হাকাম হয়ে গেল মূর্খের বাবা (আবু জাহেল) ৫১
৬.৬ শিক্ষার লক্ষ্য কি ? ৫৩
৬.৭ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ? ৫৩
৬.৮ শিক্ষার উৎস কি? ৫৫
৬.৯ আমরা কতটুকু শিখতে পারি? ৫৬
৬.১০ শিক্ষা গ্রহণ ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয় ৫৬
৬.১১ আল কুরআনের শিক্ষাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক একমাত্র পঠিতব্য বিষয় ৫৭
৬.১২ কেবল জাগতিক শিক্ষা ও সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ৫৯
৬.১৩ আল-কুরআনের শিক্ষা স্থায়ী ও সার্বজনিন ৬১

www.pathagar.com

৬.১৪ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি অর্জনের উপযুক্ত সময় ৬৪
৬.১৫ মানুষ জন্ম নিয়েই পারে না শিখতে ও কথা বলতে ৬৫
৬.১৬ বয়ঃবৃদ্ধি সন্ধিক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবনাধ্যায় ৬৬
৬.১৭ সবচেয়ে সম্মানার্হ ব্যক্তি ৬৮
৬.১৮ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা কেবল মানুষের জন্যই ৬৮
৬.১৯ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণ, শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্যতা অর্জনের অনুকূল নয় ৭২
৬.২০ ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষা ৭৪
৬.২১ শিক্ষা, যৌবন এবং ছাত্র জীবন ৭৬
৬.২২ শিক্ষা ও চাকুরি ৭৮
৬.২৩ আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ৮১
৬.২৪ মুসলীম উম্মাহ্‌র বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ এবং সৃষ্টিকর্তার মহা পরিকল্পণা ৮৪
৬.২৫ বিশ্বায়নিক ইসলামী সমাজ গঠন ও পরিচালনায় বাংলাদেশের অবস্থান হবে শীর্ষে ৮৬
৬.২৬ খেলাফত আলা মিনহাজিন নব্যুয়তের বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণ ৯৬

৭। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দু'জন সাহাবীর শহীদি শবের অলৌকিক ঘটনা ঃ শাহাদতে হকের জ্বলন্ত সাক্ষী ৯৮

৮। আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্‌ ১০৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

কিয়ামতের আলামত

মহা সৃষ্টি জগতকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চলবে। আল্লাহপাক বলেন–

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

"আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বস্তুনিচয়কে আমরা বিচক্ষণতার দাবি অনুসারে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি (আহকাফ ঃ ৩)"

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

"তিনি চন্দ্র-সূর্যকে একটা বিশেষ আইনের অধীন করে দিয়েছেন। এ সবই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে (রা'আদ ঃ ২)"

এতে বুঝা যায় সেই নির্দিষ্ট সময়ান্তে সব কিছুই ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর আল্লাহর হুকুমে সংঘটিত এ ধ্বংসযজ্ঞকেই বলা হয় কিয়ামত। মহা বিশ্ব ব্যবস্থার চলমান মেয়াদ আর কতদিন বাকী আছে এবং এ মহা ধ্বংসযজ্ঞ কবে সংঘটিত হবে সে বিষয়টা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, গোটা সৃষ্টিজগতকে নিয়ে তার মহা পরিকল্পণার শেষ অংশ বাস্তবায়ন হতে চলেছে বর্তমানে। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) আগমন এবং সর্বশেষ ওহী আল-কুরআন নাযিল সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতা সাধনে এ যামানার মানুষকে তুলনাবিহীন মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে সৃষ্টি তারই প্রকৃষ্ট আলামত বৈকি। এছাড়াও মহা প্রলয়ের কিছু আলামত তিনি ব্যক্ত করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে। আর তা সংঘটিত হবে মহা বিজ্ঞান সম্মত উপায়েই।

১.১ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ O وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ O وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ O

"যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে, তারকাগুলি বিপর্যস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, পর্বতসমূহ চলমান করে দেয়া হবে (আত্ তাকভীর ঃ ১-৩)"

www.pathagar.com

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْO وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْO وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْO
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

"যখন আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, নক্ষত্রগুলি ছিটকে পড়বে, সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে উঠবে এবং কবরগুলি উদগীরণ করে দিবে (ইনফিতার ঃ ১-৪)"

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ O وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ O وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

"যখন তারকাগুলি ম্লান করে দেয়া হবে, আকাশ বিদীর্ণ করা হবে এবং পাহাড় ধুনে ফেলা হবে (মুরসালাত ঃ ৮-১০)"

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ O وَخَسَفَ الْقَمَرُ O وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

"যখন দৃষ্টিশক্তি বিস্ফোরিত বা প্রস্তরীভূত হবে, চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং যখন চন্দ্র ও সূর্য একাকার করে দেয়া হবে (কিয়ামাহ ঃ ৭-৯)"

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ O وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

"যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভূতল বা জমিন ও পর্বতরাশিকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে (আল হাক্কা ঃ ১৩-১৪)"

যেদিন জমিন পরিবর্তন করে ভিন্নরূপে পরিণত করা হবে এবং আসমানকেও করা হবে তদ্রুপ, এবং সবাইকে মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, সেদিন পাপী লোকদের দেখা যাবে শৃঙ্খলে শক্ত করে হাত-পা বাঁধা, তাদেরকে আলকাতরার পোশাক পরিয়ে মুখমণ্ডলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হবে (ইব্রাহীম ঃ ৪৮-৫০)। মানুষের পালাবার কোন স্থান কিংবা কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা বরং একমাত্র রবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে (কিয়ামাহ ঃ ১০-১২)।

যেদিন সে আযাব আসবে সেদিন আসমান গলিত রূপার ন্যায় বর্ণ ধারণ করবে। পাহাড়সমূহ রং-বেরংয়ের ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে অর্থাৎ পাহাড়সমূহের রং যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই সকল মধ্যাকর্ষণ কিংবা মহাকর্ষ শক্তির জাল ছিন্ন হয়ে যখন ওজনহীন হয়ে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন রং-বেরংয়ের ধুনিত পশম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিন কোন পরম বন্ধুও জিজ্ঞেস করবেনা যদিও তাদেরকে পরস্পর দৃষ্টি সীমার মধ্যেই রাখা হবে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে কিন্তু তখন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতী-গোষ্ঠির আপন জনকে এমনকি পৃথিবীর সব কিছুই

www.pathagar.com

দিতে চাইবে। কখনও নয়, সেতো হবে জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা যা শরীরের গোশত ও চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দেবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং সম্পদ জমা করতঃ ডিমে তা দেয়ার মত করে আগলে রাখে তাদেরকে সেদিন সে অগ্নিশিখা উচ্চ স্বরে নিজের কাছে ডাকবে (মাআরিজ ঃ ৯-১৮)। কিয়ামতের এদিনটির স্থায়িত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে (মাআরিজ ঃ ৪)। তবে ঈমানদারদের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ, একটি ফরজ নামায পড়তে দুনিয়ায় যতটুকু সময় লাগে একজন ঈমানদারের জন্য সেদিনটি তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত হবে।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন তিনটি সূরা পাঠ করে। সূরাগুলো হল, আল-ইনফিতার, আল-ইনশিক্বাক এবং আত-তাকভীর (তিরমিযী)।

১.২ কিয়ামতের চিত্র

কিয়ামতের দিন ভূ-পৃষ্ঠের যে অভিনব চিত্র দেখা দেবে তা আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। লোকালয়, মরুভূমি, পাহাড়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি সব কিছুই একাকার হয়ে একই রাজ্যে পরিণত হবে।

এখানে উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা কোন কিছুই থাকবে না বরং স্বচ্ছ একটি ফরাশের মত করে গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে (ইনশিক্বাক)। পাহাড়, পর্বতগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালি কনার ন্যায় চূর্ণ ও গুড়া করতঃ উড়িয়ে দিয়ে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। নদী-সমুদ্রকে কেটে দেয়া হবে (ইনফিতার)। সমুদ্রকে ভরাট করতঃ তার পাঠ চুকে দেয়া হবে (তাকবীর)। এভাবে গোটা পৃথিবীকে সেদিন বদলিয়ে অন্য কিছু করা হবে (ইব্রাহীম)। **অর্থাৎ সেদিন পৃথিবী সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে তার ওপর হাশরের ময়দান হিসেবে প্রস্তুত করা হবে। আর এখানেই আল্লাহ্ তায়ালা আদালতে আখেরাত কায়েম করবেন।**

কিয়ামত এমন এক ভয়াবহ ঘটনা যার পরে পৃথিবীর সকল মানুষকে নতুন আঙ্গিকে জীবন দান করা হবে, যে জীবনের আর কোন মৃত্যু কখনই হবে না। আল্ কুরআনে বর্ণিত এমনি আরও অনেক আয়াত ইঙ্গিত বহন করে যে, চলমান বিশ্ব ব্যবস্থা চিরস্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয় এবং এর একটা নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে। তবে চূড়ান্তভাবে সে সময়ের আগমন সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত আলামত ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু আলামতের অবতারণা করেছেন।

www.pathagar.com

১.৩ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কী বলেন

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– মানুষ এমন এক দুঃসময়ের সম্মুখীন হবে যখন ঈমানের দাবীতে দ্বীনের ওপর টিকে থাকা আর হাতে আগুন রাখা সমান কষ্ট হবে। এছাড়াও তিনি বলেন– সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় পদগুলিতে অযোগ্য লোকেরা ক্ষমতায় বসবে। স্বার্থান্বেষী, লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা রাজত্ব করবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রাধান্য পাবে এবং রক্ষক সেজে ভক্ষক হবে কিংবা তারা জালেমদের সহায়তাদানকারী হবে। সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকের অভাব না থাকলেও বিশ্বস্ত লোকের অভাব হবে প্রকট। নেতৃস্থানীয় লোক হবে মুনাফিক, ফাসিক ও নিকৃষ্ট চরিত্রের। ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দখল করবে কঠিন হৃদয়ের দুশ্চরিত্র সম্পন্ন লোক। মানুষের ধর্মজ্ঞান কমে যাবে এবং আমানতের খিয়ানত করবে। কাফির-মুশরিকদের দাপট বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকৃত দ্বীন বিকৃত করে নতুন নতুন নিয়ম-প্রথা চালু করবে। পুরুষরা নারীদের অনুগত হবে, বন্ধু-বান্ধবদের আপন করে মাতা-পিতার সাথে নাফরমানী করবে। জাগতিক স্বার্থে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করবে। নাচ-গানের প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করবে, নেশা পানকে লজ্জাজনক মনে করবে না এবং অত্যাচারীকে মানুষ ভয়ে সম্মান করবে। এসব আলামতের যখন প্রকাশ ঘটতে থাকবে তখন দুনিয়ার ধ্বংস নিকটবর্তী হবে। কিছু লোকের আকৃতি পরিবর্তন হবে এবং মানুষের স্বভাব হবে পশুর মতো। মিথ্যা ও অন্যায় আইন-কানুন জারি হবে এবং মানুষের লজ্জা-শরম লোপ পাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং স্ত্রী লোকেরাও ব্যবসায় নেমে পড়বে কিন্তু বরকত হবে না। ওজনে কারচুপি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। দুনিয়া ও আর্থিক স্বার্থে আল্ কুরআন ব্যবহার করা হবে এবং তেলাওয়াতকে সঙ্গীত চর্চায় নামিয়ে আনা হবে। কল্যাণকর বিষয়কে মন্দ এবং অকল্যাণকর বিষয়কে ভাল বলে বিবেচনা করা হবে। বিশ্বস্ত আমানতদারীরা মিথ্যাবাদী এবং দুর্নীতিবাজ লুটতরাজকারীরা সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবে। ছেলেরা মেয়েদের পোশাকে ফ্যাশন করবে এবং মেয়েরা হতে চাইবে ছেলেদের মত। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে সংখ্যায় বাড়বে। কেবল জানা পরিচিত লোকদের মধ্যে সালাম বিনিময় সীমিত হয়ে পড়বে। সৎ মানুষেরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে এবং প্রাধান্য পাবে চরিত্রহীন অসৎ ব্যক্তিরা। মদকে পানীয়, সুদকে মুনাফা এবং ঘুষকে উপহার বা বখশিশ হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং হালাল বিবেচিত হবে। উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে এবং পরস্পর গর্ব-অহংকারও যাবে বেড়ে। জুয়া ও গান-বাজনা প্রকাশ্যে হবে। মদ ও ব্যভিচারের

www.pathagar.com

ব্যাপকতা ঘটবে এবং বেড়ে যাবে বেহায়াপনা ও অবৈধ সন্তান। বেড়ে যাবে অপমৃত্যুর হার। নারীরা পরপুরুষের দৃষ্টি-আকর্ষণী আঁটসাট পাতলা পোশাক পরবে এবং মুমিন ব্যক্তিদের হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করবে। মানুষের এখলাছবিহীন আমল বেড়ে যাবে এবং মসজিদ ভর্তি নামাযীর সংখ্যা বাড়লেও নামায কবুল হবে না। যানবাহনে চড়ে অনেকেই মসজিদে গমনাগমন করবে। আমলবিহীন ব্যক্তিরা মসজিদ মাদ্রাসা পরিচালনা করবে এবং কুশিক্ষার প্রসার ঘটবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হবে কিন্তু আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপে পরিণত হবে। মানুষ হবে অর্থের দাস এবং ব্যাপকহারে প্রসার ঘটবে সুদের। মানুষ হক কথা বলতে ইতঃস্তত করবে এবং সকালে ঈমান আনবে সন্ধ্যায় হয়ে যাবে বেঈমান। কোন বিষয় নিজে পালন না করে অন্যকে তা উপদেশ দেবে। ভূমিকম্পের আধিক্য দেখা দেবে। সময় হবে দ্রুতগামী। পরিশেষে একদিন সূর্য অস্ত যাবে উদিত দিক থেকে। এতে সবাই তওবা করবে কিন্তু তওবা কবুল হবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন– পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি সময় থাকতেই গুরুত্ব প্রদান কর ঃ

(১) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের

(২) রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের

(৩) দারিদ্রতা আসার আগে স্বচ্ছলতার

(৪) ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে অবসর সময়ের

(৫) মৃত্যু আসার আগে জীবনের। (মেশকাত)

১.৪ কিয়ামতের ধ্বংসযজ্ঞ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা কী বলে

আল্ কুরআনে বর্ণিত উপরোল্লেখিত আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) ভবিষ্যৎ বাণীর মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন আলামত ব্যক্ত করা হয়েছে। সৌরজগত, আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যাবতীয় অবকাঠামোগুলি একেবারেই বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে তার মধ্যে সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া অন্যতম। কারণ সূর্যের সাথে পৃথিবী ও চন্দ্রসহ অন্যান্য অনেক গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ অবস্থান ও ব্যবস্থাগত ভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উল্লেখিত বিভিন্ন আলামতগুলির প্রত্যেকটি বিষয়ে ধ্বংস করার আলাদা আলাদা প্রক্রিয়া থাকলেও সূর্যকে গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়টি যথার্থভাবে বুঝতে পারলে অন্যান্য সৌর জগৎকেও ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ঘটনা একইভাবে প্রনিধানযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যপুঞ্জি থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সূর্যকে গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি পাঠকের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ বিষয়ই বিজ্ঞান ভিত্তিক। আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখিরাতে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে বিশেষ করে হেদায়াতের পথে আল্লাহ্র একত্ববাদকে বুঝার সুবিধার্থে সেগুলি চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে সৃষ্টিকর্তার অসীম সৃষ্টি রহস্যের অনেক বিষয়ই গবেষক ও বিজ্ঞানীদের দ্বারা আজ উদ্ঘাটিত হয়েছে মানুষের সামনে।

১.৪.১ সূর্যের নিস্প্রভা হওয়া কিয়ামতের অন্যতম আলামত

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর প্রায় ২০ হাজার কোটি তারকার মধ্যে সূর্য মাঝারি গোছের একটি। তবে মহাজগতের তুলনায় সূর্য অতি তুচ্ছ বৈকি। কারণ গ্যালাক্সীর ভিতর এর চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বিশালাকৃতির সূর্য আছে যা আমাদের দৃশ্যমান সূর্যের মত প্রায় তিন কোটি সূর্যকে গিলে ফেলতে পারে এসব একেকটি সূর্য। আমাদের দৃশ্যমান সূর্যকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল সৌরজগৎ।

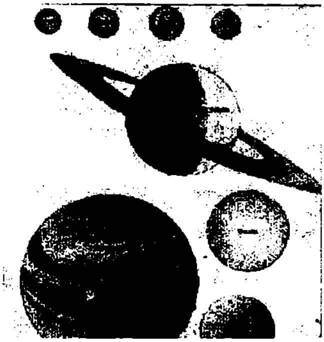

সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে সূর্যের বিশাল প্রভাব বলয় বা হেলিওস্ফিয়ার। গ্যালাক্সীর নির্দিষ্ট সর্পিল অক্ষে সূর্য ও সৌরজগতের অবস্থান। সূর্য গ্যালাক্সী কেন্দ্র থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোক বর্ষ এবং সৌরজগত প্রায় আটাশ হাজার আলোক বর্ষ (১,৮৬,০০০×৬০×৬০×২৪ = এক আলোক বর্ষ) দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করতঃ নিজ নিজ কক্ষ পথে অবিরাম গতিতে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করতঃ ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে একবার প্রদক্ষিণ করে থাকে। আর চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮২৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করতঃ প্রতি সেকেন্ডে ২৯.৭৬ কিলোমিটার বেগে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে থাকে।

আমাদের দৃশ্যমান সূর্য বিপুল শক্তি, আয়তন ও গতি সম্পন্ন একটি বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপা ও অনুগ্রহে তাপ ও আলো বিকিরণের মাধ্যমে এবং সৌরজগতের অন্যান্য সৃষ্টি জগতে প্রাণের স্পন্দন যুগিয়ে সজীবতার সঞ্চার করে যাচ্ছে অতি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে। সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮৫% সূর্যের। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে

www.pathagar.com

৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮০০ গুণ বেশি এবং সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা এক কোটি ছাপান্ন ডিগ্রী কেলভিন এবং সূর্য পৃষ্ঠে ৫৮০০° কেলভিন। বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৩৮৬ মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়ে প্রতি সেকেন্ডে হিলিয়াম উৎপন্ন হয় ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন যা গামা-রে আকারে শক্তি হল ৫০ লক্ষ টন। উৎপাদিত এ শক্তি ভরকেন্দ্র থেকে যতই বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে ততই সে শক্তি সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক কুদরতি ব্যবস্থায় শোষিত হতে থাকে এবং হ্রাস পেতে থাকে বিকীর্ণ তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন- জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানী গ্যাস 'স্পাইকোল' প্রতি সেকেন্ডে ৬০ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে নির্গত হয়। যে গ্যাস পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত কিন্তু তা সেই মহান সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক অদৃশ্য শক্তি বলে একই ভাবে পুনরায় সূর্যের দিকেই ফিরে যায় এবং পৃথিবীকে হেফাজত করে থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশাল ভর ও তাপযুক্ত সূর্য একদিকে বিকিরণ করছে তাপ অন্যদিকে তার নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় ছায়াপথে অবস্থান করে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হচ্ছে গ্যালাক্সী কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে। এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময় সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলবে। উৎপাদিত শক্তি হ্রাস পাবে, বিকীরণ, তাপ ও তেজ কমতে কমতে পরিসমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে এবং পরিশেষে যার অভ্যন্তরে জ্বালানী সংকটে ধ্বংস ও পতনের দিকে অভিকর্ষ বলের প্রভাব কার্যকরী হবে। আস্তে আস্তে শীতল হয়ে অনুজ্জ্বল ও নির্জীব হয়ে মানুষের দৃষ্টি সীমার বাইরে চিরতরে হারিয়ে যাবে এবং মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে সূর্যতাপ ব্যতিত গোটা সৌরজগত বিশেষ করে পৃথিবীতে সৃষ্ট জীব জগতে কোন প্রাণের স্পন্দন থাকবে না। কারণ জলাশয়, নদী-নালা, সমুদ্রের পানিতে কোন বাস্প তৈরি হবেনা, মেঘমালা দেখা না দেয়ায় বৃষ্টি হবেনা এবং গোটা জীব জগতের জন্য অন্তিম অবস্থা সৃষ্টি হবে। সূর্যের মত একইভাবে অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ এবং নিহারিকাপুঞ্জের অভ্যন্তরেও দেখা দিবে জ্বালানী সংকট যার বদৌলতে আকাশ মন্ডলে তাদেরকে দেখা যায় উজ্জ্বল। এমনিভাবে মিল্কিওয়ের সমস্ত সৌর সৃষ্টিকে একেবারে নিস্তেজ করে ফেলা হবে এবং পরিশেষে যে মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে সেগুলিকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্নিবেশিত করে রাখা হয়েছিল মহাপরাক্রমশালী মহাশক্তিধর আল্লাহ্‌ সেসবের মধ্যাকর্ষণ শক্তির নেটওয়ার্ক ছিন্ন করে দেবেন কিংবা অকার্যকর করে ফেলবেন। কেবল সূর্য নয় মহাজগতের সকল সৃষ্টিই তখন মধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষ শক্তিহীন হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ভাসমান অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এমনিভাবে মহা অন্তিম ধ্বংস প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া সহ আলকুরআনে বর্ণিত কিয়ামতের অন্যান্য আলামতগুলিকে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে রূপ দেয়া হবে। কিয়ামত আস্তে ধীরে কিংবা পর্যায়ক্রমে এমন দীর্ঘ সময় ধরে সংঘটিত হওয়ার বিষয় নয় যে শুরুতেই তার আলামত অবলোকন করে পরিশেষে প্রকৃত জীবন অধ্যায়ের প্রস্তুতি নেয়া যাবে। বরং যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে তা সংঘটিত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌পাক নিজেই বলেন- কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি মোটেই দেরী হবে না, চোখের পলকেই বরং তার চেয়েও কম সময়ে তা ঘটে যাবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ সব কিছুই করতে পারেন (নাহল ঃ ৭৭)। আর এমনিভাবে সংঘটিত হবে কিয়ামত।

১.৫ উপসংহার

মহা সৃষ্টিজগতকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের যে মহা পরিকল্পণা তা এমনিভাবে বিনাশের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং বর্তমানে তাঁর এ মহাপরিকল্পণার শেষ অংশ বাস্তবায়ন হতে চলেছে। সর্বশেষ মহানবী এবং সর্বশেষ ওহীগ্রন্থ প্রেরণই তার প্রকৃষ্ট প্রামাণ্য দলীল। অতঃপর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব গোটা মানবকুলকে কিয়ামতের মাধ্যমে পুনঃজীবন দান করতঃ তিনি শুরু করবেন তার পরবর্তী স্থায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

আল্লাহ্‌পাক হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বছর আগের কিংবা সৃষ্টির প্রারম্ভিক কালের মানব গোষ্ঠির তুলনায় সর্বশেষ মহানবীর আমলে সর্বশেষ মানবকুলকে পরবর্তী স্থায়ী পারলৌকিক কর্মসূচিতে কিছু বিশেষ বোনাস সুবিধা দিতে চান। সে কারণে তার সৃষ্টি রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করার যথাযোগ্য বিজ্ঞানভিত্তিক মেধা ও যোগ্যতা দিয়েছেন এ কালের মানুষকে। অতএব এখনই সময় বিজ্ঞানভিত্তিক তাঁর এ মহা সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে একমাত্র তারই দিকে ফিরে আসা এবং মহা অন্তকালে কিয়ামতের পুনরুত্থানে ভয়াবহ আযাব ও কঠিন দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা। কিয়ামত এখনও অনেক দূরে, যখন আসে তখন দেখে নেব এবং তওবা এস্তেগফার করে জীবনের মিটমাট সেরে নেব আল্লাহ্‌র সাথে এমন মনোভাব ও কর্মনীতি প্রকৃত মুমিন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ উল্লেখিত আলামতের ভিত্তিতে যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে কিয়ামত। তাছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের মৃত্যুটাও তার জন্য এক কিয়ামত বৈকি। আল্লাহ্‌ মেহেরবানী করে আমাদের সবাইকে যথাসময়েই তার মকবুল পথে কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

২

নৈতিক দেউলিয়াপনা বিশ্বকে এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে

অসৎ প্রবণতা, সুদ-ঘুষ, ড্রাগ এবিউজ, পর্ণোগ্রাফি, মাদকাসক্তি, বিকৃত যৌনাচার ও যৌন রোগ, মারামারী, হানাহানি, সন্ত্রাস, হত্যা ও জঙ্গিবাদী আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবাধ চর্চা বর্তমান বিশ্বকে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা কি আমরা কখনও একটিবার ভেবে দেখেছি? মানবতা বিরোধী এসব কুঅভ্যাস ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বিশ্বব্যাপী মানব মনের নৈতিক অবস্থাকেই যে কেবল উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করে তুলছে তা কিন্তু নয় বরং সমাজ, দেশ ও গোটা বিশ্বকে ক্রমেই এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তথাকথিত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির ভূমিকাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় তারা একদিকে যেমন ভোগবাদী নীতিতে বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে অপরদিকে তেমনি শান্তির অন্বেষায় অশান্তির দাবানলে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতিতে তারা শান্তিপ্রিয় উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলিকেও টেকনোলজি ট্রান্সফার এবং সাহায্যের নামে এসব নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ শিক্ষা দিয়ে তুষের অনল দিয়ে জ্বালিয়ে মারছে। বাহ্যিক আচার-ব্যবহার এবং চাল-চলনে তাদেরকে দূর থেকে নীতিসমৃদ্ধ গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা মনে হলেও অতি নিকট পর্যবেক্ষণে দেখা যায় তাদের গভীর ভিত্তিমূলে রয়েছে অপূরণীয় মরণক্ষত। বিভিন্ন সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় গোটা বিশ্ব আজ নৈতিকতার দিক দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত-দেউলিয়া এবং অতি ভয়ানকভাবে পূর্ণ বিনাশের উপযোগী।

কেবল অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশেই নয়, নীতি-নৈতিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে অবৈধ ঘুষ বা উৎকোচ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে মহামারী আকারে। এমনকি উন্নত দেশগুলিতেও আজ চলছে ঘুষের রাজত্ব। বর্তমানের বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রেও ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। সম্প্রতি সিবিএস নিউজ ও নিউইয়র্ক টাইমসের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, আইন প্রণেতাদের ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় ব্যবসার এক অংশে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে ৭৭% জনগণ মনে করে মার্কিন কংগ্রেসে চলছে ঘুষের রাজত্ব (নয়া দিগন্ত : ৩০.১.০৬)।

www.pathagar.com

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এক ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে– বিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং জার্নালিস্টদের বিভিন্ন গবেষণায় অসুদপায় এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিন দিন একটা বিশৃঙ্খল হারে বাড়ছে। ১৯৭৬ হতে কেবলমাত্র মেক্সিকো শহরেই সতের হাজারেরও অধিক পুলিশ অফিসারকে করাপশনের দায়ে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইতালিতে কেবল পেট্রোলিয়াম ট্যাক্সে ২.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার ফাঁকি দেয়ার অপরাধে দু'জন খ্রিষ্টান পুরোহিতসহ ৫৪০ জনের অধিক ব্যবসায়ী এবং এক ডজনের বেশি ট্যাক্স অফিসিয়ালকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ট্যাক্স ফাঁকির নজির অন্যান্য দেশেও কম নয়। যেমন– গড়ে প্রতি পূর্ণবয়স্ক একজন সুইডিস নাগরিক প্রতি বছর তার সরকারকে ৭২০ ডলার ফাঁকি দিয়ে থাকে। জার্মানিতে প্রায় ১০ এবং আমেরিকায় প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার ফাঁকির নজির রয়েছে। আর এ কারণেই প্রায় এক দশক আগে The American Institute of Certified Public Accountants বলেছিল, "If the situation continues to worsen, it could bad to the disruption of our economy and even to a breakdown in society."

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয়, অবৈধ ওষুধ সরবরাহের কারণে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে যখন নিষিদ্ধ ওষুধ কম দামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিক্রি করা হয়। তাই কেনিয়ার একজন ডেপুটি মিনিস্টার এক সময় কেঁদে কেঁদে বলেছিল– "We are victims of the industrial world." বিশ্বের অবৈধ বা নিষিদ্ধ ওষুধের আশঙ্কাজনক ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে UN Division of Narcotic Drugs এর ডাইরেক্টর, "An evil miasma of smuggling and crime, tax evasion, bribery, and corruption." হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যেও সাধারণভাবে crime ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। ১৯৮৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় লস এঞ্জেল্স্ এ দেখা গেছে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি করে crime সংঘটিত হয়েছে। নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিসকোর মত বড় বড় শহরে চোর, ডাকাত আর হাইজাকারদের অত্যাচারে ক্যাশ টাকা পকেটে নিয়ে চলা কঠিন। যার ফলে গোটা আমেরিকায় যে কোন দোকানে জিনিস কিনে চেক লিখে দেয়ার নিয়ম আছে এবং প্রত্যেকেই টাকার বদলে পকেটে নিজ নিজ চেক নিয়ে চলে। এসব বড় বড় শহরে অবাঞ্ছিতদের অত্যাচারে ঘরের জানালা খুলে ঘুমানো যায় না। এমনই ছোটখাট হাজারো উদাহরণ আজ বিশ্বের সর্বত্রই সর্বদাই অহরহ বিরাজমান। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে অন্ততপক্ষে তিন দফা তার সাইকেল হারায়নি। ইনসিওরেন্স অথরিটি এবং

www.pathagar.com

পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে ডেনমার্কে গড়ে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি এবং বছরে এক লাখ সাইকেল চুরি হয়।

বিশ্বে যৌন বিষয়ক নীতিভ্রষ্টতা আরও বেশি মারাত্মক ও জঘন্য। International Planned Parenthood Federation এর এক জরিপ অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মহিলা গর্ভপাত করে থাকে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং ১৪৫টি অন্যান্য দেশে। জাপানে প্রতি তিন জনে দু'জন মহিলা গর্ভপাত করে থাকে। রেডবুক নামক ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, এক লক্ষ মহিলার এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা তিরিশ জন বিবাহোত্তর এবং শতকরা একাশি জনই বিবাহপূর্ব ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এক রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১২,৯৭,৬০৬ শিশু গর্ভপাত করে নষ্ট করা হয় এবং ১৯৮২ সালে পোল্যান্ডে নষ্ট করা হয় অন্ততপক্ষে ৮,০০,০০০ শিশু। ১৯৭৬ সালে ইউএস পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের এক জরিপে বলা হয়, শতকরা ৪১ জন সতের বছর এবং কম বয়সী বালিকারা যৌন সঙ্গম করে থাকে এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে তা ক্রমেই বেড়ে শতকরা ৫৪তে দাঁড়ায়। রিপোর্টে আরও বলা হয়, পনের থেকে উনিশ বছরের মেয়েরা যারা জারজ সন্তান প্রসব করে তাদের হার ১৯৪০ এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে শতকরা আটশতে দাঁড়ায়। অপরদিকে কানাডা ও ভারতভিত্তিক গবেষকরা ১৯৯৮ সালে এগার লাখ পরিবারের ওপর পরিচালিত জাতীয় জরিপের ভিত্তিতে এক তথ্যে জানানো হয় যে, আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে জন্মের আগে সন্তানের লিঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় এবং ছেলে সন্তান লাভের প্রবল বাসনায় কেবল ভারতেই গত দু' দশকে ভ্রুণ গর্ভপাতের মাধ্যমে প্রায় এক কোটি মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হয়। কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট মাইকেল হাসপাতালের এক গবেষক মাইকেল ঝা বলেন, ছেলে সন্তান লাভের প্রবল বাসনা প্রতি বছর ৫ লাখ মেয়ে-শিশু পৃথিবীর মুখ দেখছে না। অক্টোবর ২০০৫ লন্ডনভিত্তিক একটি মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, এহেন ভ্রুণ হত্যা লিঙ্গ ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে (যুগান্তর : ১৪.২.০৬)।

অপরদিকে এইডস রোগের মহামারী দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় ২ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৮,০০০ মানুষ এ রোগে মারা যাচ্ছে এবং রোগটি পাঁয়তারা করছে আরও জোরদার আঘাত হানার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বের কয়েকটি দেশে এ রোগের অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

According to joint estimates from UNAIDS and WHO, the number of people living with HIV and AIDS had grown to 43 million by the end of September 2005, which is 10% more than just one year before. Since the beginning of the pandemic 2 crore people have died of AIDS all over the world. Estimate shows that approximately 2.3 million children (under age 15 years) world wide are living with HIV. More than 95% of people infected with HIV live in developing countries. About 6,000 people are newly infected with HIV every day. In 2005 about 5 million people have been infected with HIV, the most affected region is sub-shaharan of Africa where 20 million people are living with HIV/AIDS. In Africa 2/3 of the whole populations have been infected with HIV. Among them 77% are women.

In Asia, the countries with a large number of infections are India, Thailand, Myanmar, China, Nepal and Cambodia.

India: HIV is spreading rapidly throughout India with an estimated 5.1 million people are currently infected (end of 2003), around 38% are women, the most rapid and well-documented spread has occurred in Mumbai and Tamil Nadu. Here HIV prevalence has reached 50% in sex worker, 30% in STI patient and 2% in antenatal clinics. It is projected that the number of people living with HIV/AIDS in India will be 20-25 million by 2010.

Nepal: In Nepal an estimated 61,000 people are living with HIV/AIDS (est. 2003) and 3100 peopl died of AIDS (est. 2003).

Thailand: Estimated number of people living with HIV/AIDS is 5,70,000 (end of 2003). It is estimated that 50% of infections were result of heterosexual transmission in cohabiting partnerships, 20% due to injecting drug use, 15% transmitted mother to child and 15% were associated with commercial sex.

www.pathagar.com

Myanmar: Among the three Asian countries hardest hit by the epidemic, only in Myanmar do national HIV infection rates continue to rise. Number of people living with HIV/AIDS 3,30,000 (end of 2003), 65% were due to heterosexual contact, 26% to injecting drug use and 5% due to contaminated blood.

China: The estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2003 was 8,40,000. Since 1999 there has been a 30% annual rate of increase of reported HIV infection. Based on this calculation, it is projected that the number of people living with HIV/AIDS in China will exceed 10 million by 2010.

Cambodia: Cambodia's national HIV prevalence around 3% since 1997 is the highest in Asia. Number of people living with HIV/AIDS is 1,70,000 (end of 2003) and adult prevalence rate of HIV/AIDS is 2.6% and death is 15000 (in 2003).

ভয়াবহ এ এইডস রোগ (যার কোন চিকিৎসা নেই) বিস্তারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম সমকামিতা (homosexuality) মহামারী আকারে যেভাবে বাড়ছে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। মে, ১৯৮৩ সংখ্যার এক হেলথ ম্যাগাজিনে বলা হয়, শতকরা ৭১ ভাগ এইডস পুরুষের সমকামিতার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে। বিশ্বের সর্বত্র এইডসের বিরুদ্ধে আজ সকল দেশই সোচ্চার। ব্যয় করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা এ রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পদ্ধতির পিছনে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১৯.৯.৯০ এর The International Herald Tribune পত্রিকায় বলা হয়েছে, কনডমের ব্যবহার এইডস প্রতিরোধের এক সম্ভাবনাময় উপায় এবং আফ্রিকার জায়েরের মত একটি ছোট দেশেই এ বছর 'দি প্রুডেন্স' কর্মসূচির মাধ্যমে ইউএস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ৯ লক্ষ ফ্রি কনডমসহ ৬ লক্ষ ডলার ব্যয় করছে। অথচ এইডস বিস্তারের অন্যতম প্রধান উৎস বিকৃত যৌনাচারকে দমন করাতো দূরের কথা বিভিন্ন দেশে আইন করে তা আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই কিছুদিন আগেও ডেনমার্কে অনেক উন্নত দেশের ন্যায় পুরুষে পুরুষে বিয়ে এবং নারীতে নারীতে বিয়ে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। সানফ্রান্সিসকো শহরে এক জরিপে নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান, শতকরা তিরিশ জন ভোটার সমকামী (গে) যারা প্রকাশ্যভাবে এরূপ পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে থাকে। ১৯৮২ সালে

www.pathagar.com

গে'রা প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল করে দাবি করে যে, জর্জিয়ার আটলান্টা শহরে শতকরা ২৫ জন সমকামী। The Institute of Sex Research এর এক জরিপে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগই সমকামী। 'টাইম' ম্যাগাজিনে বলা হয়, "Homosexual men and women are coming out of the closet as never before to live openly. They are colonizing areas of big cities as their own turf, operating bars and even founding churches in conservative small towns, and setting up a nationwide network of organizations to offer counseling and companionship to those gays- still the vast majority- who continue to conceal their sexual orientation."

বিকৃত যৌন রোগের কুফল যে শুধু এইডস রোগেই সীমাবদ্ধ তা নয় বরং সিফিলিস, গনরিয়ার মত অতি জঘন্য ও মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাবও বিশ্বের সর্বত্র আজ সকল দেশের আবহাওয়াকে অতি ভয়ানকভাবে কলুষিত করছে। The Pacific Stars and Stripes এর এক রিপোর্টে বলা হয়, ফিলিপিন এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে বছরে আট হাজার সৈন্য সুপার গনরিয়ার বিরুদ্ধে পেনিসিলিন প্রতিষেধক ব্যবহার করে থাকে। ক্যানাডায় এ সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার। ইংল্যান্ডেও প্রায় তাই। The Sunday Times এবং Fraternite Matin of Abidjan, Ivory Coast পত্রিকায় আফ্রিকা সম্পর্কেও প্রায় একই রিপোর্ট বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে সেখানে অর্ধেক বয়স্কা মহিলারাই এ ধরনের যৌন রোগে ভুগেছে এবং বর্তমানে ভুগছে। বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলিই বিকৃত যৌনাচারের উৎস যেখানে মানুষের জীবনে তা হঠাৎ করেই শুরু হয় না। ফ্রি মিক্সিং এসব দেশে বিকৃত যৌনাচার এবং নীতিভ্রষ্টতা শুরু হয় তাদের শিশুকাল থেকেই। যে অবস্থাকে বলা হয় চাইল্ড এবিউজ অথবা পর্ণোগ্রাফি যা বর্তমান বিশ্বে আর এক অতি মারাত্মক এবং কলঙ্কজনক অধ্যায় এবং দিন দিন তা মহামারী রূপেই বিস্তার লাভ করছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই ছয় বছরের শিশু হতে শুরু করে প্রায় তিন লক্ষ উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর জঘন্য পর্ণোগ্রাফির ফাঁদে আটকা পড়ে হাবুডুবু খায়। লস এঞ্জেলস এ ডাক্তার, উকিল এবং অন্যান্য প্রভাবশালী নারী-পুরুষের Rene Guyon Society এর স্লোগান হলো– "Sex by age eight, or it's too late." আর শুধু কি তাই, তার সাথে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িত হ্যাশীশ (Hashish), মদ এবং অন্যান্য নেশাকর মাদক দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার। বিশ্বের যে কোন দেশে এমন একটি শহর বা বন্দর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে এসব মাদক দ্রব্য পাওয়া যাবে

www.pathagar.com

না। বরং বিশ্বের প্রায় সর্বত্র অলিতে গলিতে বিশেষ করে বড় বড় প্রশাসনিক পরিবেশ, হোটেল, রেস্তোরাঁয় এবং আধুনিক entertainment এ জুয়া, নারী ও মাদকদ্রব্য আজ অতি কমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সাথে সিনেমা, টিভি ও ভিসিআরের মাধ্যমে ব্লু ফিল্ম ও নগ্ন ছবির অবাধচর্চা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং নীতিভ্রষ্টতার সয়লাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্ব পরিবেশ ও আবহাওয়াকে ছোঁয়াচে রোগের মতই যেভাবে দূষিত ও কলুষিত করছে এবং গোটা মানব সৃষ্টিকে যেভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি করছে তাতে প্রকৃত মানবতাবাদী বিবেক বিস্মিত, **দংশিত** ও অস্থির না হয়ে পারে না। অপরদিকে বস্তুবাদী বিশ্বনেতৃবৃন্দ উদগ্র লালসায় নেশার তালে তালে কূটনীতির আগ্রাসী কালো থাবা বিস্তার করে, মানবতা বিরোধী সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়ায় বিশ্বের কোটি কোটি নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষের জীবন নিয়ে হোলি খেলায় মত্ত হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে টুইন টাওয়ার ধংসের ঘটনাকে উছিলা করে মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ আফগান ও ইরাক ধ্বংস, ফিলিস্তিন ও ইরানের প্রতি বিষাক্ত ছোবলসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বৃদ্ধি এর বড় প্রমাণ বৈকি? ঘটনা এখানেই সমাপ্ত নয়। একদিকে বিশ্ব বিবেককে পদদলিত করে এসব আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের রি-অ্যাকশন তথাকথিত বিশ্ব বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী একদিকে যেমন অমানবিক চক্রান্তে বিভোর, পরাশক্তিগুলি দুর্বলদের ওপর বিষাক্ত ছোবল নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মায়াকান্নায় অস্থির। অপরদিকে সুনামী ও হ্যারিকেন রিটার ন্যায় ভূকম্পন ও জলকম্পনের মত প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগ ক্রমে বেড়েই চলেছে গোটা পৃথিবী ব্যাপি। একারণে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন "জাহারাল ফাসাদু ফিল্ বাররি ওয়াল্ বাহ্‌রী বিমা কাছাবাত্ আইদিন্‌নাস্"। অর্থাৎ জলে ও স্থলে এসব ফিত্‌না ফাসাদ মানুষের হাতের কামাই। এমনিভাবে বিশ্ব আজ নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত–দেউলিয়া এবং অতি ভয়ানকভাবে পূর্ণ বিনাশের উপযোগী।

www.pathagar.com

৩

আল্ কুরআন এর অযাচিত নামকরণ 'কুরআন শরীফ'

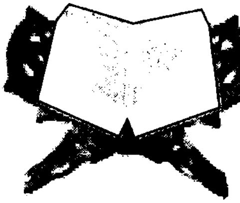

৩.১ ভূমিকা

আল্ কুরআন এর বিকৃত নামকরণ 'কুরআন শরীফ'। এমনিভাবে আমাদের সমাজে আজও প্রচলিত করে রাখা হয়েছে এমন অনেক ইসলামী নাম ও টার্ম বা পরিভাষা। অনেক বিষয়ের অর্থ ও ভাবার্থকে বিকৃত, বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করতঃ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে মুসলিম উম্মাহর চিন্তাধারা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অনেক কর্মকাণ্ড। খানায়ে কাবাকে কাবা শরীফ, উম্মুল কুরআ বা মক্কা আল্ মুকাররমাকে মক্কা শরীফ, আল্ মদিনাতুল মনোয়ারা কিংবা আল্ মদিনাতুত তায়্যেবাকে মদিনা শরীফ, সহীহ আল্ বুখারীকে বুখারী শরীফ, হাদীস শরীফ ইত্যাদি নামে পরিচিত ও প্রচলিত করা হয়েছে মূল নামের সাথে 'শরীফ' শব্দটি যোগ করে। মুসলিম উম্মাহর হৃদয়তন্ত্রীর সাথে ইসলামের যে বিপ্লবী বা সংগ্রামী জীবন দর্শন ও সমাজ সংস্কৃতি, 'শরীফ' বা ভদ্র শব্দ যোগ করে তার অর্থ ও ভাবধারাকে করা হয়েছে একেবারে শীতলীকরণ।

আল্লাহপাক 'ইক্‌রা' বা 'পড়' নির্দেশ সহকারে নাযিল করেছেন আল-কুরআন। দুনিয়াতে পাঠযোগ্য যদি কোন বিষয় থাকে তা হলো আল্ কুরআন যার অর্থই হলো একমাত্র পঠিতব্য বিষয়। এছাড়াও বিভিন্ন অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দে এর পঞ্চান্নটি নাম আল্লাহপাক নিজেই আল্ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, যেমন– আল্ ফুরকান, আল্ হাকীম ইত্যাদি যেসব নাম উচ্চারণের সাথে সাথে নামের তাছিরে মানব মনে ও হৃদয়তন্ত্রীতে জাগ্রত হতে পারে এক আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের বিপ্লবী চেতনা। এ কারণে অতি সুচতুর ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আল্ কুরআনের নামের প্রথম অংশ 'আল্' বাদ দিয়ে শেষে 'শরীফ' শব্দটি যোগ করে বিকৃতভাবে রাখা হয়েছে কুরআন শরীফ অর্থাৎ ভদ্র পঠিতব্য বিষয়। যখনই একমাত্র পঠিতব্য বিষয় কিংবা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী অর্থে আল্ কুরআনের নাম উচ্চারিত হবে তখনই অনুসন্ধিৎসু মানব মন স্বাভাবিকভাবেই

www.pathagar.com

সেদিকে আকৃষ্ট হবে, যা ভদ্র পঠিতব্য বিষয় বললে কখনই হবে না। যেমন কলেমা তৈয়্যেবার অর্থ বিকৃত করে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ বা মা'বুদ নাই' এর পরিবর্তে বলা হয় 'দুনিয়ার কোন কিছু থেকে কোন কিছু হয়না, সবকিছু হয় আল্লাহ্ থেকে'। কলেমার এ বিকৃত অর্থ আজ কেবল এদশেই নয়, বরং সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বাস্তব জীবনে চলার পথে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক নাম, টার্ম ও বিষয়কে করা হয়েছে বিকৃত কিংবা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে রাজ্যহারা মুসলিম উম্মাহকে সুচতুর বৃটিশ বেনিয়া তাদের তাগুতী শাসন ব্যবস্থার অধীন সুকৌশলে দাবিয়ে রাখার লক্ষ্যেই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নাম ও অর্থকে বিকৃত করে তৎকালীন সময় থেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপায়ে মুসলিম উম্মাহ্র বিপ্লবী চেতনা ও মনস্তত্বকে প্রশমিত ও নির্জীব করে রাখা হয়েছে।

৩.২ নামকরণ বিকৃতির কারণ

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে তার ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা বা জীবন বিধান মেনে চলতে হয়। এ জীবন বিধান দু'ধরনের যে কোন একটি হতে পারে।

প্রথমতঃ মানুষের চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত এবং সৃষ্টিকর্তার অভিশপ্ত শয়তান প্ররোচিত মনগড়া জীবন বিধান যাকে আল্ কুরআনের ভাষায় বাতিল বা তাগুত বলা হয় এবং যার শাসনকার্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সম্পূর্ণরূপে শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লোভ-লালসার ভিত্তিতে এবং দুর্বলদের ওপর সবলদের প্রভূত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দ্বারা। মানব সমাজে ইহাই মূলতঃ অশান্তিময় ফিতনা-ফাসাদের বিধান। **সমাজে যখন মানুষের ওপর মানুষের সার্বভৌম কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান আল্ কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমাজের এ অবস্থাকে বলা হয় ফিতনা। আর শয়তানের দোসর সমাজের নাস্তিক, কাফির কিংবা মুশরিক শ্রেণীর লোকেরাই মূলতঃ ফিতনার জন্মদাতা ও কর্ণধার**। ইসলামের বিপরীতে পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের বদলে জাগতিক জীবনে এটাই তাদের তাগুতী অধিকার। কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন-বিধান ছাড়া তাদের এ বাতিল বা তাগুতী আইন-বিধান জারি এবং আল্লাহর বান্দাহদের ওপর জোর করে ফিতনা চাপিয়ে দিয়ে অন্য কারও বান্দায় পরিণত করার অধিকার না থাকলেও তারা ছলে-বলে-কৌশলে তা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী জীবন বিধান মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত এবং তাঁর রাসূল প্রদর্শিত। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক উভয় জগতে মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ বিধান। উল্লেখ্য, ইসলামী জীবন বিধান ফিতনা বা তাগুতের অধীন থাকার জন্য প্রদত্ত হয়নি। এ কারণে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবেও আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই সেই মহান সত্ত্বা (আল্লাহ্) যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য জীবন বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সব জীবন বিধানের ওপর তা বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর এ মহাসত্য সম্পর্কে সাক্ষী হিসেবে এক আল্লাহ্ই যথেষ্ট (ফাত্হ ঃ ২৮)"

তাই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ জীবন চলার বাস্তব ক্ষেত্রগুলিতে তাগুতী বিধান মেনে চলা সুস্পষ্ট শিরক যেহেতু তা মানবরচিত। আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ
وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"হে কিতাবধারীগণ, তোমরা একটা সুস্পষ্ট কথার দিকে আস, যা তোমরা বিশ্বাস কর এবং আমরাও বিশ্বাস করি। আর তা হলো আমরা এক আল্লাহ্র আইন মেনে চলবো, তার সাথে কাউকে শরিক করবো না এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্ ছাড়া একে অপরকে কখনই রব বা খোদা বানাব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা স্বাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম (ইমরান ঃ ৬৪)"

আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاO
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের ওপর অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল করেছি, অতঃপর তোমার প্রভূর এ বিধানের ওপরই ধৈর্য ধারণ করে চল এবং কখনই এবং কিছুতেই কাফির ও পাপী লোকদের আনুগত্য করো না, তার দেয়া হুকুম মেন না (দাহর ঃ ২৩-২৪)"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরও বলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"হে নবী, কাফির লোকদের আনুগত্য করবে না কখনই বরং তাদের সাথে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে ও সর্বাত্মকভাবে জিহাদ করো (ফুরকান ঃ ৫২)"

শুধু তাই নয়, ফিতনার জীবন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলমিন চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা যুদ্ধ করে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনা নির্মূল হয় এবং চূড়ান্তভাবে একমাত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় (আনফাল ঃ ৩৯)"

এতে বুঝা যায়, তাগুত বা কাফিরদের আনুগত্য স্বীকার না করা অর্থাৎ তাদেরকে অস্বীকার ও অমান্য করা এবং তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতঃ তার ওপর আল্ কুরআনের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জিহাদী সাধনাই ছিল মহানবী এবং তাঁর অনুসারীদের কাজ। যে কাজের নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন তার অনুগামী কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম উম্মাহকে।

যেহেতু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন বিধানই হলো ইসলাম, তাগুতী জীবন বিধানের ওপর ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অনুগামী ও অনুসারীদের ওপর একান্ত অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (আহ্যাব ঃ ২১)"

এমনিভাবে দেখা যায়, মানবসমাজে দু'ধরনের জীবন বিধান পারস্পারিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চালু রয়েছে এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই এ দু'টি বিধান একটি অপরটির সাথে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা কখনও সাংঘর্ষিক শক্তি হিসেবে বিরাজিত। এ কারণেই মূলতঃ দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই ফিতনার জায়গায় ইসলামী বিধান চালুর কর্মসূচিসহ কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই সেখানে তাঁকে তাঁর অনুসারীদেরসহ প্রচণ্ড বিরোধিতা কিংবা সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে কায়েমী তাগুতী শক্তির সঙ্গে।

www.pathagar.com

এ উপমহাদেশের এককালের শাসক ও নবাবজাত রাজ্যহারা মুসলমানরা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় প্রশাসনিক পথে আর পা না বাড়াতে পারে সে জন্যই মূলতঃ তাগুতী শক্তির পক্ষ থেকে একদিকে মুসলমানদেরকে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ সার্বিকভাবে পঙ্গু ও পর্যুদস্ত করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিজাতীয় কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব। অপরদিকে অতি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিশেষ বিশেষ কিছু ইসলামী পরিভাষাকে বিকৃত বা পরিমার্জিত করে কোনমতে কান নড়া মরা কই মাছের ন্যায় জিইয়ে রাখা হয়েছে এদেশের মুসলিম উম্মাহ্‌কে। এসব বিষয়গুলি একটু পিছনে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে প্রণিধানযোগ্য।

৩.৩ মুসলমানদের ওপর বিজাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

ভারত উপমহাদেশে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিজাতীয়দের তুলনায় শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ। এতদসত্ত্বেও এ উপমহাদেশে ১২০৬ সালে সুলতান কুতুবুদ্দিনের দিল্লীর সিংহাসন আরোহণের পর থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পর্যন্ত চলতে থাকে মুসলমানদের দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ইসলামী শাসনামল। অতঃপর মুসলিম শাসকদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অধঃপতন, উচ্চাভিলাস, স্বার্থপরতা, গৃহবিবাদ ইত্যাদি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুচতুর বৃটিশ বেনিয়ারা এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় সে ইতিহাস সবারই জানা। তখন টনকনড়া কিন্তু দিশেহারা মুসলমানরা স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদেরকে নিজেদের জাতশত্রু মনে করতে থাকে। ইংরেজরাও বুঝতে পারে যে, শাসকজাত মুসলমানদেরকে দমিয়ে রাখতে না পারলে এদেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে টিকে থাকা এবং স্বার্থ আদায়ের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ইংরেজ শাসন অমুসলমানদের জন্য নিছক সরকার পরিবর্তন কিংবা প্রশাসনিক প্রভু বদল ছাড়া তেমন কিছু ছিলো না বিধায় একশ্রেণীর মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র মৌলবাদী হিন্দু ও শিখ এ পরিস্থিতিকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' রূপে গ্রহণ করে এবং ইংরেজ প্রভূদের সহচর বন্ধু সেজে যৌথভাবে শুরু করে মুসলমানদের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রশাসনিকসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার মূলে কুঠারাঘাত। প্রথমেই ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। এতে ধর্মীয় অবক্ষয়ের আশঙ্কায় মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে বর্জন করে বসে। কিন্তু নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় অমুসলমানরা তা খুব সহজেই লুফে নেয় এবং ইংরেজিকে আয়ত্তে এনে ইংরেজ প্রভূদের সাথে অনায়াসে মিশে যায়। ইংরেজি না জানা রাজ্যহারা নবাব ও

www.pathagar.com

শাসকজাত মুসলমানরা অপরদিকে জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতে সরকারি চাকুরিতে অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে পড়ে এবং অটোমেটিক ছিটকে পড়ে একেবারে পথে-প্রান্তরে। ইংরেজ শাসক এ সুবাদে ইংরেজি শেখা সহচর হিন্দুদেরকে ঐসব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং মুসলমানদের জমিদারিত্ব কেড়ে নিয়ে বানিয়ে দেয় তাদেরকে ভূঁইফোড় জমিদার। শুধু তাই নয়, ইংরেজরা ক্ষমতার রজ্জুকে মজবুত ও পাকাপোক্তকরণের লক্ষ্যে উগ্র মৌলবাদী শিখ ও হিন্দুদেরকে গড়ে তোলে নিজেদের সহযোগী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্বর দাঙ্গাবাজ হিসেবে। এমনিভাবে ইংরেজ, শিখ ও হিন্দুদের যৌথ আধিপত্যবাদ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা থেকে উচ্ছেদ এবং গোটা সমাজ দেহে তাদেরকে ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক নিকৃষ্ট পর্যায়ে দাবিয়ে রাখার সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর ষড়যন্ত্রের কালো থাবা বিস্তার করে চলে। প্রভূবেশী ইংরেজ নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে একেবারে পঙ্গু করে দেয় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিয়ম-প্রথা। কায়েম করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি, জগৎবিখ্যাত মসলিন শিল্প ধ্বংস এবং ইতিহাস বিখ্যাত জালিম শোষক নীল কুঠিয়ালদের বর্বরোচিত দৌরাত্ম্য। উল্লেখ্য, মুসলিম শাসনামলে মুসলমানরা হিন্দুদের জাতীয় অস্তিত্বের গায়ে কখনও হাত দেয়নি। কিন্তু ইংরেজ, শিখ ও হিন্দুদের এহেন যৌথ আধিপত্যবাদ ক্রমেই উপমহাদেশ থেকে মুসলিম নিধন ও জাতিসত্ত্বা বিনাশী রূপ পরিগ্রহ করে। খাজনা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত তথাকথিত চৌধুরী গোষ্ঠী দারিদ্রাহত মুসলমানদের নিকট যেকোন মূল্যে খাজনা আদায় করতো। এ ব্যাপারে এমনকি খুনও করতে পারতো। তবে ৭ জনের বেশী নয়। একারনে সাত খুন মাফ কথাটি আজও আমাদের সমাজে চালু আছে।

৩.৪ মুসলমানদের পোশাক পরিবর্তন

মুসলমানদের পরনে লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবি ও শেরোয়ানী, সালওয়ার, কামিজ ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে তুলে দেয়া হয় বিজাতীয় পোশাক ধুতি ও শাড়ি। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজাতীয় পোশাক যেমন, শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদি আজ অতি মামুলী ব্যাপার। এ দেশের মুসলিম মহিলারা এখনও হিন্দুয়ানী শাড়িতেই অভ্যস্ত। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কনভোকেশন বা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাস করা শিক্ষার্থীদেরকে যে পোশাক (কাস্টিউমস-গাউন) পরিয়ে মাননীয় চ্যান্সেলরের মাধ্যমে বিজাতীয় শিরেকি কায়দায় মাথা নত করে সনদ প্রদাণ করা হয়ে থাকে তা যে গীর্জার খৃষ্টীয়

www.pathagar.com

পোপ জন পলের পোশাক অনুকরণে তা আজও আমাদের মুসলিম গবেষক, চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের মাথায় ধরে না। অতি তাচ্ছিল্যভরে মুসলমানদের সর্বোচ্চ সম্মানী নবাবী রাজমুকুট পরিয়ে দেয়া হয় অফিস-আদালতের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী-পিয়ন, চাপরাশিদের মাথায়। যেমন জাতীয় সংসদ চলাকালীন মাননীয় স্পীকারের পিয়নের মাথায় এ নবাবী মুকুট ও গায়ে নবাবী পোশাকের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এর বাস্তব আলামত যা আজও আমরা মনের অজান্তেই নির্লজ্জভাবে গতানুগতিক রেখেছি। দেশ স্বাধীনের যুগ যুগ পর আজও যে আমাদের জাতিসত্তা বিরোধী বিজাতীয় নিয়ম-প্রথা আমাদের চরিত্রে, মন-মগজে চাপিয়ে রাখা হয়েছে এটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের জাতিসত্তা এবং স্বাধীনতাবোধের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে না পারার কারণেই অদ্যাবধি এসব ট্রাডিশন অপরিবর্তনীয় করে চালু রাখা হয়েছে।

৩.৫ মুসলমানদের নাম বিকৃতকরণ এবং নিকৃষ্ট আচরণ

মুসলমানদেরকে আকীকাভিত্তিক আসল নামে না ডেকে ডাকা হতো যবন, ম্লেচ্ছ, নেড়ে ইত্যাদি তাচ্ছিল্য উপাধিতে। নতুন প্রজন্মের নাম ইসলামী কায়দায় না রেখে বিকৃত করে ডাক নাম রাখার প্রচলন চালু করা হয়। কোনো অফিস-আদালতে গিয়ে চেয়ার বা বেঞ্চে বসা তো দূরের কথা মুসলমানদের জন্য ভিতরে ঢুকাও ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি হাটে-বাজারে পণ্যদ্রব্য কেনার সময় হিন্দু দোকানী দ্রব্যটি ওজন করে ছুঁড়ে দিতো আগে থেকে নিচের দিকে পেতে রাখা মুসলমান ক্রেতার ব্যাগে এমন উচ্ছিষ্টভরে যাতে তার শরীর বা ব্যাগের কোনো অংশ যেন দাঁড়িপাল্লা কিংবা দোকান ও দোকানীকে স্পর্শ করতে না পারে। প্রচণ্ড রোদ বৃষ্টিতেও মুসলমানরা জুতা পায়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারতো না ঐসব ভূঁইফোঁড় হিন্দু জমিদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে। পূঁজায় ভোগ দেয়ার জন্য মুসলমানদের বসতবাড়িতে বেড়ে উঠা শবরী কলার বড় কাদিটি তারা কেটে নিয়ে যেতো জোর করে। কেটে নিতো বড় বড় দামী গাছগুলো, ধরে নিতো পুকুরের বড় বড় মাছগুলো। মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার ছিলো না কিছুই। বরং উল্টাভাবে তাযীম করতে বাধ্য হতো কর্তাবাবু বলে। এখানেই শেষ নয়, নিজ জমিতে জীবন ধারণের খাদ্য ফসলের পরিবর্তে পরের আবাদ নীল চাষে বাধ্য করা হতো মুসলমানদেরকে। জগৎবিখ্যাত ঢাকার মসলিন কাপড় উৎপাদন বন্ধসহ তাদের সকল ব্যবসা-বাণিজ্য কুক্ষিগত করে দেয়া হয় হিন্দুদের হাতে। গরু জবাই বন্ধ করে দেয়া হয়। একজন ফরাসি পর্যটক ডা. বানিয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাই বলেছেন, "এককালের

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ বাংলার মুসলমানরা আজ জঠর জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে রক্তহীন দুর্বলতায় লুটিয়ে পড়ছে বাবুদের পায়ের তলায়।" আরবীর পরিবর্তে হিন্দি ও সংস্কৃতি ভাষাকে চাপিয়ে দেয়া হয় জোর করে। মুসলমানদের নামের আগে হিন্দুদের 'শ্রী' লিখতে হবে। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ, নাম-নিশানা, আচার-আচরণে সমাজে হিন্দু-মুসলিম যখন একাকার হয়ে যেতে থাকলো তখন মুসলিম মনিষীরা হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আইডেন্টিটি বজায় রাখার জন্য মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের নামের পূর্বে যথাক্রমে মুহাম্মদ ও মোছাম্মৎ এবং হিন্দু পুরুষ ও মহিলাদের নামের পূর্বে শ্রীমান ও শ্রীমতি রাখার নিয়ম চালু করে। আমাদের নামের আগে মুহাম্মদ এবং মোছাম্মৎ লিখা যে কোনো ইসলামী তরিকা নয় তা আজও আমরা অনেকে জানিনা। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন সাহাবী কিংবা পরবর্তীতে তাবেইন বা তাবে তাবেইন কোথাও কারও নামের আগে মুহাম্মাদ বা মোছাম্মাৎ লিখতেননা। এমনিভাবে মুসলমানদের হাজারো নিয়ম-প্রথা, কৃষ্টি-কালচার ধ্বংস করে প্রভাবিত করা হয় বিজাতীয় চাল-চলনে। আজও সমাজে যারা বয়স্ক মুরব্বী লোক কালের জীবন্ত সাক্ষী ও ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেতে পারে প্রকৃত এসব বাস্তব অবস্থা। জমিদার ও শাসক শ্রেণী মুসলমানদেরকে এমনিভাবে চাকুরি, ব্যবসা, সহায়-সম্পত্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সার্বিকভাবে উচ্ছেদ করা হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে অমানবিক অত্যাচার, উৎপীড়নের মাধ্যমে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে করা হতো জর্জরিত। অবশেষে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন শুরু করে। ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি অসংখ্য বৃটিশ বিরোধী ঘটনাপঞ্জি তারই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল।

৩.৬ মুসলিম প্রজন্মদের শিক্ষা ব্যবস্থা

একেবারে বিকৃত ও পঙ্গু করে দেয়া হয় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হত হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্য থেকে। তারা অতি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি থেকে জিহাদ ও জাতি গঠনমূলক বিষয়গুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী শিক্ষার পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন-হাদীস ও আরবি-ফার্সির পরিবর্তে প্রাধান্য দেয়া হয় হিন্দি ও সংস্কৃতিকে। একেবারে সংকুচিত করে দেয়া হয় মুসলিম প্রজন্মদের শিক্ষা জগতকে। যতটুকু রাখা হয় তাতে উচ্চ শিক্ষার দ্বার ছিলো প্রায় বন্ধ। কোনো মতে মাইনর পাস করলেই

www.pathagar.com

নিম্ন শ্রেণীর চাকুরি দিয়ে মুসলিম মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথ দিতো একেবারে বন্ধ করে। কোনো স্কুলে সকল হিন্দু ছেলে-মেয়েদের ভর্তি হওয়ার পর জায়গা থাকলেই কেবল ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো মুসলিম ছেলে-মেয়েরা। তবুও কি শ্রেণী কক্ষে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা বসতো বেঞ্চে এবং মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বসতে হতো তাদের পায়ের নিচে মাটিতে চটের ওপর। তাদের পায়ের গুতা খেয়ে ক্লাস করতে হতো মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। মাঝে মাঝেই অনুরোধের সুরে বলতে হতো– এ-ই-হরিপদ, পা-টা একটু আস্তে ঝুলা না! টিফিন পিরিয়ডে কোনো মুসলিম ছেলে আগে গিয়ে টিউবওয়েলে পানি পান করতে পারতো না। সমস্ত হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের পানি পান করার পর যদি সময় থাকতো তবেই সুযোগ পেতো তারা। তবুও কি, হিন্দুদের জন্য কাঁচের গ্লাস আর মুসলমানদের জন্য টিনের গ্লাস। তাদেরকে বাধ্য করা হতো হিন্দুদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' গাইতে এবং গান্ধীর ছবিকে প্রণাম করতে। ইসলামী পরিভাষা, অর্থ এবং নিয়ম-প্রথাকে অতি সুকৌশলে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন করা হয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী তাগুতী শক্তি এমনিভাবে মুসলিম উম্মাহর অজ্ঞতা ও দুর্বলতার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইসলামের বিশেষ বিশেষ কিছু টার্ম বা পরিভাষাকে বিকৃত বা পরিমার্জন করতঃ এবং প্রকৃত অর্থকে শীতলীকরণ করতঃ মূল তাৎপর্য ও ভাবধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে বড় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। এমনি এক পরিস্থিতির অবাঞ্ছিত শিকার হয়ে আজও এ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ তাগুত অনুমোদিত ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৩.৭ পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি

বিরুদ্ধবাদিতা এড়িয়ে উপমহাদেশে নিজেদের আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানকে অনায়াসী ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাবাজির পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রধান বিরুদ্ধবাদী মুসলমানদেরকে অতি সুকৌশলে নানাবিধ ফেৎনা-ফাসাদ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের ফাঁদে আবদ্ধ করে ফেলে। ইসলামী শরীয়ত এমনকি ছোটখাট বিষয় বা নিয়ম-প্রথা মেনে চলার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসৃত মৌলনীতিকে গৌণ করে প্রাধান্য দেয়া হয় বিভিন্ন মাযহাবী ফেরকা ও শিরক মিশ্রিত বিদআতী নিয়ম-প্রথাকে যা আজও আমাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, অনৈক্য ও বিভেদের অন্যতম ফেৎনা হিসেবে ক্যান্সারের মতই জিইয়ে আছে। যেমন– নামাজে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধবে নাভীর নিচে না সিনার উপরে, মাথায় লম্বা কিস্তি টুপি না গোল টুপি, গোল হলে পাঁচ কলিদা না

www.pathagar.com

পট্টিওয়ালা, পাগড়ি সাদা রঙের না কালো, তা লম্বা পাঁচ হাত না আরও বেশি, 'আমিন' উচ্চস্বরে না আস্তে, রফাইয়াদাইন হবে কি হবে না, নামাজান্তে মুনাজাত চলবে কি চলবে না, মিলাদ জায়েজ না নাজায়েজ, মিলাদে কিয়াম করা ঠিক না বেঠিক, সালাম-কদমবুচি না মুসাফাহা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে বিদ্বেষপূর্ণ ফতোয়াবাজি আর নানাবিধ মাযহাবী ফেরকাবাজি যা গোটা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতে ঠেলে দেয় অনৈক্যের বিশাল গহ্বরে। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে শিয়া, সুন্নী, ওয়াহাবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করতঃ একই পরিবারে কয়েক ধরনের সন্তান জন্মদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদেরকে আত্মঘাতি স্ববিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত রেখে ইংরেজ ও ভূঁইফোঁড় হিন্দু জমিদাররা নিজেদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে অনায়াসে করতে থাকে শক্তিশালী। জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বলা হয় মিস্টার এবং মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মৌলভী, একদিকে সম্বোধন স্যার আর অন্যদিকে হুজুর। এসব বৈসাদৃশীয় পরিভাষা বিশ্বের কোথাও আছে বলে মনে হয় না যা বৃটিশ আমাদের মধ্যে চালু করে রেখে গেছে এবং আজও প্রচলিত আছে। এমতাবস্থা চলতে থাকলে ইসলামের মৌলনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও নিয়ম-প্রথা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এক শ্রেণীর দ্বীনদার পরহেজগার আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ কোনরূপ সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নিজেদের ব্যক্তিগত কষ্টার্জিত টাকাকড়ি, ফেতরা, উশর, দান-ছদকা ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- খারিজি বা কওমী মাদ্রাসা এবং নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত সওয়াব ও জিকির-আজগারভিত্তিক পৃথক সামাজিক পরিবেশ।

৩.৮ কওমী আলেম সমাজ এবং পীর-মাশায়েখদের রাজনৈতিক দৈন্যতা

আমাদের জাতিসত্তা এবং দ্বীন ও শরীয়তের কর্ণধার এসব আলেমে দ্বীন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যান। ইসলামের আলোকে দেশ, জাতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তারা পড়ে যান চরম অনীহায়। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে তারা সীমাবদ্ধ করে ফেলেন কেবল কবরের আযাব আর দোযখ বেহেস্তের ওয়াজ-নছিহতের মধ্যে। অপরদিকে রাজনীতিবিদরা বস্তুবাদী তাগুতী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাজনীতি করতে করতে ক্রমেই নিছক দুনিয়াকেন্দ্রিক ও দ্বীনহীন হয়ে পড়েন। ইঙ্গ-পৌত্তলিক শাসকগোষ্ঠী বিরুদ্ধবাদী এসব রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বদেরকে মাথার ওপর ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় মনে করলেও রাজনৈতিক দৈন্যতার কারণে আলেম-উলামা-পীর-মাশায়েখদেরকে বিদ্যুৎবিহীন বৈদ্যুতিক তার কিংবা দন্তবিহীন গোখরা সাপের মতই মনে করতে থাকে, আজও করা হয়।

অতঃপর লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত বৃটিশ পরবর্তী স্বাধীন মুসলিম দেশ 'পাকিস্তান' এর শাসনভার চলে যায় আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ এবং দ্বীন ও শরীয়ত তথা ইসলামী আইন ও নিয়ম-প্রথার কর্ণধার এসব নায়েবে রাসূলদের পরিবর্তে দুনিয়াদারী বা বস্তুবাদী ঐসব দ্বীনহীন রাজনীতিবিদদের হাতে। ফলে দেখা গেছে নায়েবে রাসূলগণ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, সাধারণ জনগণ '৪৭ এর ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লেও তাদের কাছে নিজ নিজ সামাজিক ও পীর-মুরীদি পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে গোটা দেশ ও জাতির স্বাধীনতাকে বড় করে দেখার এবং ইসলামী আইন ও নিয়ম-প্রথাকে প্রশাসনিক বিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তন করতঃ গোটা দেশ ও জাতিকে ইসলামী জীবনমুখী করার কোন প্রয়াস তারা পাননি। ফলে রাজনীতিবিদরা বৃটিশ ও হিন্দুদের রেখে যাওয়া নিয়ম-প্রথাকেই দেশ শাসনের বিধান হিসেবে চালু রেখেছেন যা অর্ধশতাব্দী পর আজও আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও প্রশাসনিক রন্ধ্রে ক্যান্সার হয়ে জীবিত আছে। আশার কথা সাম্প্রতিককালে দেশের বিশিষ্ট আলেম সমাজ আল্লাহ্‌র আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই কর্মসূচি নিয়ে ময়দানমুখী হয়েছেন।

৩.৯ ইসলাম ব্যক্তিগত বিষয় এতে কোন রাজনীতি নেই

ইসলামে কোন রাজনীতি নেই বিষয়টি দীর্ঘকাল এ দেশের মুসলিম সমাজে চালু রেখে শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত এবং মসজিদের চার দেয়ালে, খানকার চৌহদ্দিতে এবং মাদ্রাসার একাডেমিক চত্বরে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল ইসলামের প্রকৃত শাশ্বত দর্শনকে। একদিকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বানানো হয়েছে তাগুতী রাজনীতির আখড়া হিসেবে অপরদিকে খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসাগুলিকে রাখা হয়েছে একেবারে রাজনৈতিক আলো-বাতাসের বাইরে। 'ইসলাম একটি ধর্মের নাম যার অর্থ শান্তি' বিষয়টি আজও যে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এমনকি সেকেন্ডারি লেভেলে বিভিন্ন বই-পুস্তকেও যে 'ইসলাম' সম্পর্কে এহেন পরিমার্জিত অর্থ প্রচলিত তা কে অস্বীকার করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অর্থ এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ অর্থে ইসলামের পরিচিতি

www.pathagar.com

প্রচার ও প্রসার ঘটুক তা কখনও উগ্র মৌলবাদী হিন্দু পৌত্তলিকদের নিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়ক বৃটিশ বেনিয়ারা মেনে নিতে পারেনি। কারণ এতে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়তন্ত্রীতে এ দেশে পৌত্তলিকদের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ভাবধারা জাগ্রত হতে পারে। উল্লেখ্য, আশির দশকের মাঝামাঝি দেশের প্রখ্যাত একজন প্রবীণ আলেমে দ্বীন মরহুম হযরত মাও. মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পবিত্র চত্বরে লাখো জনতাকে সাক্ষী রেখে যেদিন ঘোষণা দিলেন– "হে আল্লাহ, এতদিন আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি না করে কবীরা গুনাহ করেছি। আজ তওবা করছি, তুমি মাফ করে দাও। আজ থেকে বাকি জীবনের জন্য দ্বীন কায়েমের রাজনীতিতে নামলাম, তুমি কবুল করো।" এহেন কথা বলে বটগাছ মার্কা প্রতীক নিয়ে যেদিন তিনি রাজনীতিতে নেমে পড়লেন পরদিনই দেশের সকল আলেম-উলামা, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন সকলের চোখ খুলে গেল। এখন আর কেউ অস্বীকার করে না যে ইসলাম আসলে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনীতি তথা রাজনৈতিক বিষয়। আল্লাহপাক মাও. হাফেজ্জী হুজুরকে কবুল করুন এবং জান্নাতবাসী করুন।

ইসলাম মানুষের ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে যারা মেনে নিতে পারে না তারাই মূলতঃ কাফির ও তাগুত। কিন্তু মুসলিম সমাজেও যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে পারে না এবং তাগুতের অধীন থেকে নিজ সুবিধামত কিছু কিছু বিধান মেনে চলার চেষ্টা করে তারা হয় মুনাফিক, মুশরিক আর না হয় জালিম বা ফাসিক। এ কারণেই এদের প্রতি আল্লাহর বক্তব্য হলো–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَO
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا
هُمْ يُنْصَرُونَ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে দুনিয়াতে তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং কিয়ামতে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই পরকালের বিনিময়ে

www.pathagar.com

দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে নিয়েছে যাদের নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং সেখানে তারা কোন সাহায্যও পাবে না (বাকারা ঃ ৮৫-৮৬)"

এমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র অনেক ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি সবকিছুতেই এ স্বাধীন যুগে যে প্রকটভাবে অক্টোপাশের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে আছে তা ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে উন্মোচিত হওয়া আজ একান্ত অপরিহার্য এবং সময়ের দাবি।

৩.১০ সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী

লাউয়ের ঔষধী গুণ অনেক। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লাউ খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে লাউকে বলা যেতে পারে একমাত্র সুন্নতি তরকারী। মৌসুমকালে কেউ যদি নিয়মিত লাউ খান তবে এ সুন্নতি নিয়তের বরকতে তার পরিবারে মারাত্মক কোন পেটের পীড়া দেখা দিতে পারে না। যেহেতু মুসলমানদের জন্য লাউ একটা সুন্নতি বিষয়, তাই একে ব্যঙ্গ করে রচনা করা হয়েছে বিদ্রূপাত্মক গান– 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'। অতি দুঃখজনক যে, আমাদের জাতিগত ঐতিহ্যবাহী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেয়ার ফলে আজও আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের চিন্তা ও গবেষণার মনস্তাত্ত্বিক রাডারে ধরা পড়ে না।

এমনি বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে উপমহাদেশের গোটা মুসলীম উম্মাহ্‌ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে একেবারে পঙ্গু করতঃ সার্বিক ভাবে তাগুতী শক্তির পদলেহি করে রাখার চক্রান্ত আজও প্রকট আকারে বিদ্যমান আমাদের সমাজে। মুসলীম সংস্কারবাদী আন্দোলন ও সংগঠন যুগে যুগে বহু হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নিক আধুনিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারবাদী চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় তৈরি হতে হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে নতুন আঙ্গিকে।

www.pathagar.com

৪

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দাওরা, ফাযিল ও কামিলের মান

বৃটিশ শাসনামল থেকেই এ দেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার টুটি চেপে ধরে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে আধুনিক শিক্ষার ছদ্মাবরণে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে সেক্যুলার শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা। অতীতে এসব শিক্ষা ব্যবস্থার মূল টার্গেট ছিল একশ্রেণীর দুর্বৃত্তপরায়ণ ইসলাম বিরোধী তাগুতী শক্তির লালন এবং ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনকে পাকাপোক্ত ও দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে তাদের দুর্বৃত্তায়নিক স্বার্থ সংরক্ষণ। ফলে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী এসব শিক্ষা ব্যবস্থা নীতিগতভাবে জনগণের নিকট কখনই গৃহীত হয়নি।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনাবসানের পরবর্তীতেও ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে প্রকৃতই দেশ ও জাতির চাহিদা মোতাবেক সুস্পষ্ট কোন অভীষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রণীত হয়নি গঠনমূলক কোন শিক্ষানীতি এবং গড়ে ওঠেনি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা। বরং বহিঃশক্তি ও বিজাতীয় আগ্রাসী শক্তির তোষণনীতি, সংশ্লিষ্ট গডফাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দলীয়করণ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এবং ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে নানামুখী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারায় রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে উঠেছে নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। **যে জাতির লোকেরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে অপ-রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে সে জাতি কখনও উন্নত বা বড় হতে পারে না।** এহেন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কেবল অর্থনৈতিক জীব এবং অনৈতিক-উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতিবিদ তৈরি হতে পারে বটে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ এবং উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে কখনও গড়ে ওঠতে পারে না। তাই একটা দেশ ও জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা এবং তা সবার জন্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা মৌলিক নাগরিক অধিকার। অথচ বৃটিশ বেনিয়ার ঔপনিবেশিক উত্তরসূরী হিসেবে আজও আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে এ দেশ ও জাতির জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়, আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে প্রধানত দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। প্রথমতঃ শুধুমাত্র ইহজাগতিক অর্থসম্পদ ও বস্তুবাদী জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে জেনারেল এডুকেশন বা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ ইহজাগতিকসহ পারলৌকিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে ধর্মীয় বা দ্বীনি শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আবার দু'ধরনের– (১) ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেবলমাত্র জনগণের দান, সদকা, যাকাত, ফিতরা, উশর এবং অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে পরিচালিত মুসলিম উম্মাহর সমাজ স্বীকৃত খারিজি বা কওমী মাদ্রাসা এবং (২) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আলিয়া মাদ্রাসা।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীকে তার লিখাপড়ায় যে পরিমাণ সময় ও শ্রম দিয়ে সনদ নিতে হয় মাদ্রাসাগুলিতেও একই পরিমাণ কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি সময় ও শ্রম দিয়ে অর্জন করতে হয় তার শিক্ষা সনদ। আধুনিক শিক্ষায় সনদ প্রাপ্তরা যে সমাজে বসবাস করে, যে আলো-বাতাসে গড়ে উঠে এবং বড় হয়, যে রাস্তায় এবং যে সব যানবাহনে চলাচল করে, যে বাজারের খাবার খায়, যে সরকারি প্রশাসনের অধীনে নাগরিক হিসেবে বসবাস করে মাদ্রাসা শিক্ষায় সনদ প্রাপ্তরাও একইভাবে একই সমাজ ব্যবস্থার অধীনে অবস্থান করে থাকে। অথচ সমাজের জীবনমুখী ও বাস্তব ক্ষেত্রগুলিতে তাদের মর্যাদাপূর্ণ কোন মূল্যায়ন নেই। চাকুরি ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মসজিদের ইমামতি, সবিনা পাঠ, দোয়া-দরূদ পড়ানো, বিয়ে-শাদী, জানাজা ইত্যাদি ব্যক্তি পর্যায়ে এবং বেসরকারি কাজ ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ ও ক্ষেত্রেগুলিতে তাদেরকে গণ্য করা হয় না। সুপরিকল্পিতভাবে তাদেরকে রাখা হয় অনেক দূরে। আলিয়া হতে প্রাপ্ত সরকারি ফাজিল কামিল সনদও যেন একেবারে মেকি, যা দিয়ে সাধারণতঃই পাওয়া যায় নিম্নমানের কিংবা কম প্রয়োজনীয় পেশাগত সওদা।

উল্লেখ্য, চারিত্রিক গুণবৈশিষ্ট্য, সত্যবাদিতা, সততা, জবাবদিহিতা, নীতি-নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ঐক্য-সংহতি এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও সভ্যতা কেবল ধর্মীয় শিক্ষায়ই পাওয়া যেতে পারে। এ কারণে, যে দেশে শতকরা নব্বই ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলিম সেখানে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতদিন পর্যন্ত এ শিক্ষার যথাযথ গুরুত্ব ও মূল্য না দেয়ায় এদেশ ও জাতি বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আজও রয়ে গেছে তিমিরেই।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে, আধুনিক শিক্ষার ছদ্মাবরণে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ ছাত্র নামধারী টাউট-বাটপার এবং সন্ত্রাসবাদী দুর্বৃত্তদের হাতে জিম্মি। তাগুতী স্বার্থবাদী সংশ্লিষ্ট গডফাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা ছাত্র রাজনীতির ছদ্মাবরণে নিজেদের অভয়ারণ্যে পরিণত করে রাখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্রাবাসে দখলদারিত্ব, সিট ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি, সন্ত্রাস, ভাঙচুর, মাস্তানী, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে চাঁদা ও টেন্ডারবাজি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জমজমাট অনৈতিক ব্যবসা, মদ, গাঁজা, হেরোইনসহ যত প্রকার অনৈতিক, অমানবিক ও অসামাজিক কার্যক্রম আছে তার সবই উচ্চ শিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানে আজ একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যা ধর্মীয় বা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। দেশ, জাতি ও আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসব অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের অবসান, যার একমাত্র প্রেসক্রিপশন– আলকুরআন ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন।

ইতিহাস সাক্ষী, এমনি এক বিভেদ ও বৈষম্যমূলক জাহেলিয়াতের অভিশাপে জর্জরিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষার কর্ণধার মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল আরব নয়, গোটা বিশ্বমানবতাকে ওহীর শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন মুক্তির রাজপথে। তিনি ছিলেন একাধারে মসজিদে নববীর ইমাম, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, সামরিক এবং প্রশাসনিক অধিকর্তা। তাঁর মসজিদ কেবল নামাজ ও সিজদাগাহ্ই ছিল না, ছিল অতি উচ্চমানের শিক্ষাগার, পরামর্শসভা কেন্দ্র, বিচারালয়, জাতীয় কোষাগার, প্রচার কেন্দ্র, সমাজের প্রশাসনিক কেন্দ্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতি এবং সর্বোপরি সার্বিকভাবে উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল। শুধু তাই নয়, এমনিভাবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহ্যমণ্ডিত উন্নত মর্যাদাশীল একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ জাতি যার পদতলে ভেঙ্গে পড়েছিল তদানীন্তন দু'পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং তদানিন্তন গোটা মানব সভ্যতা। কল্যাণমুখী এহেন গুণমণ্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়েই বিভিন্ন দেশের অমুসলমানরা মুসলমান হয়েছে দলে দলে।

শিক্ষার কর্ণধার রাসূলুল্লাহর (সাঃ) গোটা জিন্দেগী এমনিভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আল কুরআনভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা মানব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেন। পক্ষান্তরে খর্ব হয়েছে ইসলাম বিরোধী তাগুতী শক্তি, ভেঙ্গে পড়েছে তাদের দুর্বৃত্তায়নিক ও দুরভিসন্ধিমূলক শাসন ব্যবস্থা। আর একই কর্মসূচি কিয়ামত পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করে তিনি রেখে গেছেন নায়েবে রাসূল

www.pathagar.com

এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর সিংহাসন প্রীতি, লোভ-লালসা, নানাবিধ আত্মকলহ এবং মুনাফিকী আচরণের কারণে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রেখে যাওয়া সে শিক্ষা ও কর্মসূচিসহ মুসলিম উম্মাহ বশীভূত ও অনুগত হয়ে পড়ে তাদের দুর্বৃত্তায়নিক তাগুতী শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে। তাগুত নিজেদের জন্য যতটুকু প্রতিকূল নয় কেবল ততটুকুই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুমোদন করে থাকে মাত্র এবং বর্তমান মুসলিম সমাজ কেবল ততটুকুই পারে পালন করতে। প্রকৃতপক্ষে যা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা বা ইসলামী নীতি-দর্শনের পরিপন্থী। এমতাবস্থায়, মুসলিম উম্মাহ আর কখনও যেন তার শিক্ষা ব্যবস্থার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে না পারে এবং ঐতিহ্যগত আকিদা-বিশ্বাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক শিক্ষা-দীক্ষায় উৎকর্ষতা ফিরে না পায় সে জন্যই মূলতঃ ইসলাম বিরোধী শক্তির উত্তরসূরীরা এতদিন এদেশের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের দেয়নি কোন মূল্য। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে মানুষের চিন্তাধারা। পৃথিবীর সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র ব্যর্থ হয়ে একদিকে যখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাকে ভর করে তাগুতী শক্তি প্রকৃত সত্য ও শান্তির সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরছে ঊর্ধ্বাকাশে এবং তাদের অমানবিক সন্ত্রাসবাদী দুর্বৃত্তায়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বিশ্বমানবতা বাঁচাও বাঁচাও করে বিশ্বের দিক-বিদিক থেকে হাতছানি দিয়ে ফরিয়াদ করছে তখন বিশ্বের বিভিন্ন কোণে পুনরায় জেগে উঠেছে ইসলামী শিক্ষার শাশ্বত আহ্বান এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যার ভিত্তিমূলে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা। এদেশ কেবল নয়, সারাবিশ্বেই নতুন আঙ্গিকে যে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়াস দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটে ৪ দলীয় জোট সরকার দাওরা, ফাজিল ও কামিলের মান মূল্যায়ন করে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়ই নয় বরং এদেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আরও এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের প্রায় পনের কোটি তৌহিদী জনতার অবস্থান অমাবশ্যার সন্ধ্যাতারার মতই সমুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আশাদীপ্ত। এদেশের নায়েবে রাসূলগণ যুগ যুগ ধরে মন ও মননে লালন করে এসেছেন এ দেশের হাজার হাজার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু পায়নি তার যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং মানুষের জীবনধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার মূল্যবোধ। এ ব্যাপারে ইসলামী দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত হয়েছে আন্দোলনের কর্মসূচি। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম আলিয়া মাদ্রাসার দাখিলকে এসএসসি এবং আলিমকে এইচএসসির সমমান দেয়া হয় যথাক্রমে

www.pathagar.com

১৯৮৫ এবং ১৯৮৭ সালে। অতঃপর ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো হয় তার সিলেবাস কারিকুলাম। এতদসত্ত্বেও মান প্রদানের বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে নানাবিধ চক্রান্তের বেড়জালে। এতে দাখিল ও আলিম পাস শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হয়ে পড়লে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলি দিন দিন প্রায় ছাত্রশূন্য হয়ে পড়তে থাকে। এতে একদিকে দ্বীনি উচ্চশিক্ষার দ্বার যেমন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় অপরদিকে সম্মানীত শিক্ষকগণ বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার মেধাবী শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একদিকে যেমন বিসিএসসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং দেশ ও সমাজ গঠনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগ যাচাইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, অপরদিকে তেমনি দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে এসব নীতি-নৈতিকতাসমৃদ্ধ মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবদান থেকে।

উল্লেখ্য, ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের সমমান দেয়া প্রসঙ্গে ১৯৯১-এ তদানিন্তন বিএনপি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে তা বাস্ত বায়িত হয়নি। ফলে এদেশের তৌহিদী জনতার প্রাণের এ দাবি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং গণদাবিতে পরিণত হয়। অতঃপর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের ব্যানারে দেশের মাদ্রাসাগুলির বরেণ্য আলেম-উলামাগণ যে পাইওনিয়ার ভূমিকা রেখেছেন তাতে চারদলীয় জোট সরকার দেশ ও জাতির এ গণদাবিকে মেনে নেয়ার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে কেবল জনগণকে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতিফলনই ঘটেনি বরং তা ছিল একান্তই সময়ের অপরিহার্য দাবি।

বাংলাদেশে চারদলীয় জোটের অষ্টম জাতীয় সংসদে ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তার মেয়াদের শেষ অর্থাৎ ২৩তম অধিবেশনে অবশেষে বহুল আলোচিত এবং বহু প্রতীক্ষিত ফাযিল-কামিলের মান প্রদান সংক্রান্ত দু'টি বিল যেমন– ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৬ এবং মাদ্রাসা এডুকেশন (এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৬ পাস হয়েছে। এতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আসে চরম বিরোধিতা। ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ ও তার অনুসারী দল ও গোষ্ঠী বিশেষ করে জমিয়তে মুদাররেসীনের একটা গ্রুপের পক্ষ থেকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্নভাবে করা

www.pathagar.com

হয়েছে সর্বাত্মক বিরোধিতা। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক দপ্তরে উক্ত বিষয়ে ফাইল চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌছতেও প্রচণ্ড শনির আছর পোহাতে হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সংসদে উপস্থাপিত বিল দুটির আওয়ামী বিরোধিতাকে খণ্ডন করে বলেন– কোন অশুভ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল নয় বরং মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের এগিয়ে নিতেই সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত।

অতীত হতে বৃটিশ বেনিয়াদের পক্ষপাতদুষ্ট বহু ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিভিন্ন সময়ে তদানীন্তন সরকারি পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়কদের অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সীমাহীন। বর্তমান জোট সরকারের (৮ম জাতীয় সংসদে) আমলে তা উৎরিয়ে যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ সফলতার প্রকৃত অধিনায়কদের প্রতি আমার অকৃত্রিম আন্তরিক মুবারকবাদ। পক্ষান্তরে বিরোধীদের প্রতিও আমার আন্তরিক সাধুবাদ। এজন্য যে তাদের একটি গ্রুপের এ বিরোধিতা ছিল যত না আন্তরিক তার চেয়ে অধিক ছিল নিছক সমসাময়িক রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিক। আর যারা স্বভাবজাত কারণে প্রকৃতই ব্যর্থ বিরোধিতা করেছে তাদের এ বিরোধিতায় একদিকে যেমন নতুন প্রজন্মদের নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে ইসলামের প্রতি তাদের নগ্ন চেহারা, অপরদিকে উৎকর্ষতা লাভ করেছে জোট সরকার কর্তৃক গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তের যথার্থতা।

বিরোধিতার ঐতিহাসিক যোগসূত্র ঃ যুগ যুগ ধরে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্যদিয়ে টিকে আছে এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মুসলমানদের ইসলামী জিন্দেগীর অস্তিত্ব আজও এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক যোগসূত্রে গাঁথা। সাম্প্রতিক ফাযিল-কামিলের মান প্রদানে বিরোধী দলের বিরোধিতার মূলতত্ত্ব জানতে হলে এর ঐতিহাসিক অতীত বাস্তবতার দিকে একটু ফিরে তাকাতে হবে যার সাথে শিকড় গাঁথা রয়েছে বর্তমানের যোগসূত্র। এ দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দী পর্বে ৩৪৭ বছর বৌদ্ধ পাল রাজা এবং ১০৬ বছর হিন্দু সেন রাজাদের হাতে ছিল এদেশের শাসন ক্ষমতা। বর্তমানের তুলনায় জনসংখ্যার অস্তিত্বও ছিল একেবারে হাতেগোনা নগণ্য। অতঃপর ১২০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা ও অনুশাসনের ভিত্তিতে পিছিয়ে থাকা অন্ধকারময় এদেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব সমাজকে এগিয়ে নেয় আলোকিত

www.pathagar.com

আধুনিকায়নের দিকে এবং পরিচালনা করে গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘ শাসনামল। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের নৈতিক অধঃপতন, উচ্চাভিলাষ, স্বার্থপরতা, গৃহবিবাদ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুচতুর বৃটিশ বেনিয়ারা ২৩ জুন ১৭৫৭ মুসলিম শাসকদের হাত থেকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

ইংরেজ শাসক এ দেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংস করে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। প্রথমতঃ সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হলো এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরি করা যারা রক্তে ও রঙ্গে হবে এ দেশীয় কিন্তু স্বাদেগন্ধে, বিদ্যাবুদ্ধি এবং চিন্তা-চেতনায় গড়ে উঠবে ইংরেজ প্রশাসন পরিচালনার আজ্ঞাবহ প্রতিভূ হিসেবে। দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাসা শিক্ষার ছদ্মাবরণে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত ইসলামী সহজাত জীবনীশক্তিবিহীন সান্তনা অনুভূতিসম্পন্ন বাহ্যিক অনুষ্ঠান সর্বস্ব চিন্তা-চেতনার লোক তৈরি।

অতঃপর উগ্র মৌলবাদী হিন্দু রাজাকার ও শিখদের নিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়ক বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীন জাতিসত্ত্বা রক্ষাকল্পে মুসলমানদের বৃটিশ খেদাও আন্দোলন গতিশীল করার লক্ষ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ ঢাকার শাহবাগে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সকল মুসলিম নেতাদের নিয়ে এক সম্মেলনে গঠিত হয় মুসলিম লীগ। বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের তোড়ে টিকতে না পেরে বৃটিশ যখন এ দেশ থেকে তল্পি গুটানো শুরু করে তখন মুসলিম লীগের আলাদা স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অর্থাৎ মুসলিম শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছিন্ন ভারতে 'পাকিস্তান' কোনভাবেই কংগ্রেসী হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গ রদের পর ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ তদানীন্তন ভারতীয় বৃটিশ সরকার এদেশের মুসলমানদের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা যখন দেয় তখন হিন্দুরা সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতায় আন্দোলনে নেমে পড়ে। উক্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পরের মাসেই অর্থাৎ ২৮ মার্চ ১৯১২ কলকাতায় গড়ের মাঠে কবি রবি ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন শহরে এমনিভাবে সভা করে হিন্দু বুদ্ধিজীবী এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাতে থাকে। এভাবে বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জি, ড. স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জি এদেশে ঢাকার হিন্দুরাসহ এলিট ব্যক্তিবর্গ

www.pathagar.com

তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপর এ বিষয়ে তীব্র চাপ সৃষ্টি করে এবং ১৮ বার স্মারকলিপি দেয়। তাদের যুক্তি ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক বিধায় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সব হিন্দুরা যেমন এক হয়েছিল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাই হয়েছে। পরে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে তারা বিদ্রূপ করতে থাকে। হিন্দুদের এহেন সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যা আজ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এদেশের মুসলমানদের প্রতি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মনোভাব অতি নগ্নভাবে ফুটে উঠে। আর এ বিরোধিতার মূল কারণই ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষায় তা পূরণের জন্যই এ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। তছাড়াও হিন্দুরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের প্রতি গুরুতর বিপদ মনে করতে থাকে। আর সে বিপদই হলো মুসলমানদের উত্থান ও উন্নতি (আবুল আসাদের একশ' বছরের রাজনীতি)।

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিশাল এলাকা জুড়ে হিন্দুদের জন্য অখণ্ড ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের জন্য স্বর্গছেঁড়া দ্বিখণ্ড 'পাকিস্তান' নামে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে বিভক্ত করে দিয়ে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, মুসলমানদের বৃটিশ খেদাও আন্দোলন তাদের জন্য কেবল আলাদা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানেরই জন্ম দেয়নি বরং হিন্দুদের জন্যও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র 'ভারত' উপহার দিয়েছে। অতঃপর নবজাতক পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পদ ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা এবং মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা কিংবা বের করে দেয়া নেতাকর্মীরা শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্টার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে ২৩ জুন ১৯৪৯। এতে সভাপতি হন চীনপন্থী কমিউনিস্ট নেতা আ. হামিদ খান ভাসানী, সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান, শাখাওয়াত হোসেন ও আলী আহাম্মদ খান, সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, সহ-সম্পাদক খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও একেএম রফিকুল হোসেন এবং কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মুহাম্মাদ খান।

জুলাই ৯, ১৯৫৩ আওয়ামী মুসলিগ লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব শামসুল হককে পদচ্যুত করে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন হন। অতঃপর ১০ মার্চ ১৯৫৪ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমমনা কয়েকটি দল মিলে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে গঠন করা হয় যুক্তফ্রন্ট। নির্বাচনী রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিভাজন নীতি অনুযায়ী এ দেশে রয়ে যাওয়া অমুসলিম মাইনরিটি বিশেষ করে হিন্দুদের সাথে গড়ে তুলেন বিশেষ সংখ্যতা এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে মুসলিম কথাটি বাদ দিয়ে দলের নাম রাখা হয় আওয়ামী লীগ। একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় কংগ্রেসের মত কোন রাজনৈতিক দল এখানে না থাকায় এসব হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে ভগবানের আশীর্বাদ রূপেই লুফে নেয় এবং এতে আসন গেড়ে বসেন– অজিত গুহ, আশালতা, সতীন সেন, গৌরচন্দ্র বালা, কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্র কুমার দত্ত, বসন্ত কুমার দাস, বিভূতি ভূষণ, মনোরঞ্জন ধর, ফণীভূষণ প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ। যারা এক সময় এ দেশের মুসলমানদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধীদের উত্তরসুরী। কালের চক্রে তারাই আজ ইসলাম ও মুসলমানদের জাত শত্রু হয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রে মাদ্রাসা শিক্ষার মান প্রদান এবং শিক্ষার উৎকর্ষতা মেনে নিবে তা কখনই স্বাভাবিক হতে পারে না। উল্লেখ্য তাদের উত্তরসুরীরাই সাম্প্রতিক কালে ২০০৮-০৯ সেসনে মাদ্রাসা পাস শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি অহেতুক বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হলে ২৬ অক্টোবর ২০০৮ হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট অনুষদের ৭টি বিভাগে মাদ্রাসা পাস শিক্ষার্থীদের পক্ষে কর্তৃপক্ষের উপর রুল জারী করে এবং পরিশেষে ভর্তির পক্ষে রায় হয়।

ফাযিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান প্রদান অতঃপর ঃ জাতীয় সংসদে ফাযিল-কামিলের মান সংক্রান্ত বিল পাস হওয়ায় দেশের বিভিন্ন মহল থেকে অসংখ্য মুবারকবাদ ও অভিনন্দনের জোয়ার বইছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, নিজামী, সাইদীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জোট সরকারের প্রতি। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি, ওলামা-মাশায়েখ, মসজিদের খতিব, ইমাম-মোয়াজ্জিন, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের বহুদিনের প্রত্যাশিত দাবি পূরণ হয়েছে এবং তারা সকলেই আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছেন কোন সন্দেহ নেই। কারণ তারা মনে করছেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিরাও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গত বলতে দ্বিধা নেই যে, জাতীয় উন্নয়ন বিষয়টা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অনেক নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

কাছেই নিছক রাজনৈতিক বোল মাত্র। দেশের নিরীহ সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা স্বার্থান্বেষী দুর্বত্তায়নের রামরাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত যারা নীতি-নৈতিকতার অগ্রনায়ক তাদের স্থান না থাকায় সেগুলি আজ দুর্নীতিবাজদের অভয়ারণ্য এবং লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। যা একমাত্র ইসলামী শিক্ষা, নীতি-নৈতিকতা এবং অনুশাসনের ভিত্তিতেই মুছে ফেলা যেতে পারে। আর মাদ্রাসা শিক্ষার মান প্রদানের সাথে সাথে এ গুরুদায়িত্ব যে একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর বর্তায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং মান প্রদান বিষয়টা একদিকে আনন্দদায়ক হলেও পক্ষান্তরে এ দেশের আলেম সমাজের প্রতি এ দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে এক বিশাল ও কঠিন গুরুদায়িত্ব চলে আসে। এ জন্য এখন থেকেই সংশ্লিষ্ট আলেম সমাজকে বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থান করে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষনার প্রবর্তন করতে হবে।

www.pathagar.com

৫

আল-কুরআনের শিক্ষা এবং জেএমবি মার্কা ইসলামী তৎপরতা

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এর প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান এবং জাগ্রত জনতা পার্টি প্রধান সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাই প্রসঙ্গটি জোট সরকারের আমলে (২০০৬) সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সকল উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে ৬ মার্চ ২০০৬ তারিখ ময়মনসিংহ হতে বাংলাভাই এবং এর আগে ২ মার্চ ২০০৬ সকালে সিলেটের টিলাগড় এলাকায় পূর্ব শাপলাবাগের সূর্য দিঘল বাড়ী থেকে দু'সহযোগী এবং পরিবারের সদস্যসহ শায়খ রহমানের র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হন। ঘটনা প্রসংগে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে শায়খ আব্দুর রহমানের যে মনস্তাত্বিক দিক পরিলক্ষিত হয় তার ওপর ভিত্তি করেই মূলতঃ কিছু কথা। আত্মসমর্পণ স্টাইলে উক্ত সূর্য দিঘল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় শায়খ রহমান মাথায় ছিল লাল রংয়ের হাজি রুমাল এবং এক হাতে ছিল পবিত্র আল্-কুরআন।

হালকা মেহেদী রাঙ্গানো শশ্রুমন্ডিত শায়খ আব্দুর রহমানের চেহারায় মনে হচ্ছিল তিনি একেবারে ভয়-ভীতি কিংবা উৎকণ্ঠাবিহীন একজন অতি স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। সহযোগীদেরসহ শায়খ আব্দুর রহমানের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর র‍্যাব গোয়েন্দা

www.pathagar.com

শাখা প্রধান কর্নেল গুলজার আহমদ প্রচলিত আইনী সহযোগীতা দেবেন শর্তে মাইকযোগে তাকে আত্মসমর্পনের আহ্বান জানালে রাত ২.১০ মিঃ শায়খের পক্ষ থেকে সম্ভবতঃ যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছিল তাহলো- "আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। আর তোমরা শয়তানের আইন বাস্তবায়ন করছ।" তিনি ক্ষোভের সঙ্গে আরো বলেন, "আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার আহ্বান সংবলিত লিফলেট বহনকারীদের আপনারা গ্রেফতার করে ১৪ বছর, ২০ বছর করে জেল দিচ্ছেন। আর আমি আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবো? আমরা কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করব না। আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নে আমাদের কাছে বরং আপনাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত।" এরপর শায়খ আব্দুর রহমান বাংলা ও আরবী মিশেলে দেড় ঘন্টারও বেশি সময় র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতি বক্তব্য রাখেন। এর মাঝে মাঝে শায়খ আব্দুর রহমানসহ বাসার ভেতরের নারী-পুরুষরা সমস্বরে 'নারায়ে তাকবির' 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দিতে থাকে। র‍্যাব কর্মকর্তারা নানা প্রশ্ন ও বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বানের জবাবে তিনি চিৎকার করে নানা বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি প্রথমে জানান, তার কোন নাম নেই তিনি একজন মুজাহিদ। তারপরও র‍্যাব কর্মকর্তা তার কথাবার্তা ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হন এই ব্যক্তিই শায়খ আব্দুর রহমান। তিনি তাকে রহমান সাহেব সম্বোধন করে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি সারা দেশে আল্লাহ্‌র আইন কায়েমের আহবান জানান এবং এই আইন যারা মানে না তারা কাফের বলে মন্তব্য করেন। সারা দেশে বিভিন্ন সময় বোমা হামলার ঘটনার দায়দায়িত্ব তিনি স্বীকার করে এক পর্যায়ে মিডিয়ার লোকজনকে নিয়ে আসার কথা বলেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র আইন কায়েমের কথা বলতে থাকেন ও কুরআনের আয়াত পড়তে থাকেন। ভোর ৪ টার পর থেকে তিনি নীরব হয়ে যান (নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব ঃ ৩.৩.০৬)। অতঃপর র‍্যাব বাহিনী নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতঃ তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এর এক পর্যায়ে শায়খ নিজে জানালা দিয়ে র‍্যাবের গ্যাস ও পানি-বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কার্যক্রমকে তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শুনা যায় শায়খ আঃ রহমান মাদ্রাসা শিক্ষায় একজন বড় মাপের আলেমে দ্বীন। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী নীতিতে দ্বীনের কিছু তাত্বিক ধারণার ভিত্তিতে তারা ইসলামী আইন চালু করার শাণিত জজবায় উজ্জিবীত হলেও দ্বীন কায়েমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, রাসুলুল্লাহ্ এবং সাহাবায়ে কেরামের দেখানো পথ সম্পর্কে তারা কোন দীক্ষা পাননি বলেই মনে হয়। নিজের খেয়াল-বুঝকে প্রাধান্য দিয়ে তাগুতের মতই মনগড়া পথকে আল্লাহ্‌র পথ হিসেবে তারা বিবেচনা করেছেন। তাগুতী শক্তি নিজ মত ও পথে অটল থাকলেও ইসলামী পথকে নিজেদের আয়ত্বে রাখার ক্ষেত্রে যতটা

www.pathagar.com

সজাগ ও সচেতন পক্ষান্তরে শায়খের মত তথাকথিত ইসলামী জজবাওয়ালারা তার কিয়দাংশও তাগুতী শক্তির ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন হতে পারেন না। শুধু তাই নয়, ইসলাম পন্থীদের পক্ষে তাগুতের ছদ্মাবরণে/লেবাসে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা সংগত ও স্বাভাবিক না হলেও তাগুত যে ইসলামী লেবাসেই ইসলাম পন্থীদের ব্যবহার করে ইসলামের বিরূদ্ধে মরণকামড় দিতে পটু তাগুতের এ কুট কৌশলের উপলব্ধিও এদের ঈমানী দর্শনে ধরা পড়ে না। বাস্তবে তারা তাগুতের পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতেই তথাকথিত ইসলামী জজবায় হতবুদ্ধিতে ফেটে পড়ে। তা নাহলে পরিস্থিতি উত্তরণের অলৌকিক কোন মোজেজা ছাড়া নিধিরাম শায়খ আঃ রহমান সশস্ত্র র‍্যাবের নিচ্ছিদ্র ভয়াবহ পরিবেষ্টনে আবদ্ধ হয়েও কী করে র‍্যাবকে নিরেট বোকার মত বলতে পারে আমাদের কাছে আপনাদের আত্মসমর্পন করা উচিৎ ইত্যাদি। পরিবেশ-প্রেক্ষাপট এবং আধুনিক রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ বোকার স্বর্গে বসবাসকারী ছাড়া কে এমন সব কথা বলতে পারে। সারাদেশে সন্ত্রাসী কায়দায় বোমা হামলা করে নৃশংশভাবে মানুষ মারাকে তারা অমানবিক মনে করতে পারে না, পারে তাদের কর্মীদেরকে ১৪ বছর ও ২০ বছর জেল, র‍্যাবের গ্যাস ও পানি বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনাকে অমানবিক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করতঃ বোকার মত ক্ষোভ প্রকাশ করতে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শায়খরা জানে নাই যে, ইসলামের ইতিহাস অপরকে নির্যাতন ও কষ্ট দেয়ার ইতিহাস নয়, বরং নিজেরা তার শিকার হওয়ার ইতিহাস। অবৈধ পন্থায় অপরকে মারার ইতিহাস নয় বরং নিজেরা মরার ইতিহাস। এত কুরআন, হাদীস পড়েও কী তারা জানেনা যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে যুদ্ধের ছদ্মাবরণে সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম ইসলাম অনুমোদন করেনা এবং এতে মারা গেলে শহীদ হওয়ারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। উল্লেখ্য, দুনিয়ার প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র হল দ্রব্য বা বস্তু যার গুণ, পরিমাপ বা পরিসংখ্যানগত দিক নিয়েই জ্ঞানী- বিজ্ঞানীদের যত গবেষণা। পক্ষান্তরে আল-কুরআন এবং রাসুল্লাহ্‌র (সাঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত ব্যবহার ও প্রয়োগ ক্ষেত্র হল দ্রব্য বা বস্তুকে ব্যবহারের নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ওপর কিংবা জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের ওপর।

হাতে আল্-কুরআন নিয়ে হাজী রুমাল পরে বড় বুজর্গ সেজে যখন সূর্য দিঘল বাড়ী থেকে আত্মসমর্পনের জন্য বের হন শায়খ আঃ রহমান তখন তার চেহারা একেবারে ভয়-ভীতিহীন কিংবা উৎকণ্ঠাবিহীন মনে হচ্ছিল। এর মনঃস্তাত্তিক ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, র‍্যাবের গ্রেফতার, পরবর্তী রিমান্ড, জেল, জরিমানা, শাস্তি কিংবা ফাঁসী কোন কিছুকেই তিনি থোড়াই তোয়াক্কা করে থাকেন।

www.pathagar.com

কারণ হতে পারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসে ফানাফিল্লাহ্ ও উর্ধ জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি। অথবা দেশব্যাপী সন্ত্রাসী বোমা হামলা ঘটনার মূল হোতা, পরিকল্পনাকারী ও অভয়দানকারী মদদ দাতা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন গড ফাদারদের আশ্বস্ততা বা অভয়ের নিশ্চয়তা যার বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় ইন্টারোগেশন সেলে হ্যামেলিনের বাঁশী বাজলে সব ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে, ইসলামী আইনে বিচার না হলে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেব ইত্যাদি বক্তব্য থেকে। যদি এটাই হয় বাস্তবতা তাহলে শায়খ আঃ রহমান এবং বাংলা ভাইয়ের সংশ্লিষ্ট গডফাদার কারা এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিতে পারে। ঐসব গড ফাদার কী এমন কোন শক্তিধর ইসলামী ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা রাষ্ট্র কিংবা ঐসব সন্ত্রাসী তাগুতী শক্তি যারা কেবল তাদের মাধ্যমে এদেশে নয় বরং সারা বিশ্বেই চালাচ্ছে এমন সন্ত্রাসী তান্ডব? একের পর এক রিমান্ডে নিয়ে সাইজ করা হলেও কিংবা সারাদেশে সন্ত্রাসী বোমা হামলা ঘটানোর বিচার এবং ফাঁসির আদেশ হলেও ঘটনা প্রবাহ থেকে উত্তরণের জন্য কই কোন অলৌকিক মোজেজা কিংবা তাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কোন গডফাদারের কোন নেক দৃষ্টিতো পরিলক্ষিত হয়নি। বিশ্বের বড় বড় শহর যেমন মাদ্রিদ, মস্কো, জাকার্তা, জেদ্দা, রিয়াদ, দোহা, লন্ডন ইত্যাদিতে ভয়ঙ্কর ও সন্ত্রাসী বোমাবাজি ঘটেছে। আর একই ধারায় একই ধরনের নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কী তাহলে শায়খরা এভাবে চালিয়ে দিচ্ছেন ইসলামী লেবাসে? আর এটাই কি তাহলে প্রকৃত মাদ্রাসা শিক্ষার ফসল? আর যদি সত্যি সত্যিই নেক নিয়তে এহেন কর্মকান্ড তারা চালিয়ে থাকেন তবুও ঘটনা পরবর্তী দেশের বরেণ্য আলেম উলামাদের অভিমতের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে ইসলামের নামে তাদের এ কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপেই কাজ করেছে ইসলামের বিপক্ষে এবং তাগুতী শক্তি ইঙ্গ-ইহুদী-মার্কিন-পৌত্তলিকচক্রের পক্ষে। এর অন্যতম কারণই হল ইসলামের তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি শরীয়তের আইন চালু করার লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) বাস্তব পথকে এবং বিরোধী তাগুতী শক্তিকে না জানা কিংবা কেবলই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাইপাস করে চলা

www.pathagar.com

অথবা তাদের ষড়যন্ত্র কিংবা প্রলোভনের শিকার হওয়া। বিশ্বায়নের যুগে মাদ্রাসা শিক্ষার এ দৈন্যতা দূরীকরণের সময় আজ সমাগত। এহেন চ্যালেঞ্জিং কাজ ওহীর জ্ঞান বা আল-কুরআনভিত্তিক বাস্তব শিক্ষা ছাড়া তাগুতি শক্তি এবং ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তথাকথিত শায়খ এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বৃত্তায়নিক পরিবেশে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় তাঁর দীর্ঘ প্রায় তের বছর সংগ্রামী জীবনে জেএমবির মত অস্ত্র দিয়ে বাতিলের মোকাবিলা করেননি কিংবা স্বসস্ত্র জঙ্গিবাদী ভূমিকা কখনও হাতে নেননি। তাঁর জীবনে বাতিলের সঙ্গে স্বসস্ত্র মোকাবেলা হয়েছে কেবল মদীনার বিজয়ী যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে। অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়। তাঁর জীবনাদর্শই গোটা মানবকুল বিশেষ করে মুসলীম উম্মাহের জন্য উত্তম পদ্ধতি। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষাকে যুগোপযোগী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা আজ একান্তই সময়ের দাবী। আল্ কুরআন ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবতা যেমন বুঝতে হবে তেমনি বুঝতে হবে প্রতিপক্ষ বিরোধী তাগুতী শক্তির নীল নকশা ও গতিবিধি, তাছাড়া ইসলামের নামে আত্মঘাতি কর্মকান্ড প্রাধান্য লাভই হবে স্বাভাবিক যা ইসলাম সমর্থিত নয়।

www.pathagar.com

৬

আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার সন্তানকে কেন আল্-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চাই

৬.১ প্রচলিত শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা

আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের লেখা-পড়া শিখিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে প্রধানতঃ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট সর্বস্ব অর্থ-সম্পদ ও বস্তুবাদী জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা (General education) যা আধুনিক শিক্ষা নামেও অভিহিত এবং আল-কুরআনভিত্তিক ধর্মীয় বা ইসলামী শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা (Madrasa education)।

আধুনিক শিক্ষার নামে যেসব অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাতে চরিত্র গঠনের প্রকৃত পক্ষে কোন ইসলামী দর্শন নেই এবং অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেকুলার পন্থী। মাঝামাঝি পর্যায়ে অর্থাৎ দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাগতিক চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করেও ইদানীং ইসলামী লেবাসে গড়ে উঠেছে অনেক ইসলামী স্কুল, ইসলামী একাডেমী, ক্যাডেট মাদ্রাসা, ইসলামিয়া কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় জেনারেল এডুকেশনের সাথে এদের মূলতঃ কোন তফাৎ নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আলিয়া মাদ্রাসা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় খারিজি বা কওমী মাদ্রাসা যা অতি সাধারণভাবেই বুঝায় মুসলিম উম্মাহর সমাজ স্বীকৃত নিছক আখিরাত-কেন্দ্রিক ইসলামী অবয়বে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রাইভেট শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রচলিত এসব মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী জ্ঞানার্জনের নামে মিজান, মুনসায়েব, হেদায়তুন নাহু, নাহুমীর, শহরে বেকায়া, কাফিয়া, হেদায়া প্রভৃতি আরবী গ্রামারসহ ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, আকায়েদ, তাফসির, হাদীস ইত্যাদি কিতাব পড়ানো হয়ে থাকে। আর তার সাথে থাকে কিছু অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়। এখানে কেবল তাত্ত্বিকভাবে কুরআন, হাদীস তথা ইসলাম বুঝানোর চেষ্টা করা হয় মাত্র এবং বেশভূষায় ইসলামী লেবাসের নামে

www.pathagar.com

আলখেল্লা পরিধান এবং তসবীহ-তাহলিল, জিকির-আজগার, সবিনা পাঠ, মিলাদ-মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, ওসুলি বয়ান ও প্রচলিত নামাজ-রোজাসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতা চর্চা করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের আকীদাহ-বিশ্বাসে এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য এতে যেমন কোন শরয়ী বাস্তবতা নেই, তেমনি প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় কিংবা জনগণের প্রতি এ শিক্ষায় সৃষ্টি হয়না কোন দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং কোন প্রভাবও ফেলতে পারেনা সমাজ, দেশ ও জাতীয় পর্যায়ের কোন ক্ষেত্রে। এককথায় জনগণের জীবন প্রবাহের সাথে এসব শিক্ষার তেমন কোন বাস্তব সম্পর্ক দেখা যায় না। এতে কেবল ধর্মীয় চেতনার খোলস দিয়ে মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনমুখী ক্ষেত্রগুলি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় বৈকি। যেমন মসজিদের একজন আরবী শিক্ষিত ঈমাম কেবলই নামাজ, মিলাদ, দোয়া দরুদ, সবিনা পাঠ অনুষ্ঠান, বিয়ে পড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে কাজে লাগলেও সমাজের বিচার-আচার, সালিশ দরবার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বাস্তব ক্ষেত্রগুলিতে তারা একেবারে অচল এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা একেবারে নেই বললেই চলে।

এমনিভাবে ওহীর জ্ঞানসমৃদ্ধ নায়েবে রাসূলদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এদেশে আল-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলি সাধারণতঃই পারছেনা কাঙ্ক্ষিত মানের যুগোপযোগী শিক্ষিত বা জ্ঞানী মানুষ তৈরি করতে। কারণ অনেক। তার মধ্যে একটি হলো এসব মাদ্রাসায় সাধারণতঃ আসমানের ওপর এবং জমিনের নীচে মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ে রূপকথার ন্যায় জান্নাত-জাহান্নাম প্রসংগে কিছু কথা শিখানো হয়ে থাকে এবং প্রকৃত কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষার কিয়দংশমাত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি মানুষের জীবন চলার পথে বাস্তবধর্মী এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি এখানে প্রায়ই উপেক্ষিত। অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় সিলেবাসে সংযোজন করে কেবল মেধার ক্ষয়, সময়ের অপচয় করা হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞানের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যভান্ডার উদঘাটন এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী এ পৃথিবীতে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে কোন শিক্ষা তেমন দেয়া হয় না। তাই সর্বোত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনভিত্তিক মাদ্রাসাগুলো আজও পারছে না সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে।

বৃটিশ শাসনামল থেকেই এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা দারুণভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। যা আছে তারও উপযুক্ত মূল্যায়ন ও কদর নেই। ফলে

www.pathagar.com

অভিভাবকগণ বিশেষ করে ধনিক শ্রেণী তাদের জাগতিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়া শেখান আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ধনী-গরীব নির্বিশেষে নিতান্তই ধার্মিক শ্রেণী কেহবা ধর্মপরায়ণতাবশতঃ কেহবা মানত রক্ষার্থে, কেহবা সওয়াবের আশায় কিংবা সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে সাধারণতঃই পরিবারের লেংড়া, খোঁড়া, অচল কিংবা কম মেধাবী দুর্বলচিত্ত অথবা দুষ্ট প্রকৃতির সন্তানদের দিয়ে থাকেন মাদ্রাসা শিক্ষায় আল্লাহর ওয়াস্তে। কেহবা আবার অর্থনৈতিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরির অন্বেষায় আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য ছেলেকে পড়ান মাদ্রাসায়। ইদানিং তাও সন্ত্রাসবাদী আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপটে অনেকটাই লোপ পেয়েছে বৈকি।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আলিয়া মাদ্রাসাগুলিতে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ভাবধারায় লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকার কারণে বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জনগণের দান, সদকা, যাকাত, ফিতরা, উশর কিংবা ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে পাশাপাশি চালু আছে খারিজি কিংবা কওমী মাদ্রাসা। প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে একজন শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ সময় ও লেখাপড়ার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেয়া হয়ে থাকে আলিয়া কিংবা কওমী মাদ্রাসাগুলিতেও কিন্তু সময় ও শ্রমের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে তদ্রুপই ব্যয় করতে হয় বরং তার চেয়েও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি ছাড়া কম নয়। অথচ চাকুরি ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত দাওরা পাশ সার্টিফিকেটের কোন মূল্যায়নই করা হয় না এবং আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত কামিল বা টাইটেল সার্টিফিকেটও যেন একেবারে মেকি। এ কারণে তাদের মান আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সার্টিফিকেটের সমমান আদায়ের আন্দোলনের ফলে চার দলীয় জোট সরকার গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তেইশতম জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বহু প্রতীক্ষিত ফাজিল-কামিলের মান সংক্রান্ত দুটি বিল- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৬ এবং মাদ্রাসা এডুকেশন (এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৬ পাশ করে। ইতোপূর্বে দাওরা পাশ সনদের মান প্রদানের ঘোষণাও সরকার দিয়েছে।

৬.২ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই শিক্ষা

প্রথম মানুষ আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর প্রথমতঃ বেহেস্তে রাখা হলেও খলিফাতুল্লাহ্ হিসেবে বেহেস্ত তার আসল কর্মস্থল ছিলনা। সৃষ্টিকর্তার

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্বশীল খেলাফত পরিচালনার জন্য কর্মস্থল হিসেবে তাকে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীতে। পরবর্তীতে যত নবী-রাসুল এবং তাদের উম্মাহ্কে এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে সবাইকে দেয়া হয়েছে একই কর্মসূচি। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উত্তরসূরী সকলের জন্যই এ কাজ জীবনের অনিবার্য কর্মসূচি হিসেবে ধার্য করে দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ হেদায়াত আল-কুরআনে এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) আদর্শেরও একই কথা। আল্লাহ্পাক বলেন–

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি মানুষকে খেলাফতির দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি (বাকারা ঃ ৩০)"

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

"তিনিই তোমাদেরকে যমিনে খলিফা বানিয়েছেন (ফাতির ঃ ৩৯)"

অথচ প্রচলিত এসব শিক্ষা ব্যবস্থায় এহেন কর্মসূচির শিক্ষা ও অনুশীলন উপেক্ষিত।

আল্লাহ্ আরও বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম দল যারা সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে এবং ঈমান রক্ষা করে চলবে (আল ইমরান ঃ ১১০)"

খেলাফতির দায়িত্ব মূলতঃ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার প্রাপ্ত কাজ। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার এ অধিকারপ্রাপ্ত কেবলমাত্র তারাই হতে পারে যাদের দুটি গুণ আছে আর তা হল– ঈমান ও নেক আমল। আল্লাহ্ ওয়াদা করে বলেছেন–

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ্ ওয়াদা করছেন যে তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে যেমন দেয়া হয়েছে ইতোপূর্বে (আন নূর ঃ ৫৫)"

উল্লেখ্য, নেক আমলের পরিমন্ডলকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে একেবারে অন্ধকারে। ঈমানদার ও নেক আমলওয়ালা ব্যক্তিরা যখন শাসন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা পরিচালনার এ অধিকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন কেবল তখনই নামাজ কায়েম, জাকাত আদায়, সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের মাধ্যমে এক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল খেলাফতি চালাতে পারবেন। আল্লাহ্‌ বলেন–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

"পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন তারাই নামাজ কায়েম, জাকাত আদায় এবং ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবেন (আল-হজ্জ ঃ ৪১)"

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় সরকারি ব্যবস্থাপনা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল খেলাফতি বা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। হাদীসেও উল্লেখ আছে- **"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজই সম্পন্ন করেন যা তিনি কুরআন দ্বারা করান না"** অর্থাৎ আল-কুরআন হল আইন-বিধান যা মানব সমাজে আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি অপরিহার্য্য। আমাদের সমাজে প্রচলিত মুবাহ বা ইচ্ছা স্বাধীন নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত প্রকৃতপক্ষে ইসলামসম্মত নয়। তাছাড়া ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের কার্যক্রমতো একেবারেই নেই।

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করে গোটা শিক্ষা জীবনেও সরকারি ভাবে নামাজ কায়েম, জাকাত আদায়ের ব্যবস্থাসহ সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ তথা খিলাফত পরিচালনার কোন দীক্ষা শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে না। এমতাবস্থায় যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে পৃথিবীতে খেলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-দর্শন পেতে এবং আধুনিক বিশ্বের ইসলাম বিরোধী তাগুতী চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আল-কুরআনভিত্তিক এহেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বই আজ সময়ের দাবী। প্রসংগত উল্লেখ্য, কাফির হল তারা যারা ইসলামকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগুত হল সীমা লংঘনকারী এবং কুফরি মনের পৃষ্ঠপোষক। অর্থাৎ ইসলামী জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকারই করেনা বরং তার ওপর নিজেদের তৈরি মনগড়া আইন বিধান জোর করে চাপিয়ে দেয়। যেমন ফেরাউন, নমরুদ, আবু জাহেল, আবু লাহাব ব্যক্তিরা কেবল অস্বীকারকারী বা কাফেরই ছিলনা বরং সমাজে কুফরি আইন-বিধান অর্থাৎ নিজেদের মনগড়া নিয়ম-নীতি চাপিয়ে

www.pathagar.com

দিত। তাই তাগুতের মূল অর্থ হল ইসলামবিরোধী শাসন শক্তি। আল্লাহ্ পাক মুসাকে (আঃ) আদেশ দিয়ে বলেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

"হে মুসা ফেরাউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে সীমা লংঘনকারী (ত্বোয়াহা ঃ ২৪)"

তাই তাগুতের মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তরেতো আল-কুরআন ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা একেবারেই অপরিহার্য। কারণ আমাদের সন্তানরা পরবর্তীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, বিজ্ঞানী, জজ-ব্যারিস্টার, রাজনীতিবিদ কিংবা প্রশাসক যাই হোক না কেন, কেবলমাত্র এহেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই পেতে পারে প্রকৃত শিক্ষার মূলতত্ত্ব, তথ্য এবং ভবিষ্যতের সঠিক দিকদর্শন ও নির্ভুল ধারণা। পরবর্তীতে যাতে সকল কর্মক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হতে পারে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল দিক নির্দেশনা ও আনুগত্য।

তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে একজন তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাবিদ (প্রফেসর) হয়েও এ যুগে বোকার মত কেন আমি আমার সন্তানকে আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় দিয়ে তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করার পথ বেছে নিলাম এ প্রশ্নের সম্মুখীন আজ ঘরে-বাইরে সবখানে। আশাকরি নেক নিয়তে যারা আমার মতো বোকা সেজে ঘরে-বাইরে আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে নানা কথা শুনছেন কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে মনঃকষ্টে আছেন আমার জবাবদিহিতামূলক এ প্রতিবেদন থেকে তারা কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাবেন বৈকি।

৬.৩ শিক্ষা কার জন্য?

ধরাপৃষ্ঠে অন্যান্য সৃষ্টিজগতকে মানুষের মত শিখতে হয়না। প্রকৃতিতে তাদের জন্য কোন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই। সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েই প্রকৃতিতে তাদের জন্ম দিয়ে থাকেন। গরু, ছাগল, বাঘ, ভল্লুক কিংবা যে কোন পশু জন্মের পর প্রাকৃতিক নিয়মেই পশুত্বের স্বভাবে গড়ে উঠে এবং পারে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে। সৃষ্ট জীব হিসেবে মানুষের মধ্যেও এসব পশুত্ব বা পাশবিক স্বভাব থাকা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু পারেনা ভাবের আদান-প্রদান করতে। মানবকূলে কেহ শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি সহকারে জন্ম লাভ করে না। শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবিক

www.pathagar.com

গুণাবলি অর্জন করতে হয় শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। আর এজন্যই প্রয়োজন হয় শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গন।

৬.৪ শিক্ষা কি?

শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ আদেশ-উপদেশ দেয়া কিংবা শাসন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। ইংরেজিতে শিক্ষাকে বলা হয় teaching education বা শিক্ষাদান যার প্রতিশব্দ– impart knowledge বা জ্ঞাত করা, বিদিত করা (make known)।

আরবী ভাষায় শিক্ষা হল- তায়ালীম যা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। আর ইল্‌ম হল জ্ঞান বা knowledge যার অর্থ হল জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয় যা মানুষের মুর্খতা ঘুচিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উদ্ভাসিত করে থাকে। সকল শিক্ষাই জ্ঞান কিন্তু সকল জ্ঞানই শিক্ষা নয়।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা জাতির জন্য নয় বরং সকলের জন্য সার্বজনীন মানবীয় মৌলিক অধিকার।
শিক্ষা সম্পর্কে প্রখ্যাত মনিষীরা কে কি বলেন–

- শিক্ষা এমন বিষয় যার মাধ্যমে সত্যের বিকাশ এবং মিথ্যার বিনাশ ঘটে।
  – সক্রেটিস
- দেহ ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যা কিছু সবই শিক্ষা।
  – প্লেটো
- ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে অনুমোদিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ।
  – এরিস্টোটল
- শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগ এবং তার নৈতিক চরিত্রের কাঙ্খিত মানের বিকাশ।
  – হার্বার্ট
- পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আত্মপ্রকাশ এবং যথাযথ গুণাবলির বিকাশ সাধন।
  – পার্কার

আল্লাহ্ বলেন–

الرَّحْمَنُ O عَلَّمَ الْقُرْآنَ O خَلَقَ الْإِنسَانَ O عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"পরম দয়ালু (আল্লাহ্)। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন (আর রহমান ঃ ১-৪)"

www.pathagar.com

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"এ কথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জিন ও মানুষ এমন আছে যাহাদিগকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি। তাদের দিল আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা চিন্তা-ভাবনা করে না, চক্ষু আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না, শ্রবণ শক্তি আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু জানোয়ারের মত বরং তা থেকেও অধিক নিকৃষ্ট। তারা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন (আ'রাফ ঃ ১৭৯)"

সুতরাং **শিক্ষার সংজ্ঞা হতে পারে– কানে শুনে, চোখে দেখে এবং মেধা প্রসূত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যা ওহীর জ্ঞানের মানদন্ডে মানব কল্যাণে উপযোগি তাহাই শিক্ষা। ইহা ব্যতিত শিক্ষার নামে যা কিছু সবই অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপশিক্ষা।**

এখানে মানব কল্যাণ বলতে মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ বা লাভ বুঝায় যা একমাত্র ওহীর জ্ঞানের আলোকে প্রণীত শিক্ষাই দিতে পারে তার নিশ্চয়তা। তদানিন্তন আরবের প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি আবুল হাকাম ওহীর জ্ঞানের মানদন্ডকে অস্বীকার করায় আজও বিশ্বব্যাপী তার নামকরণ হয়ে আছে আবু জাহেল বা মুর্খের বাবা।

৬.৫ ওহীর জ্ঞান না মানার কারণেই পন্ডিত আবুল হাকাম হয়ে গেল মূর্খের বাবা (আবু জাহেল)

আবুল হাকাম ছিল সে যুগে আরবের একজন প্রভাবশালী পন্ডিত ব্যক্তি বা শিক্ষাবিদ। কোন নবী বা রাসুলকেই ৪০ বছরের কম বয়সে ওহীর জ্ঞান দেয়া হয়নি। কারও বয়স চল্লিশে পৌঁছলেই কেবল একজন মানুষের মেধার পরিপক্কতা ঘটে। এ কারণে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতিও সাধারণতঃ চল্লিশের কম বয়সী ব্যক্তিকে বানানো হয় না। আবুল হাকাম কম বয়স থেকেই মেধা বিকাশ এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিল অতুলনীয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল- তাদের ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারী কমিটি 'দারুন নজওয়া' এর একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওহীর শিক্ষা বা জ্ঞানকে না মানার কারণেই চিরদিনের জন্য তার নামকরণ হয়েছে আবু জাহেল বা মুর্খের বাবা। কারণ আল-কুরআনে বর্ণিত ওহীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এক বিশাল ভান্ডার এবং বিস্তৃত বিষয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিদ্যা শিক্ষা সে লাভ করেছিল তা সে তুলনায় একেবারেই ছিল সীমিত ও নগণ্য। পূর্ণাঙ্গ মানব কল্যাণে তা আদৌ যথার্থ ছিল না। বর্তমান সমাজেও তেমনি তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের অনৈতিক প্রভাবে আবু জাহেল মার্কা শিক্ষিত আবুল হাকাম তৈরি হচ্ছে বৈকি। এমতাবস্থায় জেনেশুনেই কি তাহলে নিজের সন্তানদের এসব সেক্যুলার আধুনিক প্রতিষ্ঠানে আবু জাহেল মার্কা লেখাপড়া করানো যেতে পারে? পক্ষান্তরে যেখানে আছে আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অসীম জ্ঞানভান্ডার অন্বেষণের সুবর্ণ সুযোগ।

ওহী ভিত্তিক শিক্ষায় রয়েছে–

- দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা
- নীতি-নৈতিকতা ও পরোপকারিতা
- ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিক মূল্যবোধ

পক্ষান্তরে ওহীর বিপরীত অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষা জন্ম দেয়–

- অসৎ ও অনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- স্বার্থপরতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা
- স্বেচ্ছাচারী মানুষরূপী হিংস্র অর্থনৈতিক জীব।

শিক্ষা মানব মনের সুপ্ত সুকুমার অভিব্যক্তির বিকাশ সাধন এবং সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমও বটে। যে শিক্ষায় ক্ষণস্থায়ী ইহজাগতিক স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে স্থায়ী পারলৌকিক জীবনের স্বার্থ, কল্যাণ ও জবাবদিহিতা নেই তা কখনই প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না এবং পারে না স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিমুক্ত হতে। এ কারণেই মূলতঃ নিছক ইহজাগতিক আধুনিক শিক্ষা, নীতি-নৈতিকতা, পরোপকারিতা, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা, জবাবদিহিতা এবং মানবীয় চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলি সমৃদ্ধ নয় যা ওহীর শিক্ষায় রয়েছে। তথাকথিত সভ্য জগতের সেকুলার আধুনিক শিক্ষা সাধারণতঃই অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা অপশিক্ষায় ভরপুর। এহেন শিক্ষা মানুষকে কেবল নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে এবং এর মধ্যেই তার সকল কার্যক্রম ও প্রয়োজন পুরণের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা নিতান্তই বৈষয়িক ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠে এবং কেবলমাত্র অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্যই লেখা-পড়া এবং জীবনধারণ করে থাকে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি এতই সংকীর্ণ যে তারা বস্তুবাদী লাভ-লোকসানের খতিয়ানের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রেখে চলে। কখনও সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় কোন লক্ষ্যে তথা বৃহত্তর মানব কল্যাণে তাদের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক উন্নয়নে তত্ত্বীয় কিংবা ব্যবহারিক কোন সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম সেখানে না থাকার ফলে তার সীমিত পরিসরেই একদিকে যেমন নিজ শক্তি বলে তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও কমজোরদের প্রতি দাপট ও কর্তৃত্ব চালায়, অপরদিকে শক্তিমানদের নিকট

www.pathagar.com

সে থাকে সদা ভীত ও সংকুচিত। বর্তমান দুর্নীতিপরায়ণ সন্ত্রাসবাদী বিশ্বায়নিক অমানবিক পেক্ষাপট এমন অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষারই ফসল।

৬.৬ শিক্ষার লক্ষ্য কি?

- ডাক্তার
- ইঞ্জিনিয়ার
- কৃষিবিদ
- রাজনীতিবিদ
- ব্যবসায়ী
- অন্য কিছু

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সাফল্যমণ্ডিত (ইমরান ঃ ১০৪)"

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উত্থান মানুষের কল্যাণে। তোমরা ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে (ইমরান ঃ ১১০)"

তাহলে শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে নিম্নরূপ

বিশ্বায়নিক সমাজ পরিচালনায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে এক আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল কল্যাণমুখী ও মর্যাদাশীল উন্নত জীবন গঠন ও পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন। যার মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের দিকে আহ্বান করা যায় এবং ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা যায়।

৬.৭ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

- ডিগ্রী ও চাকুরি
- পদ ও খ্যাতি
- অর্থ-সম্পদ
- স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকা
- অন্য কিছু

www.pathagar.com

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ কি বলেন–

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"কোন জিনিসের মূল বিষয়গুলি আল্লাহ্ এভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা চিন্তা গবেষণা করে বের করে নিতে পার (বাকারা ঃ ২১৯)"

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

"এক কল্যাণ কিতাব, তা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ তার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ (ছোয়াদ ঃ ২৯)"

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে? (মুহাম্মদ ঃ ২৪)"

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"আমরা এদের নিকট এমন একখানি কিতাব এনে দিয়েছি যা জ্ঞান তথ্যে সুবিস্তৃত। আর যারা ঈমান রাখে তাদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ (আ'রাফ-৫২)"

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"যাদের সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদী নিয়ে নদী ও সমুদ্রে ভাসমান নৌকাসমূহে, ওপর হতে বর্ষিত বৃষ্টির ধারায় ও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে (বাকারা ঃ ৬৪)"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুরা আন নাহল এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

"বহু রং বেরংয়ের দ্রব্যাদি তোমাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করেছি যাতে অবশ্যই অসংখ্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক (নাহল ঃ ১৩)"

www.pathagar.com

সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে নিম্নরূপ

(১) জগত, জীবন এবং এতদুভয়ের স্রষ্টা ও মালিক মহা প্রভূর সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে জানা এবং তার প্রদত্ত নেয়ামত সামগ্রী ব্যবহারের প্রযুক্তি ও পন্থা উদ্ভাবন ও মানব কল্যাণে তা যথাযথ প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন।

(২) সৃষ্টিকর্তার হেদায়াত ও রহমতের আবেহায়াতে সমাজ গঠন ও পরিচালনায় আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

৬.৮ শিক্ষার উৎস কি?

- Quran
- Encyclopedia
- Pleto
- Aristotle
- Prophet
- Any Other

} ?

আল্লাহ শিক্ষার উৎস সম্পর্কে কি বলেন–

قُلْ إِنَّمَا العِلْمُ عِندَ اللَّهِ

قَالَ إِنَّمَا العِلْمُ عِندَ اللَّهِ

"**আল্লাহ সমস্ত জ্ঞানের মালিক** (মুলক-২৬, আহকাফ-২৩)"

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

"**তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। গোপন-প্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য, মূর্ত-বিমূর্ত সবকিছুই তিনি জানেন অর্থাৎ তিনিই সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী** (হাশর-২২)"

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ

"**পার্থিব জীবনে মানুষ আল্লাহর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের ততটুকুই পেয়ে থাকে যতটুকু তিনি মেহেরবাণী করে বান্দাহকে দিয়ে থাকেন** (বাকারা-২৫৫)"

একারণে আল্লাহ্পাক নিজেই বলেছেন তার নিকট থেকে জ্ঞান পাওয়ার জন্য।

আল্লাহ্পাক বলেন–

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"**হে প্রভূ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর** (তোয়া ঃ ১১৪)"

www.pathagar.com

সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে মানবকল্যাণে যে শিক্ষা বা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তা প্রাপ্তির একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎসই হলো তার মনোনীত চিরন্তন শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি নাযিলকৃত ওহী বা আল-কুরআনের শিক্ষা। যে শিক্ষা অনুশীলনের পরিবেশ আজও বিদ্যমান এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়। যে শিক্ষা বা জ্ঞানের আলোকে গোটা বিশ্বজাহানে জাহেলী বর্বর যুগের সমস্ত প্রথা ও বিধান অবস্থান নিয়েছিল তাঁর দু'পায়ের নীচে, বিলুপ্তি ঘটেছিল আরবদের ওপর অনারবদের কিংবা অনারবদের ওপর আরবদের, কালোর ওপরে সাদার কিংবা সাদার ওপর কালোর এবং সর্বোপরি মানুষের ওপর মানুষরূপী শয়তানের মনগড়া সকল প্রকার অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষা এবং জোর-জবরদস্তিমূলক অকল্যাণকর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। বিশ্বজাহান পেয়েছিল নবদিগন্তের এক নতুন জ্যোতি, বিভ্রান্ত মানুষ পেয়েছিল পথের দিশা এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষ পেয়েছিল চিরমুক্তির অমৃত স্বাদ।

শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস সৃষ্টিকর্তা নিজেই। তিনিই মানুষ ও বিশ্বনিখিলের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিক।

৬.৯ আমরা কতটুকু শিখতে পারি?

জ্ঞানভান্ডারের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ

"তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য হতে কোন জিনিসই তাদের (অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান সীমার) আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে দিয়ে থাকেন (বাকারাঃ ২৫৫)"

সুতরাং তাঁর এ জ্ঞানভান্ডার থেকে শিক্ষা চেয়ে নেয়ার জন্য তিনি নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন–

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"হে প্রভূ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও (ত্বাহা ঃ১১৪)"

৬.১০ শিক্ষা গ্রহণ ফরজ বা অবশ্যকরণীয়

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রথম নির্দেশই হলো–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়, তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (আলাক ঃ ১)"

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, জিব্রাইল (আঃ) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে সর্বপ্রথম ওহী 'ইকরা' বা পড় নির্দেশ করেন। প্রথমতঃ তখন তিনি পারেননি। কিন্তু যখনই বলা হয়েছে, তোমার সৃষ্টি কর্তা প্রভূর নামে পড় তখনই তিনি সফল হয়েছেন। একারণেই পৃথিবীতে সকল কর্মই এক আল্লাহ্র নাম দিয়ে অর্থাৎ 'বিস্‌মিল্লাহ্' দিয়ে শুরু করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, যা একমাত্র আল-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া তথাকথিত আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে মানুষ এমনিভাবে নির্দেশিত যে তাকে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। বিশেষ করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য তা একেবারে ফরজ বা অবশ্যকরণীয় করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাগীদ দিয়ে বলেছেন- **"তালাবুল ইলমে ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমু"** অর্থাৎ **প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর বিদ্যা শিক্ষা ফরজ**।

আল্লাহ্ আরও বলেছেন– الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

"**তিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন** (আলাক ঃ ৪)"

আল্লাহ্পাক পড়ার সাথে সাথে লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা কেবল সৃষ্টিই করেননি বরং পড়া ও লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর জাগতিক সকল প্রকার নেয়ামত সামগ্রীতে ভূষিত করে নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান ও নেক আমলের জন্য। যার মাধ্যমে সৃষ্টির সেরা মানুষ অর্জন করতে পারে তার শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্যতা। এ লক্ষ্যে জ্ঞানের প্রধান উৎসই হলো আল-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজকের দুনিয়ায় আমাদের দেশে মাদ্রাসাই হল এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৬.১১ আল-কুরআনের শিক্ষাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক একমাত্র পঠিতব্য বিষয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলে না, শিক্ষার দ্বারে উপনীত করে দেয় মাত্র। বাস্তবতার নিরিখে বাকি জীবন তাকে শিখে নিতে হয়, অর্জন করতে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জ্ঞান এবং সে মোতাবেক জীবন গড়ে হতে হয় প্রকৃত শিক্ষিত জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। বর্তমান সমাজে ডিগ্রীধারী বহু লোক থাকলেও প্রকৃত শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ ক'জন? উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনে তথাকথিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে এবং ইসলামী কনজারভেটিভ ফ্যামিলির একজন নগণ্য সদস্য হওয়ার সুবাদে যৎ সামান্য

www.pathagar.com

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ওহীর জ্ঞান তুলনামূলক অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। ফলে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পাশকৃত একজন আলেমে দ্বীন যত বড় বুজর্গ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বই হোন না কেন, তিনি যদি বিজ্ঞান ও রাজনীতি না বুঝেন তবে আমি মনে করি তিনি কখনই প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানসমৃদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব নন এবং তার ইসলাম বুঝায় রয়েছে অসম্পূর্ণতা। কারণ আল-কুরআনের পাতায় পাতায় আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝখানের যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয়সহ মানব সমাজের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যগত বিষয়ে ভরপুর যা বিবেচনার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক তেমনি যিনি জাগতিক বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের যত বড় দক্ষ গবেষক ও বিজ্ঞানীই হোন না কেন তিনি যদি বিজ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন না বুঝেন তবে তার বিজ্ঞান বুঝায়ও রয়েছে অসম্পূর্ণতা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সাথে প্রকৃত মানবকল্যাণে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও চর্চার যেমন অভাব, ঠিক তেমনি তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে ওহীর জ্ঞান থেকে এবং মানবিক চরিত্র উন্নয়ন থেকে রাখা হয়েছে অনেক দূরে। কারণ তাদের গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মানবিক উন্নয়নের কোন ভিত্তি নেই, আছে কেবল অধিকার আদায়ের অনৈতিক চর্চা এবং অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞের প্রযুক্তিগত কলাকৌশল।

সমাজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররাই সাধারণতঃ বিজ্ঞান পড়ে থাকে। অথচ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎসই হল আল-কুরআন। এ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন বা জ্ঞানচর্চার অভাবে তারা নানাবিধ অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা অপশিক্ষার অনৈতিক প্রভাবেই গড়ে ওঠে থাকে এবং প্রভাবিত হয় মানবতা বিধ্বংসী নীতি দুষ্টে। এমনিভাবে বিশ্বায়নের এ যুগে কেবল বস্তু ও প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায়ও গোটা পৃথিবী আজ মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সর্বক্ষণ সর্বত্র বিরাজ করছে টেনশন মোমেনটাম যা প্রকৃতই মানবকল্যাণ ও নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাময় এক নতুন পৃথিবীর পক্ষে চ্যালেঞ্জ বৈকি। তাহলে কোন্ শিক্ষা এমন দুরাবস্থা থেকে পৃথিবীবাসীকে উদ্ধার করতে পারে এবং আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথায় এহেন শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে?

www.pathagar.com

৬.১২ কেবল জাগতিক শিক্ষা ও সম্পদ ক্ষণস্থায়ী

উল্লেখ্য, মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনটাই সম্পূর্ণ জীবন নয়। বরং আসল জীবনের সামান্যতম একটি অংশ মাত্র। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের স্থায়ী জীবন মিলেই মানুষের সম্পূর্ণ জীবন। সুতরাং কেবলই দুনিয়ার সামান্য ও ক্ষুদ্র অংশকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনের বিনিময়ে তার শিক্ষা, ও সমৃদ্ধি অর্জনের পিছনে সময় ব্যয় করে থাকেন, চিরন্তন পারলৌকিক জীবনের সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ হন এবং সীমাহীন সে জীবনের অস্বচ্ছলতা, দারিদ্রতা ও দৈন্যদশা সম্পর্কে থাকেন বেখেয়াল বা উদাসীন তাকে কি করে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে? তার অর্জিত শিক্ষাই বা কি করে প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে? এমতাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ সফল জীবনের প্রকৃত শিক্ষা ও হিকমত সম্পদ অর্জনের পথ আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোন্ শিক্ষায় লাভ করা সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে যারা আল-কুরআনের মাধ্যমে তা লাভ করতে পারে না দুনিয়ার অন্য কোন শিক্ষাই তা তাদেরকে দিতে সক্ষম নয়।

দুনিয়ার জীবনে অর্জিত জাগতিক শিক্ষা ও সম্পদ গোটা শিক্ষাজগত এবং বিশাল প্রাকৃতিক ভান্ডারের তুলনায় সামান্য উপকরণ মাত্র। সর্বোচ্চ ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট সর্বোচ্চ ৬০-৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীতে সুদীর্ঘ কালের তুলনায় একেবারেই স্বল্প সময়ের জন্য যেমন কার্যকরী থাকে তেমনি সর্বাধিক সম্পদ লাভ করলেও তা কেবল পার্থিব জীবন-যাপনের উপকরণ হিসেবে নিতান্তই একজন পেয়ে থাকে স্বল্প সময়ের জন্য। তার জমাকৃত অঢেল ধন-সম্পদের ক্ষুদ্রতম একটা অংশমাত্র সে নিজে ব্যবহারের সুযোগ পায়। বয়ঃবৃদ্ধির ফলে চল্লিশের কোঠায় পা দিতে না দিতেই দেখা দেয় তার যৌবনে ভাটার টান এবং বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে তার খবর হতে থাকে চির প্রস্থানের। যেমন– স্মৃতি শক্তি লোপ, চোখে কম দেখা, চুল-দাড়ি পাকা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, বাত, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি নানাবিধ রোগের উপসর্গ। এমতাবস্থায় একদিকে তার পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ অর্জন যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরদিকে তেমনি কমতে থাকে তার বয়স এবং সর্ব প্রকার ভোগ-বিলাস। শারীরবৃত্তীয় অবকাঠামো প্রতিষেধক বা ঔষধনির্ভর হয়ে পড়ে। মেধা ও স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে উজ্জ্বল সুন্দর পৃথিবী ক্রমান্বয়ে অন্ধকারময় হয়ে আসে। চশমার পাওয়ার বাড়িয়েও কাজ হতে চায় না। তিন বেলা উদর পূর্তি পোলাও, কোরমা, মাছ, গোশ্ত, শখের মিষ্টি, উন্নত মানের নামিদামী যত ভোগের সামগ্রী তা দিন দিন কমতে কমতে একেবারে নিষিদ্ধ পর্যায়ে চলে যায়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কেবলমাত্র শাক-সব্জি ও ভেষজ খাবার আর কোনমতে দু'বেলা দু'টি করে রুটির মধ্যে

www.pathagar.com

সীমিত হয়ে পড়ে তার নিত্যদিনের আহার। সম্পদের গর্ব, দাপটি শক্তি আর পোশাকী বাহার চির বিদায় নেয় দেহমন থেকে। সাধনার ফসল গর্বিত শখের সাজানো বাড়ি, গাড়ি, ইমারত এবং স্বজনদের প্রীতির বন্ধন ছেড়ে হয়তোবা আশ্রয় নিতে হয় হাসপাতালের সিক বেডে। অতঃপর এমনিভাবে মাত্র কয়েক বছর কিংবা কিছুদিন মাত্র অতিবাহিত হওয়ার পরই অর্জিত সবকিছু ছেড়ে দুনিয়া থেকে ঠিক তেমনিভাবে বিদায় নিতে হয় যেভাবে ঘটেছিল তার আগমন। কোন কিছুই পারেনা তাকে রহিত করতে। মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে জীবনভর অর্জিত সমস্ত সুখ ও সম্পদ নিজের জন্য একেবারে মূল্যহীন হয়ে রয়ে যায় দুনিয়াতেই। অথচ একমাত্র কর্মক্ষেত্র হিসেবে ক্ষণস্থায়ী বা সংক্ষিপ্ত জীবনকালই ছিল সীমাহীন স্থায়ী আখিরাতের সুখ, সম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জনের সবটুকু সুযোগ। অনন্ত আখিরাত অতি সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াবী জীবনের অর্জিত কর্মফল উপভোগের প্রকৃত স্থান। নতুন করে অর্জনের কোন সুযোগই নেই সেখানে। যে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে চিরন্তন আখিরাতের সুখ, সম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যায় সেটাই কি প্রকৃত শিক্ষা নয়? এজন্যই সৃষ্টিকর্তা বলেছেন–

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾
وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾
وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ (الشورى)

"তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা কেবলই ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র আর আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী, উহা সেই সব লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে থাকে। যারা বড় বড় গুনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ হতে বিরত থাকে এবং ক্রোধের উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে। যারা তাদের রবের নির্দেশ মোতাবেক চলে, নামাজ কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে করে। আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ী করা হলে তার মোকাবিলা করে (শুরা ঃ ৩৬-৩৯)"

পক্ষান্তরে পরপারে আদালতে আখেরাতে মন্দ আমলওয়ালা ব্যক্তিদেরকে বাম হাতে আমলনামা দিয়ে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হবে তখন সে বলে উঠবে এ বলে যে–

www.pathagar.com

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ O وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ O مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ O هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

“হায় আমার আমলনামা যদি আদৌ আমাকে দেয়া না হত এবং আমার হিসাব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতইনা ভাল হত। হায় আমার দুনিয়ার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত। দুনিয়ার অর্থ সম্পদ আজ আমার কোন কাজে আসলনা। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আজ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে (আল্ হাক্কাহ ঃ ২৫-২৯)”

উল্লেখ্য, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের সবকিছুকে পরিমাপের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে কোন না কোন পরিমাপক। কিন্তু মানুষের ভালো বা মন্দ পরিমাপের সর্বজন স্বীকৃত কোন পরিমাপক আজও জাগতিক বিষয়ের গবেষক ও বিজ্ঞানীরা পারেনি আবিষ্কার করতে যা দেয়া হয়েছে ওহীর জ্ঞানে। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় ভালো-মন্দের বিচার হয়ে থাকে কেবলমাত্র বিবেকতাড়িত অনুভূতি দিয়ে। তাই পৃথিবীতে অর্জিত জাগতিক ডিগ্রী এবং তা দ্বারা স্বল্প দিনের জীবন-যাপনের উপায় উপকরণ হিসেবে অর্জিত সম্পদ প্রাপ্তিতে আত্মহারা হয়ে বেখেয়াল থাকা কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং একাজের জন্য নিছক জাগতিক শিক্ষাও প্রকৃত শিক্ষা নয়। বরং আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদার ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট হতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য সকল সম্পদ অর্জনের কৌশল হিসেবে “জ্ঞান ও হিকমাত” সম্পদ লাভ করাই মূলতঃ শিক্ষা জীবনে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্ বলেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

“তিনি যাকে চান হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করেন প্রকৃতপক্ষে তিনিইতো আসল সম্পদ লাভ করেন (বাকারা ঃ ২৬৯)”

এখানে হিকমত হল গভীর অর্ন্তদৃষ্টি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল বা শক্তি। হিকমত ও বিজ্ঞানের কথা একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো বস্তু। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে সেই হবে তার অধিক হকদার (তিরমিযী, ইবনে মালিক)।

৬.১৩ আল-কুরআনের শিক্ষা স্থায়ী ও সার্বজনীন

আল-কুরআন অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃই পিতা-মাতার সুসন্তান হিসেবে গড়ে উঠে। এসব সু-সন্তানদের মর্যাদা জাগতিক জীবনেও এত বেশি যে

www.pathagar.com

তাদের চলার পথে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা নূরের পাখা বিছিয়ে দেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে আল্লাহ্ তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন এবং ফিরিস্তারা ইলম্ অর্জনকারীদের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এমনকি পানির মাছও তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকে" (আবু দাউদ, তিরমিযী)। শুধু তাই নয়, যারা ইলম শিখায় তাদের ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "অবশ্যই যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইল্‌ম শিখায় আল্লাহ্, তাঁর ফেরেস্তাগণ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীবৃন্দ এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও পানির মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে"। সদকায়ে জারিয়াহ্ হয়ে থাকে এ পথে গড়ে উঠা এসব সুসন্তান।

সদকায়ে জারিয়াহ্ তিন প্রকার–

(১) মানব কল্যাণে রেখে যাওয়া কোন জিনিস/প্রতিষ্ঠান

(২) সুসন্তান এবং

(৩) দ্বীনি ইলম ও সুশিক্ষা।

পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হল আরবী, যে ভাষায় রচিত সকল প্রকার ইলম বা জ্ঞানের উৎস সর্বোত্তম কিতাব আল-কুরআন। আল-কুরআনের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে এ ভাষাতেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই যে ৩০ পারা এত বড় গ্রন্থ আল-কুরআন, যের, যবর, পেশ সহকারে সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ তৌহিদী উম্মাহ্ যেভাবে মুখস্ত করে বুকে ধারণ করে থাকে তা অন্য কোন গ্রন্থ বা কিতাবের ব্যাপারে করে থাকে। কুরআনে হাফেজদের মর্যাদাও সে কারণে অনেক বেশি। যে কমদামী আদি কাপড় দিয়ে এ কুরআনকে জড়ানো হয়, যে চামড়া দিয়ে আল-কুরআনকে মলাট দেয়া হয়, যে কমদামী কাঠ দিয়ে আল-কুরআনের রেহেল বানানো হয় তাদেরও মর্যাদা আল-কুরআনের সংস্পর্শে লাগার কারণেই যেমন বেড়ে যায়, মানুষ সম্মান দিয়ে অতি ভক্তি সহকারে চুমু দেয়, স্পর্শ করে বুকের মাঝে। যে মাস ও যে রাতের মর্যাদা আল-কুরআন নাজিলের কারণেই এত বেড়ে গেছে, যে ব্যক্তি আল-কুরআনকে বুকে ধারণ করতঃ হাফেজ হয়েছে এবং সে আলোকে জীবন গড়তে পেরেছে তার মূল্য ও মর্যাদা তাহলে কেমন হতে পারে? এমনি একজন হাফেজে কুরআন পরকালে তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে এমন দশজন ব্যক্তিকেও জান্নাতে নেয়ার সুপারিশ করতে পারবেন যাদের ওপর জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়েছে। তাহলে কোন শিক্ষার মান, মর্যাদা ও স্থায়িত্ব এত অধিক?

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে এ কুরআন অমান্যকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন এবং আদালতে আখেরাতে রয়েছে কঠিন আযাব। সেদিন সর্বময় বাদশাহী থাকবে কেবলমাত্র মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র হাতে। এসব জালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়িয়ে সেদিন যখন বলবে হায় আমি যদি রাসুলের সঙ্গী হতাম, অমুক ব্যক্তিদেরকে বন্ধু হিসেবে মেনে না নিতাম এবং তাদের নসীহত না মানতাম তখন একমাত্র সুপারিশকারী রাসুলুল্লাহও (সাঃ) এদের বিরুদ্ধে উল্টা সাক্ষী দিয়ে বলবেন–

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"হে আমার খোদা আমার এসব লোকেরা এ কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল (ফুরকান ঃ ৩০)"

তখন বুঝেও হবে না কোন লাভ। তাহলে জেনেশুনে আমরা কেন এহেন মর্যাদাপূর্ণ আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমাদের সন্তানদের বঞ্চিত রাখব? যেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা গেয়ে ঘুম থেকে উঠা অর্থাৎ দিনের প্রথম কথাটাই শুরু হয় আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে (আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজি আহ্‌ইয়ানা বাআদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্নুশুর অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি নিদ্রার পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে), চোখের প্রথম দৃষ্টিটাই ওহীর অক্ষরের প্রতি, কানের প্রথম শুনাটাই আল্লাহর বাণী সহকারে নিত্যদিনের শিক্ষা ও মানবীয় কর্মসূচি। প্রসংগত উল্লেখ্য আল্লাহ্‌পাক নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন এবং একজন মানুষকে তার শেষ মৃত্যুর আগে প্রতি ২৪ ঘন্টায় কয়েক ঘন্টা প্রতিদিন এমনিভাবে নিদ্রার নামে মৃত্যুর অভ্যাসের সম্মুখীন করেন। একমাত্র আল-কুরআনভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথায় যথার্থ শিক্ষার এমন পরিবেশ পাওয়া যেতে পারে?

পারলৌকিক জীবনে মানুষের বাকশক্তি রহিত করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কথা বলবে। আল্লাহ্ বলেন–

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আজ তাদের মুখ বন্ধ থাকবে, হাত কথা বলবে এবং তাদের পা গুলি সাক্ষ্য দিবে যে দুনিয়ায় তারা কি কি করেছিল (ইয়াছিন ঃ ৬৫)"

www.pathagar.com

আল্লাহ্পাক আরও বলেন-

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

"তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আমরা জানি (ইয়াছিন ঃ ৭৬)"

মানুষের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অনুশীলন ওহীর শিক্ষা ব্যতিত কোন্ শিক্ষায় হতে পারে? সুতরাং ওহীভিত্তিক এহেন শিক্ষা ব্যবস্থাই কি পারলৌকিক স্থায়ী জীবনের জন্যও সফলতার জিয়নকাঠি নয়? তাহলে কেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত এহেন স্থায়ী ও সার্বজনীন শিক্ষার পরিবেশ থেকে রাখব বঞ্চিত?

৬.১৪ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি অর্জনের উপযুক্ত সময়

গরু, ছাগল, বাঘ, ভাল্লুক কিংবা যে কোন পশু জন্মের পর প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের পশুত্বের স্বভাব নিয়ে বিকাশ লাভ করে। এ পশুত্ব তাদেরকে অর্জন করতে হয় না। তাদের পশুত্ব অর্জনের জন্য প্রকৃতিতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই। সৃষ্ট জীব হিসেবে মানুষের মধ্যেও এহেন পশুত্ব ভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তার এ পশুত্বকে রূপান্তরিত করে মানবিক গুণে। মানবকূলে কেহ শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি সহকারে জন্ম লাভ করে না। জন্মের পর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জন্মগত মেধার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে অর্জিত হয় তার শিক্ষা, শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি ও যোগ্যতা। এ কারণে আল্লাহপাক একদিকে বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি (বাকারা-২৯)। অপরদিকে বলেন-

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"চেষ্টা ব্যতীত মানুষ কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না (আন নজম ঃ ৩৯)"

আর এ চেষ্টা শুরু করতে হয় স্বামী-স্ত্রীর পরিকল্পণার ভিত্তিতে সুস্থ গর্ভধারনের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে ভ্রণ থেকে শুরু করে জন্মের পর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত মানব শিশুর মস্তিষ্কের কোষ সংখ্যায় ও কলেবরে বৃদ্ধিতে। এ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও পরিবেশের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আর এ সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের কোষ বৃদ্ধি সারা জীবনের জন্য একবারই ঘটে থাকে এবং ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও সুস্থ পরিবেশের অভাবে বাড়তে না পারলে পরবর্তী বয়সে তা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, শিশুর এ বাড়ন্ত মস্তিষ্ক মৌসুমী জমির মতই উর্বর। এ সময়ে শিক্ষার যে বীজ বপন করা হয় পরবর্তী জীবনে তাই তার জীবনে শক্তিশালী গাছের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ

www.pathagar.com

করে। এ কারণে মস্তিষ্ক বিকাশের এ মৌসুমী সময় একটা দেশ ও জাতির জন্য বড় আমনতও বৈকি- যার উৎকর্ষ সাধন নির্ভর করে থাকে মাতা-পিতা ও শিক্ষকের ওপর। এমতাবস্থায় একদিকে তার মস্তিষ্ক বিকাশের যথার্থ পুষ্টি ও পরিবেশ অপরিহার্য অপরদিকে প্রয়োজন উর্বর জমিনে জীবনের উদ্দেশ্যের আলোকে কাংখিত শিক্ষার উপযুক্ত বীজ বপন। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষিত, জ্ঞানী ও উন্নতমানের শ্রেষ্ঠ জাতি তৈরীর কাজ মূলতঃ গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের মধ্য দিয়েই শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

৬.১৫ মানুষ জন্ম নিয়েই পারে না শিখতে ও কথা বলতে

জন্মের পর শিশুকালে মানব সন্তান পারে কেবল শব্দ করতে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার হাসি-কান্নায়। অর্জনের লক্ষ্যে তার মেধার বিকাশ সাধন শুরু হয় হাসি-কান্না জড়িত মুখনিঃসৃত শব্দের মাধ্যমে। মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন তার প্রস্ফুটিত মুখের এ শব্দ বা ধ্বনিকে অনুশীলনের মাধ্যমে রূপান্তর করে থাকেন কথায়। মা-বাবা যদি বাংলা ভাষাভাষী হন তবে তার মুখনিঃসৃত শব্দ বা ধ্বনি রূপান্তরিত হয় বাংলা কথায় এবং সে সন্তান কথা শিখে বাংলায়। এমনিভাবে আরবী, ইংরেজি, উর্দু, ফারসী, হিন্দি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ যারা যে ভাষাভাষি তাদের প্রজন্মও সে ভাষায়ই শব্দ চয়ন দ্বারা কথা শিখে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে এবং অর্জন করতে থাকে জ্ঞান। যদিও প্রতিটি মানব শিশুই জন্মগ্রহণ করে থাকে মুসলিম হিসেবে (সহীহ আল বুখারী)। এমনিভাবে মাতা-পিতা কিংবা পরিবেশ তাকে গড়ে তোলে ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক কিংবা ঈমানদার বা কাফের-মুশরিক হিসেবে। শিশু বয়সে ভালো-মন্দ কিংবা পাপ-পুণ্যের হিতাহিত জ্ঞান তাদের থাকেনা বিধায় বাল্যকালে থাকে তারা নিষ্পাপ মাসুম। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তার মেধার ক্রমবিকাশ প্রভাবিত হয় প্রথমতঃ পারিবারিক পরিমন্ডলে মাতা-পিতা ও অভিভাবক দ্বারা এবং পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলে শিক্ষক ও পরিবেশ দ্বারা। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে কোন একটি শব্দ বা কথাও মানুষ নিজে বানাতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে মুখ দিয়ে যত কথা আওড়ায় তা সবই অন্যের কাছ থেকে শেখা। অতঃপর মেধাশক্তি দিয়ে, চোখ, কান ও অন্তর দিয়ে এবং মুখনিঃসৃত কথার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চেনা, জানা ও বুঝার জ্ঞান বা শিক্ষা মানুষ অর্জন করে থাকে মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর আঙ্গিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে যা দ্বারা সে সমৃদ্ধ হয় নীতি-নৈতিকতাসহ মৌলিক মানবীয় চরিত্র এবং শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলিতে। পরিণত হয় সৃষ্টি জগত ও মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদে। এমনি

www.pathagar.com

পরিবার এবং আল-কুরআনভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো এহেন শ্রেষ্ঠ মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র। তবে সকল মানব সন্তানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় পরিবারের প্রাথমিক স্তর থেকেই বিশেষ পরিকল্পনারভিত্তিতে প্রজন্মের শিক্ষা ও লালন-পালন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠাকরণ। যে পরিবার যত বড় মাপের শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ মানুষ সমাজকে উপহার দিতে পারে সে পরিবার তত বেশি উন্নত বংশীয় মর্যাদা লাভ করে থাকে। এমনিভাবে যে রাষ্ট্রে যত বেশি বংশীয় ও উন্নত পরিবার থাকে সে রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও মর্যাদাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। একটি সফল পরিবারে মাতা-পিতার পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এ কার্যক্রম শুরু করতে হয় সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় উজ্জীবিত করার মাধ্যমে। তাই মাতৃক্রোড়ের পর সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানই হল আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা এদেশে আজও মাদ্রাসা হিসেবেই পরিচিত। আর সন্তানদের মৌসুমী জীবনকাল যেসব মাতা-পিতা ইতোমধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের এখনই সময় নিজ সন্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া- বড় হলে এ সন্তানকে কী হিসেবে পেতে চান সে টার্গেট নিয়ে শিক্ষার বীজ বপন করা।

৬.১৬ বয়ঃসন্ধিক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবনাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব দেহমনে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তার কৈশোর ও তারুণ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের দেশে সাধারণতঃ টিনেজ বয়সেই ঘটে থাকে তার যৌবনের নব-দিগন্ত। শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ দূরন্ত চাহিদা তার এ বয়ঃসন্ধিকালে করতে থাকে নানাবিধ উৎপাত। আর মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যমন্ডিত ও কর্মক্ষম সময়কাল হল এ বয়ঃসন্ধিকাল যা মূলতঃ প্রধান শিক্ষাকাল। সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে এসময়কালকে প্রকৃত শিক্ষা জীবন হিসেবে ব্যয় করে যারা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে তারাই কেবল অর্জন করতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি এবং বিবেচিত হতে পারে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির সুযোগ্য পথিকৃত হিসেবে। আজ এ কারণেই তাগুতী শক্তি সুপরিকল্পিতভাবে এদেশের মুসলিম উম্মাহ্‌র নতুন প্রজন্মদের গড়ে ওঠার গতিপ্রকৃতিকে সহশিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক পরিবেশে বিকৃত করে দিতে চায়। ভৌগলিক অবস্থানগত আবহাওয়া এবং তাগুত প্রণীত আধুনিক প্রযুক্তির গণমাধ্যমে অনৈতিক নগ্ন আগ্রাসী পরিবেশের কারণে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অতি বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনও ঘটে থাকে এ বয়ঃসন্ধিকালেই। বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় তারা দিশেহারা হয়ে ওঠে এ বয়সে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী বিধানের কার্যকারিতা এবং মৌলিক মানবীয় গুণাবলি সমৃদ্ধ জ্ঞানী হওয়ারও সর্বোৎকৃষ্ট বয়স এটাই। শিক্ষা জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট, তাই মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহময় পরশে এবং বয়ঃবৃদ্ধিকালে পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তাদের জীবনে মেধার ক্রমবিকাশ ধারায় জন্মলাভ করে থাকে এবং প্রবর্তিত হতে থাকে অনুভূতির যথার্থ বহিঃপ্রকাশ, চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় চেতনা এবং পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ। কিংবা অযত্নে-অলক্ষ্যে তার মেধা, মন ও মননে গেড়ে বসে দুর্বৃত্তায়নের অশুভ বাসনা এবং হয়ে পড়ে দুর্বৃত্তায়নিক পরিবেশে গড্ডালিকা প্রবাহের অবাঞ্ছিত শিকার। অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বয়ঃসন্ধিকালে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যদি আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকে তবে মনের অজান্তেই উঠতি এ বয়সের এসব সম্ভাবনাময় শিশু-কিশোররা নিমজ্জিত হতে পারে শয়তানী লীলাসাগরে। এ বয়সে দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে হক-নাহক কিংবা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করার পরিবেশ যদি তারা না পায় তবে মৌলিক মানবীয় গুণাবলি থেকে সরে যেতে পারে অনেক দূরে। তাদের জীবনে দেখা দিতে পারে পশুত্বের পাশবিক চরিত্রে গড়ে উঠার সম্ভাবনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক প্রভাবের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। ক্রমেই মাতা-পিতারও অবাধ্য হয়ে গড়ে ওঠতে থাকে এবং চলে যায় নাগালের বাইরে। এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচারের কাঠগড়ায় মাতা-পিতাকে অনেক সময় বাধ্য হতে হয় সন্তানদের দুর্বৃত্তায়ন ও অনৈতিক কার্যকলাপের পক্ষে অবস্থান নিতে। এমতাবস্থায় তাড়িত রিপুর সংশোধনী এবং উৎকর্ষ সাধন একমাত্র ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশ ছাড়া বিকল্প কিছু হতে পারে না। আর এ জন্যই প্রকৃত মানুষ গড়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ একান্ত অপরিহার্য। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এক ব্যক্তি একজন মাওলানাকে কটাক্ষভরে জিজ্ঞাসা করে বসল– আপনাদের আল-কুরআন তো মহাপবিত্র ওহী গ্রন্থ। তাহলে কেন তা শুরু হয়েছে একটি গাভী বা পশু নামের সূরা দিয়ে (বাকারা)? মাওলানা একই কায়দায় জবাবে বললেন– যে সব মানুষ

www.pathagar.com

আল-কুরআনের শিক্ষার বাইরে থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষরূপী পশু এবং কুরআনের সংস্পর্শে এলেই তারা অর্জন করে মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি, পরিণত হয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবন্ত জীব প্রকৃত মানুষে। আর এ কারণেই আল-কুরআন পশুর নামে সূরা দিয়ে শুরু হয়ে মানুষের নামে সূরা (আন-নাস) দিয়ে শেষ হয়েছে।

৬.১৭ সবচেয়ে সম্মানার্হ ব্যক্তি

পৃথিবীতে একজন মাত্র পুরুষ এবং একজন মাত্র নারী হতে সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব। জন্মগত মূল এক হওয়া সত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এর ভিত্তিতে ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত কিংবা একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তবে হতে পারে কেবল এক আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের সুদৃঢ়তা এবং নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের বলে। আল্লাহ্‌পাক বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে যে সবচেয়ে নীতিপরায়ন (হুজুরাত ঃ ১৩)"

৬.১৮ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা কেবল মানুষের জন্যই

জীববিজ্ঞানের নিকৃষ্ট জীব হিসেবে মানুষ এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল ও মর্যাদাশীল শ্রেষ্ঠ মানুষ এক নয়। এক আল্লাহর সৃষ্টিজগতে মানুষ সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র এক স্বাধীন ও সার্বভৌম সৃষ্টি। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জীববিজ্ঞানের ভাষায় মানুষ একটি সৃষ্ট জীব মাত্র। তবে জীববিজ্ঞানের জীবন্ত জীব এবং জীবন্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ এক নয়। জন্মের পর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মেধার লালন এবং যথার্থ শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাকে প্রকৃত জীবন্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলিতে ভূষিত এসব মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সভ্য সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি। কেবল জীববিজ্ঞানের জীব দ্বারা কখনই কোন মানব সভ্যতা কিংবা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব গড়ে উঠতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলিতে মনুষ্যত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রকৃত নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলিসহ শিক্ষা, যোগ্যতা ও দক্ষতা যার নেই সে কেবলই জীববিজ্ঞানের জীবন্ত জীব, সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্বশীল শ্রেষ্ঠ মানুষ

www.pathagar.com

কখনই নয়। কারণ মানব কল্যাণ ও সমাজ গঠনে তাদের কোন ভূমিকা নেই। মানব সমাজে অন্যান্য সৃষ্ট জীবের ন্যায়ই হিতাহিত জ্ঞানবিহীন এদের অবস্থান ও বিচরণ। তাই মানব সমাজে এরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয়, মানুষরূপী নিকৃষ্ট সামাজিক আগাছা কিংবা তার চেয়েও অনিষ্টকর।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমরা মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি (আত্তীন ঃ ৪)"

শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি অর্জন এবং তা ধারণ করার উপযোগী সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করতঃ আল্লাহ্পাক বলেছেন ঈমান এবং নেক আলম সহকারে চলতে। সুন্দর সৌষ্ঠবাকৃতির যেসব মানুষরূপী জীবন্ত জীবের মধ্যে এসব গুণাবলি নেই তাদেরকে পরক্ষণেই আল্লহ্পাক ছুড়ে দিয়েছেন নিকৃষ্টের অতল তলে।

আল্লাহ্ বলেন-

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

"অতঃপর আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি (নিকৃষ্টের) সর্বনিম্নে (আত্তীন- ৫)"

এতে বুঝা যায় ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতেই আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্যতা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয় পরিলক্ষিত। এহেন প্রতিনিধিত্বশীল শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা এত বড় যে তা কেবল মানুষকেই দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন ফেরেস্তাকেও দেয়া হয়নি এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা একমাত্র আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

তার অনুকূলেই মানব কল্যাণে সমস্ত সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে লক্ষ কোটি জীব, জীবাণু ও বস্তু নিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন মানুষের জন্য। আল্লাহ্ বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

"তিনিই (আল্লাহ) পৃথিবীতে যা কিছু সবই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য
(বাকারা ঃ ২৯)"

www.pathagar.com

যেহেতু মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি (viceroy), সৃষ্টিকর্তা চান না তার সৃষ্টির এ শ্রেষ্ঠ জীব পৃথিবীতে অন্ধের মতো কিংবা বর্বর পশুর মতো বিচরণ করুক। তাই পৃথিবীর সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে এবং সুন্দরভাবে বসবাসের উপযোগী করে পৃথিবীকে গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েই মূলতঃ তার প্রতিনিধি (viceroy) হিসেবে তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে নেতৃত্বের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব এবং নানাবিধ জাগতিক উপাদানে। এহেন নেয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্বের বলেই মানুষ আজ জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে খালি চোখে অদৃশ্যমান অণু-পরমাণুসম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুজীব হতে শুরু করে বিশাল আকৃতির হিংস্র পশু ও জীবজন্তুর ওপর ভোগ-দখল এবং বিজ্ঞানময় কর্তৃত্বের যোগ্যতা রাখে। আরও পারে প্রকৃতির অবারিত ব্যাপ্তিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ডানা মেলে জয় করতে। আল্লাহ বলেন-

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

"আসমান ও জমিনের সবকিছুকে তিনি (আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে) তোমাদের বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন (আল জাসিয়া ঃ ১৩)"

এ কারণে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরেই মানুষের স্থান। সুতরাং মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীববিজ্ঞানের জীব নয় বরং পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্বশীল খেলাফত, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানুষ চিন্তা করে দেখেনা আসমান ও জমিনের যাবতীয় কিছু কেন আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কী করণীয়। আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ O
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি এ আসমান ও জমিন এবং এর মাঝে সমস্ত কিছু খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি। এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা (দুখান ঃ ৩৮-৩৯)"

এমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা একদিকে বলছেন সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি অপরদিকে বলছেন এসব কিছুই তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। তাহলে

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি জগতের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের যা কর্তব্য তা জানতে হলে কোন ধরনের লেখা-পড়ায় পাওয়া যেতে পারে? সৃষ্টিকর্তা তো কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। তিনি এসব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও হিদায়েতের জন্য আল-কুরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে অতি যুক্তিসংগত, কার্যকর ও চিন্তাকর্ষক উপায়ে প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য দান করা হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে জীবনের সঠিক পথ। শুধু তাই নয় নিজেদের বাস্তব জীবনে তা অনুসরণের শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন ও চরিত্রের অধিকারী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে আগমন করে নাই। এবং যার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফলসমূহও দেখিয়েছেন একান্ত আনুগত্যশীল সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মাধ্যমে। এসব দেখা ও জানার পরও যদি কোন ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সৃষ্টিকর্তা তাকে গোমরাহির মধ্যেই নিক্ষেপ করে থাকেন। সেখান থেকে উত্তরণের কোন শক্তিও তার থাকে না। আল্লাহ্ বলেন–

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّـٰلِمِينَ
لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ (الشورى)

"আল্লাহ্ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ্ ছাড়া তাঁকে সামলানোর কেহ নেই। তোমরা দেখতে পাবে এসব জালেমরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে এখন কি ফিরে যাবার কোন পথ আছে? (আশ শুরা ঃ ৪৪)"

তাহলে বুঝা যায়, জীববিজ্ঞানের জীব ছাড়া নিজেই সেক্যুলার পদ্ধতিতে পথ তৈরি করে নেয়া প্রকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষের কাজ নয়। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীভিত্তিক পথই একমাত্র পথ যে পথের সন্ধান আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? এছাড়া শিক্ষার সকল পথই গুমরাহীর পথ যে পথ শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে জীববিজ্ঞানের নিকৃষ্ট মানুষ রূপে জীব বিজ্ঞানের অর্থনৈতিক জীব তৈরিতে সহযোগিতা ও পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

৬.১৯ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণ, শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্যতা অর্জনের অনুকূল নয়

নিছক জাগতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষার মাধ্যমে মানব সমাজে আজ মানুষরূপী কিছু জীববিজ্ঞানের হিংস্র জীব কিংবা মানুষরূপী কিছু দুর্বৃত্তপরায়ণ বা অবাঞ্ছিত সামাজিক আগাছা সৃষ্টি করছে মাত্র। ইবলিস ছিল ফেরেশতাদের দলভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর হুকুম না মানার কারণে তার নাম হয়েছে শয়তান। ঠিক তেমনি মানুষরূপী জীবে যদি আল্লাহর ওহীভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি এবং একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্যতা না থাকে তবে তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ না বলে মানব সমাজে মানুষরূপী আগাছা বলাই শ্রেয়। যদিও সৃষ্টিকর্তা নিজেই তাদেরকে জন্তু জানোয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (আরাফ ঃ ১৭৯)। তবে এসব আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নাবস্থায় রক্ষণশীল পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ের প্রতি পারিবারিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অভিভাবকের কড়া সতর্কতা প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশকে দৃঢ়তার সাথে অনুকূল ও উপযোগী করে রাখতে পারে সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার দুর্বৃত্তপরায়ণ নাও হতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিশ্বায়নের অনৈতিক আগ্রাসী মিডিয়া দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এহেন শিক্ষাঙ্গনগুলি একেবারে কলুষিত এবং নানাবিধ দুর্বৃত্তায়নের অভয়ারণ্য হিসেবে খ্যাত। মানবীয় এবং ইসলামী মূল্যবোধ সেখানে ভূলুণ্ঠিত। আল-কুরআনে বর্ণিত ইসলামী চরিত্রের আলামত সেখানে যেমন নেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে পারিবারিক কিংবা সামাজিক বাস্তব জীবনেও তা একেবারে অনুপস্থিত। অর্থাৎ তাগুত প্রভাবিত অনৈতিক আধুনিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এবং পরবর্তী বাস্তব জীবনের সামাজিক দুর্বৃত্তায়নিক পরিবেশ কোন তফাৎ নেই।

ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্যকারী হলো নামাজ যা নিঃসন্দেহে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম প্রধান একটি আলামত। লক্ষ্য করলে প্রায়ই দেখা যায় সেক্যুলার সিস্টেমে পরিচালিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যোহর ও আছর কাটে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানে এবং মুসলিম সন্তান হিসেবে বাধ্যতামূলক কর্তব্য নামাযের থাকে না কোন খেয়াল। ক্লাসের

www.pathagar.com

পর পড়ন্ত বিকেলেও তাদের সময় কাটে খেলার মাঠে অথবা উঠতি বয়সের অনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতায় এখানে সেখানে। পাশের মসজিদে মাগরিবের আযান সত্ত্বেও তারা অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত খেলাধুলা কিংবা স্ব স্ব কাজেই থাকে মত্ত। আযান কিংবা নামাজের কথা তাদের মনে নাড়া বা সাড়া দেয় না। অপর দিকে সালাতুল এশার কোন খবর থাকে না। লেখা-পড়ার নামে জেগে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। ফলে সূর্যাস্তের পরও ক্লাশে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফজর কাটে বিছানায়। অথচ মুসলিম পরিবারের সন্তান। আল্লাহ্‌পাক রাতকে বানিয়েছেন মানুষের বিশ্রাম, শান্তি, স্বস্তি এবং আল্লাহ্‌র একান্ত দিদার লাভের উপায় হিসেবে। আর দিনকে বানিয়েছেন কর্মচাঞ্চল্যতার জন্য। এ কারণে দিবসান্তে জাগতিক সব অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়। রাতের আগমনে আল্লাহ্‌র রহমতের দপ্তর খুলে যায় এবং তৎপর হয়। এ কারণে যুগে যুগে নবী-রাসুল এবং তাঁদের সাহাবীগণ দিনের বেলায় থাকতেন আল্লাহ্‌র অনুকম্পা লাভের কর্মচঞ্চলতায় আর রাতের আধারে তাদের জীবন কাটত জায়নামাজে সৃষ্টিকর্তার দিদার লাভের প্রয়াসে। সেক্যুলার আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বস্তুবাদী জাগতিক শিক্ষার্থী হওয়ার কারণেই মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও নামাজের মত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কর্তব্য কাজ তাদের ছাত্র জীবনে ব্যক্তি চরিত্রে স্থান পায় না। এদের কর্মজীবনেও এ শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রতিফলন ঘটে একই রূপে। পিতা হয়তোবা ঠিকই কনকনে শীতে কিংবা ভ্যাপসা গরমেও মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে ফজর আদায় করে থাকেন। কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষতি, ঘুমের ব্যাঘাত কিংবা স্বাস্থ্যহানীর আশংকায় কিছু বলতে পারেন না আদরের সন্তানটিকে। শুধু তাই নয় রোজার মাসেও ফরজ রোজা করতে দেয়া হয়না একই আশংকায়। এমনিভাবে জীবন চলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইসলামের পালনীয় অন্যান্য আচার-আচরণ তাদের চরিত্রে বড় অভাব। নিতান্তই ব্যতিক্রম ছাড়া এমনটি আল-কুরআনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বেলায় দেখা যায় না। তাছাড়া যে পরিবারে অভিভাবক বা পিতা হালাল রুজি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণ করেনা এবং মাতা তার মাথা ও দেহের কাপড় নামিয়ে পুরুষসুলভ চলাফেরা করে থাকে সে পরিবার হতে আল্লাহ্‌র পথে কাঙ্খিত মানের প্রজন্ম আশা করা দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান জামানায় খুবই দুরুহ। উল্লেখ্য, ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে এহেন চরিত্রের উন্নয়ন না ঘটলে পরবর্তী জীবনে অনেকাংশেই সমম্বয় সম্ভব হয়ে উঠে না। আদালতে আখেরাতেও এসব অভিভাবকদের কিংবা মাতা-পিতাকে এদের জন্য অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। এ কারনেই আল্লাহ বলেন–

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (তাহরীম ঃ ৬)"

এমতাবস্থায় কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে কষ্টার্জিত অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে সজ্ঞানে গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় জীববিজ্ঞানের জীব বা তার চেয়েও অধম নিকৃষ্ট রূপে গড়ে উঠার পক্ষে লেখা-পড়ার নামে সেক্যুলারপন্থী তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা কেমন করে ঠেলে দিতে পারি? স্রষ্টার কাছে তো বটেই, জাগতিক জীবনেও সমাজ, দেশ, জাতি এবং অন্যান্য সৃষ্টিজগতের কাছে এর জবাবদিহিই বা কী হতে পারে? পারলৌকিক অনন্ত জীবনের কাঙ্ক্ষিত উত্তরণই বা নিশ্চিত হওয়া যাবে কিভাবে? এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে সঠিক পথে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আজও এদেশে আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয়না।

৬.২০ ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষা

রাজার মিস্ত্রিকে রাজমিস্ত্রি, রাজার হাঁসকে রাজহাঁস এবং রাজার পথকে যেমন রাজপথ বলা যায় না একই ভাবে রাজার নীতিকেও রাজনীতি বলা যায় না। পক্ষান্তরে মিস্ত্রির রাজা রাজমিস্ত্রি, হাঁসের রাজা রাজহাঁস এবং পথের রাজাকে যদি রাজপথ বলা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি নীতির রাজাকেই বলা হয় রাজনীতি। রাজনীতি মূলতঃ রাষ্ট্রনীতি। আর মানব কল্যাণে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত রাষ্ট্রনীতির চেয়ে উত্তম নীতি আর কি হতে পারে? এদেশের তথাকথিত প্রচলিত রাজনীতি হল রাজা বা রাষ্ট্র নায়কের নীতি যা খোদাদ্রোহী তাগুতী নীতি। এসব রাজা বাদশাহ্ বা রাষ্ট্র নায়কগণ নীতি নির্ধারণ করে দেন কেবল জনগণের জন্য, নিজেরা তা মেনে চলেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র নীতি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে রাজনীতি মানে নীতির রাজা এবং রাজার নীতি উভয়টিই প্রযোজ্য।

অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠা আজকের শিশু আগামীতে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে। সে মোতাবেক আছে পঠিতব্য সিলেবাস-কারিকুলাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি। পর্যায়ভেদে প্রযোজ্য

www.pathagar.com

সিলেবাস ও কর্মসূচির ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অতিরিক্ত অযাচিত কিছু কর্মসূচি চাপিয়ে দিলে কিংবা বৃহত্তর গডফাদার রাজনীতিবিদদের স্বার্থান্বেষী হাতিয়ার হিসেবে তারা ব্যবহৃত হলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য তাদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাভাবিক বিকাশ কখনই সম্ভব নয়।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সমাজের একজন মানুষ ১৮ বছর বয়স প্রাপ্ত হলেই সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমও তেমনি একটা অধিকার। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিলেবাসভুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি তার ব্যবহারিক অনুশীলন বা রাজনৈতিক ভাবধারায় অভিজ্ঞতা অর্জন দোষের কিছু নয়। আর এমনিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা এবং রাষ্ট্রনীতির অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠা আজকের ছাত্র–ছাত্রী আগামীতে দেশ ও জাতীর কর্ণধার। তারা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সিলেবাস ও কারিকুলাম মোতাবেক ভাষাগত দক্ষতার সাথে সাথে অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়াদি যেমন শিখে থাকে পাশাপাশি পরিবেশগত বাস্তবতার আলোকে তেমনি লাভ করে থাকে আনুগত্যবোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায়নীতি, সত্যবাদিতা, পারস্পারিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। একই সাথে ঘটে থাকে তাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা, দায়িত্ববোধ, অর্থনৈতিক, পরপোকারিতাবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ। সুতরাং শিক্ষা জীবন থেকেই বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলে সাধারণ ছাত্র সমাজের অধিকার আদায়ে রাজনৈতিক ভাবধারায় সংগঠিত হওয়া তেমন দোষের কিছু হতে পারে না। তবে গোল বৃত্তে চারকোণা পেরেক প্রবিষ্ট করা কখনই কাম্য ও সামঞ্জস্যশীল হতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের ছাত্র রাজনীতি হল বৃহত্তর দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এবং প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নের অবাঞ্ছিত হাতিয়ার। তারা কায়েমী স্বার্থবাদী গডফাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র-রাজনীতির ছদ্মাবরণে অনায়াসে চালাতে থাকে ছাত্রাবাসে দখলদারিত্ব ও সিট ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানী, সন্ত্রাস, মাস্তানী, ধর্ষণ, রাহাজানি, ছিনতাই, খুন, মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল এবং হিরোইন নেশার উন্মত্তাসহ সকল প্রকার নিয়োগ, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে চালাতে থাকে বোমাবাজি এবং অস্ত্রের মহড়া। এতে প্রমাণিত হয় বৃহত্তর

www.pathagar.com

কায়েমী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের নিয়ে এহেন দুঃখজনক অপরাজনৈতিক ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না। আর এসব ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের দেশে সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। মাতা-পিতা বা অভিভাবকগণ এহেন পরিবেশে কী করে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের ঠেলে দিতে পারেন যেখানে অনেক সময় ছাত্র হয়ে ঢুকে বের হতে হয় লাশ হয়ে। এমতাবস্থায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক যোগ্যতা অর্জনের অনুশীলন দোষের কিছু নয়। তবে তা হতে হবে পর্যায়ক্রমিক এবং একান্তই শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাঙ্গন কেন্দ্রিক। কারণ আল-কুরআনের রাজনৈতিক বিধানকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা জীবনেও তার ব্যবহারিক অনুশীলন হতে পারে তার সীমিত গন্ডিতে।

প্রসংগত উল্লেখ্য এদেশে যারা রাজনীতি করেন তারা বলতে গেলে কেহই কোন রাজনৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতি বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রীপ্রাপ্ত নন। নন-ফরমাল পদ্ধতিতে পরিবেশ থেকে কেবল স্বার্থকেন্দ্রিক হিতাহিত জ্ঞানহীন নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দখলের কৌশল অবলম্বনই তাদের তথাকথিত রাজনীতি। আমাদের সভ্য সমাজে রাজনীতির নামে অপরাজনীতির উচ্ছেদ হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শেখানো পথে আল্লাহ্র দেয়া রাজনীতির চর্চা হতে পারে বিকল্প কিন্তু আদর্শিক রাজনীতি। যা ছাত্র জীবন থেকে চর্চা করা যেতে পারে তবে সংশ্লিষ্ট সীমিত পরিসরে।

৬.২১ শিক্ষা, যৌবন এবং ছাত্র জীবন

নারী-পুরুষের পরিকল্পিত কিংবা অপরিকল্পিত দাম্পত্য বা জৈবিক জীবন এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের সুস্থতা বা অসুস্থতার ওপর নির্ভর করে থাকে গোটা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। সুতরাং মানব সভ্যতার এ মূল ভিত্তিতে আঘাত করার অর্থই হল ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা জাতীয় জীবনে মানুষকে অশান্তির দাবানলে নিমজ্জিত করতঃ সার্বিকভাবে দুর্বল করে রাখা। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নারী-পুরুষের সুস্থ দাম্পত্য এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের পবিত্র মাধ্যম এবং একটি গভীর তামুদ্দনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানবিক সম্পর্ক হল বিয়ে। উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ নিজেদের বংশধারাকে রক্ষা বা স্থলাভিষিক্ত করা এবং বিশ্বমানব কল্যাণে দ্বীনের ঝান্ডাবাহী খলিফাতুল্লাহ্ সৃষ্টি করা। সৃষ্টিগত মানবীয় জৈবিক চাহিদা পুরণের সুস্থ ও নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ

www.pathagar.com

সামাজিক বন্ধন অটুট রাখা। আর এসব উদ্দেশ্য যাতে সঠিকভাবে প্রকৃত সমাজ স্বীকৃত পন্থায় বিয়ে-শাদী না হতে পারে কিংবা বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক ও মিল গড়ে না উঠতে পারে সেজন্য শয়তান আমাদের পেছনে সার্বক্ষণিক কাজ করে থাকে। অত্যন্ত অনুভূতিশীল ও গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক চাহিদাকে সম্বলকরতঃ এ বয়সেই শয়তান "ছাত্র-ছাত্রীদের" ঘাড়ে সওয়ার হয়ে থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে- ইবলিশ তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় তার এজেন্ট পাঠায়। এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে নিজেদের কাজের রিপোর্ট শুনাতে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক ফিৎনা সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে আমি অমুক পাপের সৃষ্টি করেছি। কিন্তু ইবলিশ প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে তুমি কিছুই করনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। এ কথা শুনে ইবলিশ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলতে থাকে তুমি একটা কাজের মত কাজ করে এসেছ।

সহশিক্ষার নামে ইদানিং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যুবক বয়সে অবাধ ও অনৈতিক মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে শয়তানের লীলাভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিয়ের আগেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে ভরা যৌবনে মাতা-পিতার অলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবৈধ অবাধ হাসি-ঠাট্টা, এক রিক্সায় চলাচল, পেয়ারিং হয়ে ঘোরাফিরা, ক্যাম্পাসের নিভৃত কোনে আলো-আধারে একান্তে জোড়া বেধে বসে প্রেমালাপ, ধরাধরি, শারীরিক হরমোন নিঃসরণ, দেহমনে অগ্নিসংযোগ অতঃপর জৈবিক চাহিদার দুর্দান্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকান্ড আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজ এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে কেবল তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেই নয় বরং সার্বিকভাবে এ যে কত বড় অভিশাপ তা তারা তাৎক্ষণিকভাবে টের পায়না। শুধু মুসলিম কেন যেকোন ধর্মের মাতা-পিতাই উচ্চ শিক্ষার উছিলায় তাদের সন্তানেরা এহেন সর্বনাশা অভিশাপের পংকিলতায় নিমজ্জিত হোক তা চান না। অথচ বাস্তবে জরিপ করলে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে সৎ পাত্রের জন্য কুমারী মেয়ে পাওয়া বড় দুরুহ ব্যাপার। কেবলমাত্র জাগতিক বস্তুবাদী স্বার্থকেন্দ্রিক শিক্ষা লাভের ছদ্মাবরণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে এভাবে সর্বশান্ত করে দেয়া হচ্ছে। সুতরাং নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাদেরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদেশে আজ আল-কুরআনভিত্তিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প কিছু হতে পারে না।

www.pathagar.com

৬.২২ শিক্ষা ও চাকুরি

আধুনিক শিক্ষার মূল টার্গেট যেনতেন প্রকারে ভাল সার্টিফিকেট অর্জন এবং ব্যক্তি জীবনে ভাল পরিবেশে একটা ভাল চাকুরি লাভ। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানার্জন, চরিত্র গঠন, সমাজ গঠন ও পরিচালনা, জাতীয় উন্নয়ন এবং সর্বোপরি বিশ্বায়নিক প্রেক্ষাপটে মানব কল্যাণসহ শিক্ষায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য। এছাড়াও বিশ্বের অপ্রতিরোধ্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্বপ্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব রক্ষা এবং চাহিদার প্রেক্ষাপটে জীবিকা অর্জনের নিরাপদ উপায় হিসেবে চাকুরি একটি সোনার হরিণ বৈকি। এমতাবস্থায় বাস্ত বতার নিরিখেই দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা কিংবা অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান নিছক চাকুরি-কেন্দ্রীক এবং সার্টিফিকেট-সর্বস্ব লেখা-পড়া শিখতে। এক কথায় চাকুরির যোগ্যতা লাভের জন্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরিপ করলে দেখা যাবে ছাত্রীদের অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান এ উদ্দেশ্যে যেন ভাল পাত্রস্থ করা যায়। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরাও তেমনি দেশ, জাতি ও মানব কল্যাণে দায়িত্ববান যোগ্য পথিকৃত হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে অধিকার সচেতন স্বার্থবাদী ও ভোগবাদী এবং সুবিধাবাদী ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে গড়ে ওঠে। কেবল সম্পদ আহরণ এবং আত্মকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই তারা সফলতার মাপকাঠি হিসেবে শিক্ষাকে ব্যবহার করে থাকে।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও আজকাল প্রকৃত শিক্ষা, সত্যনিষ্ঠতা, ন্যায়-নীতি, পরপোকারিতা, চরিত্র গঠন, ঐক্য-সংহতি কিংবা জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠছেনা। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে গড়ে ওঠছে অনাকাঙ্ক্ষিত অপসংস্কৃতির লালন কেন্দ্র অথবা অবাঞ্ছিত দলীয় ক্যাডার তৈরির কারখানা হিসেবে কিংবা নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্টিফিকেট বিক্রির আধুনিক মুদিখানা হিসেবে। ফলে নতুন প্রজন্মরাও ব্যক্তি থেকে শুরু করে জীবন চলার বৃহত্তর পরিসরে আদর্শিক দায়িত্ববোধের পরিবর্তে যেনতেন প্রকারে অধিকার সচেতনতার ভিত্তিতে নিছক জীববিজ্ঞানের অর্থনৈতিক জীব হিসেবে গড়ে ওঠছে। যে জাতির লোকেরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অপরাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে সে জাতি কখনও বড় হতে পারে না।

মূলতঃ একারণেই দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠগুলি আজ পরিণত হয়েছে অবৈধ স্বার্থ আদায়ের সকল প্রকার

www.pathagar.com

দুর্বৃত্তায়নের অভয়ারণ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কায়েমী স্বার্থবাদী তথাকথিত রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা ঘরে বাইরে সংশ্লিষ্ট গড ফাদারদের ছত্রছায়ায় অবাঞ্ছিত ছাত্র নামধারী কিছু নরপশু গড়ে ওঠে দলীয় ক্যাডার হিসেবে। এদের মেধা ও যোগ্যতা জ্ঞানার্জনে ব্যয় হয়না, হয় চাঁবাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ অবাঞ্ছিত ও অমানবিক অপকর্মের পেছনে। একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অর্থনৈতিক ব্যয়ের জীবন। কিন্তু এসব অবাঞ্ছিত নরপশুরা শিক্ষা জীবনকেই আয়ের জীবন হিসেবে বেছে নেয়। এদের একাডেমিক ডিগ্রী হয় অনেকাংশেই জোর করে। পাশ করার পরও বহু মেধা ও যোগ্যতাকে পাশ কাটিয়ে এরাই তো দলীয় টিকেটে জোর করে আদায় করে থাকে চাকুরি কিংবা দলীয় এম.পি. যা আরেক লুটপাটের হাতিয়ার। আর এহেন অবস্থা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই মূলতঃ প্রযোজ্য। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এদের মধ্যে প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন মূল্যায়ন পেয়ে থাকলেও পেছনে হয়তো অনেক তেল-মসলা খরচ করতে হয়। যারা প্রকৃতই যোগ্য তাদের চাকুরিজনিত কর্মফলের মূল্যায়নও এক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় বৈকি। কারণ প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ পেশাগত কর্মফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অনুকূলে যোগ হয়। গৃহস্থের ক্ষেতে কিংবা মালিকের শিল্প কারখানায় যেসব জনশক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিংবা রাতভর সামান্য বেতনের বিনিময়ে মেধা ও যোগ্যতা ব্যয় করে থাকে তার ফল ভোগ করে মালিক। যিনি হয়তো একজন বড় তাগুতী শক্তি। এমনিভাবে আমাদের শিক্ষিত জনশক্তির সকল মেধা ও শ্রম কি তাহলে পরিশেষে বাতিল বা তাগুতের পক্ষেই ব্যয় হচ্ছে না? মূল কারণ হল বর্তমানকালে চাকুরি সংস্থাগুলি কোন না কোন বাতিল বা তাগুতী শক্তির অধীন। আর এসব পদে তাদের যোগ্য উত্তরসূরী নিয়োগের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রণীত হয়ে থাকে শিক্ষাক্রম। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষা সম্বলিত সেক্যুলার ও বিজাতীয় এসব শিক্ষা ক্রমে লেখা-পড়া করে একজন ব্যক্তি কখনই আল-কুরআনভিত্তিক প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারেনা। পারে না মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলিতে ভূষিত হতে। কিংবা সে মোতাবেক সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে কাজে লাগাতে। শিক্ষা শেষে হক ও বাতিলের চিন্তা না করে ঢুকে পড়ে স্ববিরোধী কিংবা দেশ ও জাতীয় পরিপন্থি তাগুত নিয়ন্ত্রিত চাকুরির উছিলায় সরাসরি তাগুতের সহযোগিতায়। সারাটা জীবনের কর্মফল এমনিভাবে অনেকেই হয়তোবা মনের অজান্তেই তাগুতী শক্তির অনুকূলে ব্যয় করে থাকে দুটো পয়সার জন্য। এতে শিক্ষিত মানুষ হয়েও নিজের ঈমান, আমল ও আখের তো বটেই দেশ ও

www.pathagar.com

জাতির যে কত বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি করে তা বুঝতে পারে না। অনেকে মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করেও কেবল টাকা-পয়সা উপার্জনের জন্য তাগুতী বা বাতিল শক্তির অধীনে চাকুরির উছিলায় জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের চাকুরি এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে কোন দিক-নির্দেশনা দেয়না কিংবা দিতে পারেনা। অথচ আল্লাহ্‌পাক বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا O
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

"আমরা পর্যায়ক্রমে তোমাদের ওপর কুরআন নাজিল করেছি অতঃপর তোমার প্রভুর এ বিধানের ওপর ধৈর্য্য ধারণ করে থাক এবং কখনই পাপি ও কাফের লোকদের আনুগত্য করোনা (আদ দাহর ঃ ২৩-২৪)"

এমনিভাবেই প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃই ভবিষ্যৎ চাকুরি বা কর্ম সংস্থাকে টার্গেট করে লেখা-পড়া শিখে থাকে। উল্লেখ্য দেশের অধিকাংশ চাকুরি ও কর্মক্ষেত্রগুলিই অশুভ তাগুতী চক্রের ফন্দিজাল। বেসরকারি চাকুরি ও কর্মক্ষেত্রগুলি যেমন ভোগবাদী আমলাদের বেড়াজাল, আধাসরকারি কিংবা সরকারি চাকুরি ও কর্মক্ষেত্রগুলিও তেমনি কায়েমী দুর্বৃত্তদের অবৈধ উপার্জন এবং অপরাজনৈতিক দলীয় স্বার্থরক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। চাকুরি ও কর্মক্ষেত্রের এসব নিয়োগ যেহেতু প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি একেবারে গৌণ এসব নিয়োগ দ্বারা জনগণ, দেশ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষাও তেমনি সুকঠিন। শিক্ষার্থীদের নিকটও বিষয়টি এমন যে নিয়োগদাতাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য যাই হোক না কেন তা দেখার বিষয় নয়। নিয়োগ প্রাপ্তির পর তারাও নিজ নিজ পরিমন্ডল থেকে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে একইভাবে আত্মকেন্দ্রিক কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ দাতাদের অশুভ পরিণামকেই করে থাকে সমৃদ্ধ। এমনিভাবে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণাম হচ্ছে দেশ ও জাতিদ্রোহী, মানবতা বিরোধী অশুভ চক্রের স্বার্থ রক্ষা এবং মনুষ্যত্ব ও জাতীয় চেতনার অবলুপ্তির কারণ। একই সাথে এহেন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে সর্বত্রই বেড়ে চলেছে মানুষরূপী জীববিজ্ঞানের জীবদের অমানবিক হিংস্রতা, বর্বরতা এবং মানবতা বিধ্বংসী নানামুখি তৎপরতা। পক্ষান্তরে গোটা বিশ্বমানবতা আজ সন্ত্রাসবাদের বর্বরতার শিকার হয়ে যেখানে বাঁচাও বাঁচাও করে কাতর কণ্ঠে হাতছানি দিয়ে ফরিয়াদ করছে সেখানে বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অঘটনঘটনপটিয়সি সুযোগ্য কান্ডারী তৈরি

www.pathagar.com

হবে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। একমাত্র আল-কুরআনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন বিকল্প আছে কি? এ ব্যবস্থায় বিশ্বনেতৃত্বের যখন পরিবর্তন ঘটবে তখন প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের পেছনে মহৎ চাকুরি ও কর্মপদগুলি পেছনে পেছনে দৌড়াবে।

সরকারি কিংবা বেসরকারি যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন চাকুরি মানেই অন্যের সেবাদাসগিরি। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সন্তানদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের অভিভাবকগণ যেমন অনেকটাই অনভিজ্ঞ ও উদাসীন, পাশ করার পর চাকুরি বিষয়েও চাহিদার প্রেক্ষাপটে তেমনি হিতাহিত জ্ঞান রাখতে পারেন না। আমরা কি কখনও তলিয়ে দেখেছি যে, আমাদের সন্তানেরা লেখা-পড়া শিখে তাদের মেধা, যোগ্যতা ও কর্মসাধনা দ্বারা চাকুরির উছিলায় কাদেরকে সেবাদান ও সহযোগিতা করছে? এক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি বা সংস্থার না তাগুতী শক্তির? মানুষের মৃত্যুর পর কবরের প্রথম সওয়াল-জওয়াবের পর্বেই এ প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে ধরনের প্রতিষ্ঠানেই লেখা-পড়া হোক না কেন জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রগুলিতে যদি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশ না থাকে তাহলে এ লেখা-পড়া এবং চাকুরি জীবনের সব কর্মফল তাগুতী শক্তির পক্ষেই পাল্লাভারীতে সহায়ক হবে। যা কখনই প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিদের কাঙ্খিত বিষয় হতে পারে না।

আমাদের সন্তানাদি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাগুতী শক্তির সহায়ক সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া অতঃপর চাকুরি জীবনে তাগুতী সংস্থার অধীনে কর্মক্ষেত্র হোক তা কি কখনই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। খেলাফতুল্লাহ্‌র দায়িত্বশীল হিসেবে চাকুরিসহ সমাজের যাবতীয় কর্মক্ষেত্র একদিন তাদের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ফুটে উঠবে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল সমাজ ব্যবস্থা। আর এ সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের চাকুরি বা কর্ম জীবনই হয়ে উঠবে খেলাফতুল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন। সকল কর্মফল যোগ হবে সাদকায়ে জারিয়াহ্‌ একাউন্টে।

৬.২৩ আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ

মহানবী (সাঃ) আগমন পূর্বকালে জগৎবাসী জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ছিল নিপতিত। তাঁর আগমনে পৃথিবীবাসী পায় নব দিগন্তের নতুন তেজস্বি জ্যোতি। প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাময় খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত।

www.pathagar.com

যার পদতলে শান্তির পরশে খুঁজে পায় দিক-বলয়ের সকল দিকভ্রান্ত পথিক। রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে, দেশের পর দেশ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় মুজাহিদদের নেতৃত্বে শাশ্বত ইসলামের ছায়াতলে।

খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যতের পর বিশ্বব্যাপী ক্রমেই প্রসার লাভ করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিকায়ন এবং অমুসলিম জগতের রাজনৈতিক কুটকৌশল ধারা। কিন্তু সিংহাসন বিলাসী মুসলিম শাসকগোষ্ঠি ভোগের লিপ্সায় এবং তেল, স্বর্ণ ও খনিজ সম্পদের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রেখে যাওয়া খেলাফত আলা মিনহাজিহিন্ নবুয়্যতের কর্মসূচিকে বিশ্বায়নিক রূপ দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে তারা বেমালুম ভুলে যায়। মুনাফিক, মুশরিক এবং ইসলাম বিরোধী তাগুতী শক্তির উত্থানকে তারা পারেনি উপলব্ধি করতে।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন কী চান, মহানবীর তেইশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী জীবন কী বলে, অতঃপর খিলাফত আলা মিন হাজিন নব্যুয়তী জিন্দেগীর কী দিক-দর্শন সেদিকে বেখেয়াল থেকে এতদিন তারা সিংহাসন রক্ষার জন্য সম্পদ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিনিময়ে পশ্চিমা শক্তির আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের গদি রক্ষা করে চলেছে। ইসলামের শাশ্বত জীবন ব্যবস্থাকে মহানবীর বিশ্বায়নিক চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পণাই তারা গ্রহণ করেনি। যার ফল হিসেবে দাঁড়িয়েছে হক ও বাতিলের এক বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ যা কেবল মুসলিম উম্মাহ্‌ নয় বরং তা ক্রমেই আজ গোটা পৃথিবীর সকল মানবতাবাদী এবং নিরীহ বিশ্ববাসী সবার জন্যই প্রযোজ্য।

ইতোমধ্যে তাগুতী বাতিল শক্তি তাদের রাজনৈতিক কুটকৌশল এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি দিয়ে করায়ত্ব করে ফেলেছে বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক, সামরিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে অবচেতন মুসলিম বিশ্বের আলখেল্লা পরিহিত ঘুমন্ত সিংহাসন বিলাসীদেরকে। বিশ্ব লুণ্ঠনে সদা তৎপর সন্ত্রাসবাদী এ বাতিল শক্তির খপ্পড়ে পড়ে তারা আজ সর্বকালের চরমতম ক্রান্তিকালেও পারছে না কোন প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া দেখাতে। আফগান, ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবাননসহ গোটা বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি যে অস্তিত্ব বিনাশের মহাচ্যালেঞ্জ নেমে এসেছে তার জবাবও তাদের কাছে যেন আজ নেই।

কদিন আগে বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকত দুই পরাশক্তি- সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পুঁজিবাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনোত্তর বিশ্ব-ব্যবস্থা এখন একক ভাবে চলে গেছে

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদী মার্কিনীদের হাতে। ইতোমধ্যে কেবল রাজনৈতিক ধারা নয় গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাই পরিবর্তন হচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা ঘটেছে অকল্পনীয় ভাবে। এ সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করায়ত্ত্ব করে ফেলেছে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিসহ বিশ্বায়নিক সকল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। মানবিক শিষ্টাচার বহির্ভূত অতীতের সকল অমানবিক বর্বরতার ইতিহাস ম্লান করে দিয়ে মার্কিন প্রশাসন এখন হিংস্র হায়েনা রূপে আবির্ভূত হয়েছে গোটা বিশ্বে। ইহুদী, নাসারা ও পৌত্তলিক শক্তিকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস দমনের ছদ্মাবরণে শুরু করেছে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে নব ক্রুসেড যা বিশ্ব ইতিহাস এবং আবহমান মানব সভ্যতার নিকৃষ্টতম কলঙ্কের কুৎসিত অভিলাষ। কেবল আফগান, ইরাক, ফিলিস্তিন এবং লেবাননই নয় বিশ্বায়নিক প্রেক্ষাপটে গোটা পৃথিবীবাসীই আজ তাদের এহেন অবাঞ্ছিত সন্ত্রাসী অভিলাষের বর্বরতার শিকার। একারণে আল্লাহ্‌পাক নিজেই এদেরকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"এসব আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিক নিকৃষ্টতম সৃষ্টি এবং তারা চির জাহান্নামী (বাইয়্যেনাহ্‌ ঃ ৬)"

এর আগে যুগে যুগে ইসলাম তথা মুসলিম উম্মাহ্‌র সাথে তাগুতী বাতিল শক্তির সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে দেশে দেশে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ফার্ডিনান্ড ইসাবেলার সংঘাতের লক্ষ্য ছিল স্পেন থেকে নিরঙ্কুশভাবে ইসলামী উম্মাহ্‌কে বিতাড়িত করা। হয়েছেও তাই। ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তি তদানিন্তন মুসলমানদের নিকট থেকে কেবল রাষ্ট্র হিসেবে স্পেনই দখল করেনি বরং পরবর্তী একাধারে প্রায় আটশত বছর তাদের রাজত্বের যাতাকলে একজন মুসলমানও সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু আজকের ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী-পৌত্তলিকদের যৌথ লক্ষ্য হল গোটা পৃথিবী থেকে মুসলিম নিধন এবং তাদের তেল, স্বর্ণ, খনিজ ও গ্যাস সম্পদ লুণ্ঠন করতঃ শয়তানের বিশ্বায়নিক লীলাভূমি তৈরি করা। মক্কার কাফের কুরাইশ এবং তদানিন্তন রোমান ও পারশ্য সম্রাটও এক সময় চেয়েছিল ইসলামকে চিরতরে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আধুনিক বিশ্বের তাগুতী জোটও আজ তেমনি শুরু করে দিয়েছে তাদের মরণ কামড়। যা প্রতিহত করে ইসলামের শ্বাশত বিধানকে কার্যকরী করতঃ শুধু মুসলিম উম্মাহ্‌ নয় বরং গোটা পৃথিবীবাসীকে এক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল

www.pathagar.com

বিশ্বব্যবস্থার অধীনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান আধুনিক বিশ্বের মহা চ্যালেঞ্জ।

৬.২৪ সৃষ্টিকর্তার মহা পরিকল্পনা এবং মুসলীম উম্মাহ্‌র বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ

গোটা সৃষ্টিজগতকে নিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার যে মহাপরিকল্পণা, আল-কুরআন নাযিলের মধ্য দিয়ে তার শেষাংশ বাস্তবায়ন হতে চলেছে বর্তমানকালে। শেষ নবী হিসেবে মহানবীর আগমন এবং মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আল-কুরআনের পরে আর কোন ওহী না আসা মহানবীর উম্মাহ্‌কে সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মেধা ও যোগ্যতা প্রদান ইত্যাদি ঘটনা তার অন্যতম আলামত বৈকি। সমগ্র বিশ্বলোকের বিশাল ও অসীম সৃষ্টির অংশ এ পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে চিন্তা, উপলব্ধি এবং জ্ঞান লাভের প্রতিভা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দেয়া হয়েছে বিবেক ও ভাল মন্দের পার্থক্য, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ও স্বাধীনতা। সৃষ্টিকর্তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যথার্থভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আরও দেয়া হয়েছে আল-কুরআন। যার ভিত্তিতে আজ গোটা বিশ্বই মেরুকরণ হচ্ছে মুসলিম অমুসলিম হিসেবে।

পৃথিবীতে বোধগম্য সবচেয়ে সহজ ভাষা হল আরবী, যা পরকালেরও ভাষা। সে ভাষায় নাযিল করা হয়েছে সর্বশেষ ওহীগ্রন্থ আল-কুরআন যা অতীব উঁচু মর্যাদাশীল এবং সকল জ্ঞানের ভান্ডার মূল কিতাবের অংশ। যে কিতাব আল্লাহ্‌র নিকট লওহে মাহফুজে গোপন ও সুরক্ষিত মূল কিতাব হিসেবে রয়েছে এবং যা অপনোদন করার সকল প্রকার প্রক্ষেপন ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত (ওয়াকিয়া, বুরুজ)। এতে পরিস্কার বুঝা যায় গোটা সৃষ্টজগৎকে নিয়ে সৃষ্টি কর্তার যে মহা পরিকল্পনা তা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে মূল কিতাবে। একমাত্র তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন যেখানে তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন নবী রাসুল পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে পরিবেশ ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন ভাষায় নাযিল করেছেন সে দেশ ও জাতির জন্য। কেহ যদি অজ্ঞতাবশতঃ উক্ত কিতাবের মান মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা উপলব্ধি করতে না পারে তবে তা নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সর্বশেষ মহাবিশ্বায়নিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সর্বশেষ ওহী আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে উভয় জগতের কমন ভাষা আরবীতে।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা বলেন–

حم O وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ O إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ O
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ O

"সুস্পষ্ট এ কিতাবের শপথ। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার। প্রকৃত পক্ষে এটা একটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যা আমার কাছে অতীব উচু মর্যাদা সম্পন্ন এবং জ্ঞানে ভরা কিতাব (যুখরুফ ঃ ১-৪)"

কেবল ইহজাগতিক নয় পরজগতেরও কমন ভাষা আরবীতে আল-কুরআন নাযিলের ঘটনা কি এটাই প্রমাণ করে না যে সৃষ্টি জগৎকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার যে মহাপরিকল্পণা ছিল তিনি তার শেষ পর্ব বাস্তবায়ন করতে চলেছেন বিশ্বায়নিক ধারায়। কেবল মানবকূল নয়, তার সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্যই বর্তমানে চলছে এক মহা অন্তকাল। সর্বশেষ ওহীবাহক এবং মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সর্বশেষ ওহীগ্রন্থ আল-কুরআনসহ সর্বাধিক মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে তাঁর উম্মাহকে অভিষিক্ত করাও এর বাস্তব আলামত বৈকি। পৃথিবীতে মানবকূলের অনুকূলে ইতোপূর্বে প্রেরিত হয়েছে অসংখ্য নবী-রাসূল। তাঁদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহিম (আ.) সহ মাত্র কয়েকজনকে সমসাময়িককালের জন্য কিছু অলৌকিক মোজেজাসহ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হলেও আল্লাহপাক কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়ের জন্য মুহাম্মাদ(সাঃ)কেই সর্বশেষ বিশ্বনবী ও রাসূল হিসেবে (খাতামুন্নাবিয়্যিন) উল্লেখ করেছেন। তিনি চলে গেছেন। অন্যান্য সৃষ্টিজগতসহ তার উম্মাহ এখন প্রতীক্ষারত মহা অন্তকালের সর্বশেষ পর্ব কিয়ামতের অপেক্ষায়। এমনিভাবে বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে চলছে এখন এক মহা অন্তকাল। এ মহা অন্তকালে সৃষ্টিকর্তা তার মহাবিশ্বের স্বরূপ উদঘাটন ও অসংখ্য নেয়ামতের অনুসন্ধানের জন্য সর্বাধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য যে মেধা ও যোগ্যতা প্রয়োজন তা এ জামানার মানুষকে দিয়েছেন শেষবারের মত। অন্য কোন নবী-রাসূলদের উম্মাহ্কে ইতোপূর্বে তা দেয়া হয়নি বলেই প্রতীয়মান। তাই বিজ্ঞানময় আল-কুরআন বা ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে গোটা পৃথিবী, সৌরজগত, বায়বীয় মণ্ডল এবং অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি রহস্যকে বিশ্লেষণ, নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতঃ একালের মানবকল্যাণে তা ব্যবহার করে জীবন চলার পথকে সহজ ও শাশ্বত করে তোলার লক্ষ্যে যে মেধা, যোগ্যতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োজন তা যথার্থই দেয়া হয়েছে এ কালে

www.pathagar.com

মহানবীর উম্মাহকে। সেই শাশ্বত মেধা ও যোগ্যতাবলেই আজ মোবাইল, ই-মেইল, কম্পিউটার, আইসিটি, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ট্রেলিপ্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে গোটা বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে ছোট্ট এক গ্লোবাল পল্লীতে। এর ভিত্তিতে মহানবীর বিশ্বায়নিক শাশ্বত কর্মসূচিকে পূর্ণতায় রূপদানের লক্ষ্যেই মূলতঃ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষতা এবং বিশ্বায়নের এত আয়োজন। শুধু প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার এ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে আল-কুরআনে নির্দেশিত পদ্ধতিতে এসবের প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ যা বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ্‌র বড় চ্যালেঞ্জ। আর এ বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একদিকে আধুনিকায়নের অপব্যবহারকারী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণ। এতে দিবালোকের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীন তার মহাপরিকল্পনার শেষ অংশ বাস্তবায়ন কর্মসূচি খুব শিঘ্রই চূড়ান্ত করবেন। কিন্তু কে বা কারা তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্বের ঝান্ডা হাতে নিয়ে মহানবীর রেখে যাওয়া বিশ্বায়নিক কর্মসূচিকে শেষবারের মত বিজয়ী হবেন সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী-পৌত্তলিক বিপরীতে। মহানবীর রেখে যাওয়া বাকি এ কর্মসূচিকে পূর্ণতায় রূপ দানের জন্য মনে হয় তিনি বেছে নিয়েছেন এশিয়া অঞ্চলকে যার শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। প্রকৃতপক্ষে এটাও হলো আজ বর্তমান বিশ্বে আমাদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

৬.২৫ বিশ্বায়নিক ইসলামী সমাজ গঠন ও পরিচালনায় বাংলাদেশের অবস্থান হবে শীর্ষে

১। ভোগৌলিক ও ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান ঃ বাহ্যিক অবস্থান থেকে বিজ্ঞানসম্মত এবং সুনিয়মতান্ত্রিকভাবে সূর্য অপসৃত না হলে পৃথিবীতে দিন ও রাতের আবর্তন সম্ভব ছিল না। সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থানগত কারণে এ আবর্তন ভূপৃষ্ঠের ওপর সব দেশে একই রকম নয়। সুনিপুণ মহাবিজ্ঞানী ও মহাপরিকল্পনাকারী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এতদঅঞ্চল বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য দিবারাত্রির আগমন ও প্রস্থান এবং ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানকে এমনি এক তাৎপর্যমণ্ডিত পরিমণ্ডলে অভিষিক্ত ও আবর্তিত করেছেন যে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেই প্রতীয়মান হবে এমন জীবনমুখী মহা অনুকূল পরিবেশ আর কোন দেশে আছে কি নেই। বিস্তীর্ণ সমতল জমিন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, প্রাণসম্ভারে প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক বিন্যাস এবং আলো-বাতাস ও মৌসুমের মধ্যে বিরাজমান অদ্ভুত এ মহাসামঞ্জস্য আর কোন্ দেশে আছে? এ দেশের ভূপ্রকৃতি,

www.pathagar.com

খাল-বিল, নদ-নদী যেমন প্রাণ উচ্ছ্বাসে সদা বিহ্বল, সম্পদে ভরপুর ঝর্ণাধারার প্রাণজল প্রবাহ সুউচ্চ পাহাড়গুলি যেন মহাউল্লাসে সেই মহামহীম বিজ্ঞানীর মহা পরাক্রমশীলতাই ঘোষণা করছে সর্বক্ষণ। বেশুমার সৃষ্টিজগত, জীবজন্তু ও মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের বিস্ময়কর বিন্যাস, কৃষি জগত ও সৃষ্টি ব্যবস্থার এমন মহাস্বাক্ষর পৃথিবীর আর কোন্ দেশে আছে?

শুধু তাই নয়, সুনামীর ন্যায় ভূকম্পন এবং হ্যারিকেন রিটার ন্যায় জলকম্পনের মাধ্যমে একের পর এক গোটা পৃথিবীর জলভাগ ও ভূগর্ভস্থ অবস্থানকে হয়তোবা আল্লাহপাক শেষবারের ন্যায় পুনর্বিন্যাস করে চলেছেন। ইতোমধ্যে গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যতা দিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের অনুকূলে এ দেশের সার্বিক পরিবেশকে সাজানো হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে অলৌকিকভাবে। যার ফলে দেখা দিয়েছে বঙ্গোপসাগরের গভীর তলদেশে বিশাল তেল ও গ্যাসের ভান্ডার। ইতোমধ্যে যে গ্যাস ও তেল আহরণের উদ্যোগ নিয়েছে ভারত ও মিয়ানমার। তাইতো দেখা যায় একদিকে সন্ত্রাসবাদী তথাকথিত বিশ্ব সুপার পাওয়ার এখানে পোর্ট কনটেইনার, সোফা, টিফা ইত্যাদি চুক্তির বেড়জালে আবদ্ধের পাঁয়তারা এবং অপর দিকে পার্শ্ববর্তী বিজাতীয় কালনাগিনীর বিষাক্ত ছোবল ফণা ধরে এ দেশটির প্রতি সার্বক্ষণিক ঘুরাচ্ছে এন্টিনা। আরও চলছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোসিও-পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্র এবং গ্লোবাল আইসিটির মিডিয়া আগ্রাসন। এমতাবস্থায় একদিকে যেমন বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি গোটা বিশ্ব ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান ও অবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত। সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ইতোমধ্যে বেড়ে গিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে বিশ্ব মহাদুর্যোগের। গত ১৯ অক্টোবর ২০০৫ সারা বিশ্বের আন্তঃসরকারি প্যানেলের বিজ্ঞানীরা নয়াদিল্লিতে বসেন এবং আবহাওয়ার উদ্ভট ও ভয়ংকর আচরণ সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে আশংকা প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীটা চিরকালের জন্য বদলে যাবে এবং তাকে আর কোন কালেই চেনা যাবে না (ইনকিলাব : ৫.১১.০৫)। এসব তাহলে কিসের আলামত?

দু'প্রাচ্যের মধ্যভাগে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থান আরব জাহানকে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এক কালে মনোনীত করা হয় বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে। মুসলিম সাধক, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষীদের আল-কুরআনভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পূর্বে যে আরবরা ছিল ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত এবং বেশিরভাগই ছিল মরু অঞ্চলের যাযাবর, আতর ও সুরমা বিক্রেতা

www.pathagar.com

রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) আগমনের পর তারা পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে বিশ্ব সভ্য জগতের এক বিশাল অংশের অধীশ্বর হয়ে বসে। একে একে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর, পারস্য ও স্পেন তাদের দখলে চলে আসে। অতঃপর মহানবীর রাজনৈতিক দর্শন এবং আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে জন্ম নেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং গড়ে ওঠে গোটা বিশ্ব মানবের অনুসরণীয় সর্বোৎকৃষ্ট মানব সভ্যতা। মদীনা, বাগদাদ, কর্ডোভায় সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস আল-কুরআনের আলোকে শুরু হয় বিজ্ঞান চর্চা। যে ইঙ্গ-মার্কিনীরা এককালে ঘর বানাতে জানতোনা, বৃক্ষ দেহ ছিদ্র করে সেখানে বাস করত, জানতোনা কিভাবে পানি দিয়ে গোসল করতে হয় তখন কর্ডোভায় মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতো জ্ঞান-গবেষণা। গোটা বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ চলে আসে ইসলামের শাশ্বত ছায়াতলে। কিন্তু মহানবীর তিরোধানের অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই মুসলিম উম্মাহ্‌র চরিত্রে নেমে আসে আত্মপ্রীতি, আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। সিংহাসন বিলাসী একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে দেখা দেয় আকণ্ঠ ভোগবিলাস। নীতি-নৈতিকতা বর্জনসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে উদাসীনতায় তারা বনী ঈসরাইলের পতনের একই কারণে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে আজ। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী তাগুতী শক্তির চক্রজালে। একনায়কত্ববাদ ও রাজতন্ত্রের অভিশাপে বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থকেন্দ্রিক চিন্তা, গবেষণা এবং লব্ধ জ্ঞান বা শিক্ষার আলোকে গোটা বিশ্ববাসীকে বিশ্বময় একই পরিবারভুক্তকরণে বিশ্বনবীর যে ভিশন ও মিশন ছিল তা ক্রমেই ভাটা পড়ে যায়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা আজ তাদের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন। উল্লেখ্য, বনী ঈসরাইলের দ্বীনহীনতা ও মর্মান্তিক ইতিকথা বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রায় চার হাজার বছর যাবত আজও সারাবিশ্বে গোটা মানব জাতির একমাত্র দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে আছে। **রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নবুয়তী যুগের পর খেলাফতের যুগ পেরিয়ে একনায়কত্ববাদ বা রাজতন্ত্রের বেড়জালে আটকে পড়া মুসলিম উম্মাহ্ এখন গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা সন্ত্রাসবাদী স্বৈরতন্ত্রের মুঠোয় আবদ্ধ।**

এসব পাশ্চাত্য গোষ্ঠী এবং আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত মোসাদীয় গোষ্ঠী আজ অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক কূটকৌশলে হাতিয়ে নেয় মুসলমানদের বিজ্ঞানময় প্রযুক্তিগত সকল তথ্য উপাদান। তারই ভিত্তিতে তারা আজ নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তি, প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে স্বভাবজাত সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কূটকৌশল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে গোটা মুসলিম বিশ্বকে। থমকে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছে আজ মহানবীর বিশ্বায়নিক মহাপরিকল্পণা বাস্তবায়নের মহাকর্মসূচি। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে সে নব্যুয়তি শাসনতন্ত্রের কিরণমালা উদ্ভাসিত হয়েছিল। খেলাফতি শাসনতন্ত্র পেরিয়ে একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের সিড়ি বেয়ে তা আজ পুঁজিবাদী মার্কিনী গণতন্ত্রের সন্ত্রাসতন্ত্রের যাতাকলে আবদ্ধ যা থেকে অবমুক্তি শুধুই আরব জাহান নয় গোটা বিশ্বের নিকট বড় চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে এ দেশীয় মুসলীম উম্মাহ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্রত।

২। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরিকল্পিত দাম্পত্য সেতুবন্ধনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সন্তানাদি ও পরিজনদের পারস্পরিক স্নেহমায়া, প্রেমপ্রীতি ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সুসংগঠিত একটি ইউনিটকে বলা হয় পরিবার যা সমাজ ও রাষ্ট্র তথা গোটা মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবার গঠনের মূল উপকরণ হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত মানবিক প্রেমপ্রীতি, স্নেহ-মায়া-মমতাপ্রসূত একটি পারস্পরিক স্বর্গীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ধারা। কোন আইন দ্বারা এহেন সীসাঢালা অবিচ্ছেদ্য রক্তের ধারা বা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। এরূপ সুশৃঙ্খল কিছু পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সুশৃঙ্খল সমাজ। যে সমাজে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক, অতঃপর একটি রাষ্ট্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পারস্পরিক প্রেমপ্রীতির সম্পর্কোন্নয়ন এবং আইনগত শৃঙ্খলাবোধের ভিত্তিতে রূপ লাভ করে সেখানে জন্ম লাভ করে একটি সুসভ্য জাতি ও উন্নত দেশ। পক্ষান্তরে যে দেশে পরিবার কিংবা পারিবারিক কোন শৃঙ্খলাবোধ নেই, সেখানে সমাজ বলে কিছু নেই। **যে দেশে সামাজিক কোন মূল্যবোধ নেই সে দেশ কখনই সভ্যতার ধারক-বাহক হওয়া তো দূরের কথা তারা কেবলই আইনের যাঁতাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে জীবন যাপনকারী জীববিজ্ঞানের জীব মাত্র।** এদের সমাজ বলতে বুঝায় উইকেন্ড ডে'তে মদের ডিপো, বার, রেস্তোরা। এহেন রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্যত্ববোধ থাকে না ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যকলাপও হয়ে যায় পশু ও হায়েনার মতো। যা আজকের পাশ্চাত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়।

বিশ্বনবীর বিশ্বায়নিক কর্মসূচিতে পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে মূল ভিত্তি কেবল আইন নয় বরং ওহীর শিক্ষার ভিত্তিতে পারিবারিক ও সামাজিক স্বর্গীয় সম্পর্ক অপরিহার্য তার বাস্তব উদাহরণ হিসেবে এদেশ উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আজও ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে চলছে যা পৃথিবীর

www.pathagar.com

ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাইতো আন্তর্জাতিক বিজাতীয় চক্র একদিকে মিডিয়া আগ্রাসন অপরদিকে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে মরণ কামড় দিচ্ছে এদেশের পারিবারিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য। ইতোমধ্যে তার সুফলও হয়েছে অনেকটা। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ঘরের মহিলাদের বাহির করতে এবং বহু পরিবারের পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করতে তারা হয়েছে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও এদেশের পারিবারিক ইসলামিক ঐতিহ্য বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন।

৩। ভৌগোলিক জনশক্তি ঃ নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গোটা বিশ্বব্যাপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে আগ্রাসী পুঁজিবাদী আমেরিকার পরবর্তী টার্গেট মৌলবাদী সমাজ ও গণতন্ত্র তা সবারই জানা। টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে উছিলা করে তারা শুরু করে দেয় তার অবশ্যম্ভাবী পতনোন্মুখ এ আগ্রাসী টার্গেট অভিযান। বিশ্ব বিবেককে পদদলিত করে ইতোমধ্যে তছনছ ও ধ্বংস করে দেয় আফগান ও ইরাক, লেবানন ও ফিলিস্তিনকে। ইরান ও পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে পরবর্তী বৃহত্তর পরিসরে চলছে ষড়যন্ত্রের ব্লু প্রিন্ট। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রহর গুণছে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন বিন্যাসের ছদ্মাবরণে গোটা বিশ্বে একদিকে তাদের নগ্ন আগ্রাসী হস্তক্ষেপ, অপরদিকে রাসূলুল্লাহর বিকৃত কার্টুন লিটমাস দিয়ে টেস্ট করছে বিশ্বের মৌলবাদী উত্থান। জলজ, বনজ এবং খনিজসহ ভূপ্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদ সম্ভাবনার অধিকারী তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিকে তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ মোকাবিলার জন্য উৎদ্বেগ ও উকণ্ঠা সহকারে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে সর্বক্ষণ। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এহেন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আগামী ইসলামী বিশ্বায়নিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে বিপুল জনশক্তি প্রয়োজন তা মেটানোর জন্যই মূলত আল্লাহপাক বেছে নিয়েছেন এতদঅঞ্চলকে বিশেষ করে এদেশকে। আর এ কারণেই মানব প্রজনন ক্ষেত্রটি এখানে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই এত উর্বর। গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা সরবরাহের হার এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিপরীতপক্ষে ভোগবাদী বৃহৎ দেশগুলিতে এ হার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আর এ কারণে তারা আগামী প্রয়োজনকে সামনে রেখে বহির্বিশ্ব তথা এতদঅঞ্চল থেকে ইমিগ্র্যান্ট দিয়ে তা পূরণ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এমনিভাবে এতদঅঞ্চলের মৌলবাদী জনশক্তিকে অলৌকিকভাবে সেট করা হচ্ছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে এবং ইসলামের পুনর্জাগরণে আন্তর্জাতিক ভীত শক্তিশালী করা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, সেখানকার একাডেমী, রিসার্চ, বিজ্ঞান চর্চা এমনকি প্রশাসনিক চ্যানেলেও তারা ঢুকে পড়ছে অলৌকিকভাবে, চিনে নিচ্ছে বাতিলের গতিপ্রকৃতি। পক্ষান্তরে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে বিরুদ্ধবাদী শক্তির ভবিষ্যৎ জনশক্তি। বিশ্বব্যাপী মেধা ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এতদঅঞ্চলের বুদ্ধিজীবী এবং নতুন প্রজন্ম। যারা আগামী দিনে উপযুক্ত সময়ে ইসলামী বিশ্বায়নে বিশাল সহায়ক শক্তি ও নেটওয়ার্ক হিসেবে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ইনশাল্লাহ একদিন দখল হবেই তাদের ড্রইংরুম ও বেডরুম সহ গোটা বিশ্বপল্লী।

৪। **বিশ্বায়নিক ইসলামী নেতৃত্বের বিকাশ ঃ** বিশ্বনবীর আবির্ভাব পূর্বকালে কেবল আরব জাহান নয়, গোটা বিশ্বই ছিল শিরকিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদে পরিপূর্ণ ধারণাও ছিল একেবারে মানব মনের চিন্তা-চেতনা বহির্ভূত। এ দেশের মানুষ একদিকে খুঁজে ফিরতো অগ্নিপূজা কিংবা নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় আত্মতৃপ্তি, অপরদিকে অবাধে চলতো পশুবৎ পারস্পরিক উৎপীড়ন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী যুলুম নীতি। এমতাবস্থায় আরব জাহানে বিশ্বনবীর আবির্ভাবে ঘটে যায় অন্ধকারের অবসান। গোটা বিশ্ব জাহান পেয়ে যায় নবদিগন্তের এক নতুন জ্যোতি। কিন্তু কালের চক্রে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত পরবর্তীতে একনায়কত্ববাদ ও রাজতন্ত্রের মোহ ও ভোগ-বিলাসে থমকে দাঁড়ায় সে হেরার রশ্মি। যে আলোয় উদ্ভাসিত অসংখ্য সুফী-সাধক, পীর-আউলিয়া বিশ্বনবীর নিশানবরদার হয়ে পথ-পরিক্রমায় শহীদি জজবার বীজ বপন করে যায় এ দেশের আনাচে-কানাচে। সুবেহ সাদিকের মুবারক মুহূর্ত হতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে সুউচ্চ কণ্ঠে সেই অনাদিকাল হতেই আজও এদেশে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করা হয়ে আসছে আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর এমনি এক উছিলায় জাগ্রত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ সমবেত হচ্ছে তুরাগ নদীর পাড়ে প্রতি বছরান্তে। সে বীজ অংকুরোদগমিত হয়ে ফুলে-ফলে সুসজ্জিত হচ্ছে আজ সর্বাধুনিক বিশ্বপল্লীর বিশ্বকাননে। আগামী ইসলামী বিশ্বায়নে এদেশের এহেন জজবায়ী ভূমিকা কি শীর্ষস্থানীয় আলামত নয়? সারাবিশ্ব ঘুরে এসে কেউ কি সাক্ষী দিতে পারবেন যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি এ দেশের মানুষের মত এত সুদৃঢ় ও গভীর ঈমান ও আমলি জজবা অন্য কোন দেশের উম্মাহর মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? এ দেশের জেহাদী জজবাওয়ালা মুসলিম উম্মাহ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের ন্যায়ই আল্লাহ্র রাহে মৃত্যুকে পরওয়া করে না যার ভয়ে ভীত বাতিল ও পাশ্চাত্যের ধারক-বাহক এবং ভোগবাদীরা। বরং অন্যান্য দেশের মুসলিম

www.pathagar.com

উম্মাহ্ চাতক পাখির ন্যায় চেয়ে থাকে এদেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের সফলতার দিকে।

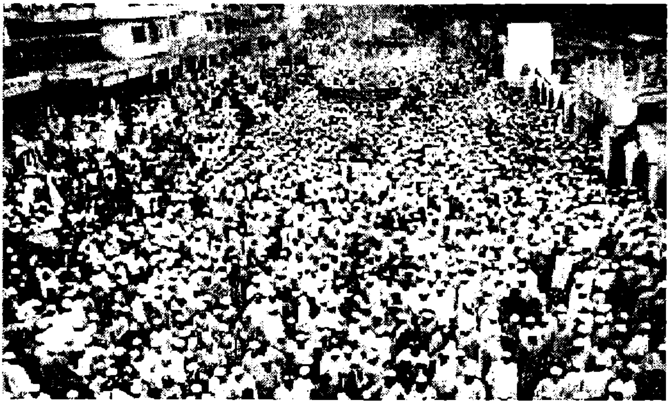

জাগ্রত সংগ্রামী মুসলিম উম্মাহ্

শুধুই গল্প নয়, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সেনাপতি ক্লিভাস তার দোভাষী জারজিসের মাধ্যমে দামেস্ক জয় করতে আসা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নানা ভয়ভীতি দেখাচ্ছিল। দোভাষী জারজিসের সব কথা শুনে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বললেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি তোমাদেরকে আমরা সেই সব ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের মত মনে করি শিকারীরা যাদের জাল পেতে ধরে খায়। শিকারী কখনই পাখির সংখ্যাধিক্যে ঘাবড়ায় না বরং তাতে শিকারী আরও খুশি হয়। হে জারজিস, তুমি জেনে রাখ, আমার সেনাবাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদে নেমেছে। তারা মৃত্যুকে মনে করে নেয়ামত যার জন্য তারা কত ব্যাকুল তা স্বচোখে দেখতে পারবে। তারা তো এমন মৃত্যুর মাঝেই অমর জীবনের সাক্ষাৎ পায়। শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত যাদের, বেঁচে থাকা তাদের কাছে একটা আযাব। তুমি যাও, তোমার সম্রাটকে গিয়ে একথা জানিয়ে দাও।" এই যদি হয় মুমিন-মুত্তাকী জজবাওয়ালাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে এ প্রকৃতির ঈমানদার ব্যক্তিদের কি কোন ঘাটতি বা অভাব আছে এদেশে? অন্ধকার ঘরে সাপ মারতেও দুটি জিনিস দরকার, আলো ও লাঠি। অন্ধকারময় সাম্রাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসবাদী পাশ্চাত্য শক্তির লাঠি আছে, নেই ওহীর আলো। পক্ষান্তরে এতদাঞ্চলে ওহীর মশাল বিকিরণ ছড়াচেছ যে আলোয় সন্ত্রাসবাদী লাঠি একদিন গর্জে উঠবে বিষাক্ত সর্পের দন্ত চূর্ণ করতে। কেবলই সময়ের ব্যাপার।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় মুসলিম উম্মাহ্র জন্য যেসব সুস্পষ্ট বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ তা হলো ঃ

১। তাগুতী শক্তিকে প্রতিহত করা ঃ তথাকথিত সুপার পাওয়ার গোষ্ঠী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভাব খাটিয়ে তাদের যে সন্ত্রাসবাদী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলিম উম্মাহ্সহ গোটা বিশ্ববাসীর ওপর খড়গহস্ত সম্প্রসারিত করে চলেছে তা প্রতিহত করা। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাদের এ প্রভাবশীল কর্তৃত্ব কেবলই প্রযুক্তিনির্ভর এবং একেবারেই ঠুনকো। প্রকৃত মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মূলে যে মানবিক গুণাবলি এবং নীতি-নৈতিকতা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে তা তাদের মধ্যে বড় অভাব যার একমাত্র উৎসই হল ওহীভিত্তিক শিক্ষা। এ চালিকা শক্তির হাতিয়ার দিয়েই কেবল পারা যায় সমরশক্তিসহ সকল বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত শক্তি ব্যবহারের গতি প্রকৃতি পাল্টে দিতে। বিশ্ববাসীকে অক্ষত রেখে বিশ্বায়নিক শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধানের এছাড়া আর কোন বিকল্প হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন অবিলম্বে আমাদের যুব সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আধুনিক শিক্ষাকে ওহীভিত্তিক শিক্ষার মোড়কে সংস্কার করা এবং নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তোলা।

প্রসঙ্গগত আরও উল্লেখ্য, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতি দ্রুত বেগে ক্রমবর্ধমান হারে উৎকর্ষতা লাভ করে চলেছে এবং বিশ্বব্যাপী তার নেটওয়ার্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুবক শ্রেণীর করায়ত্ব। কম্পিউটার, ইমেইল, মোবাইল, ইন্টারনেট, আইসিটি, ই-লার্নিং, ওয়েবসাইট ইত্যাদি বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তিগত দোকান কিংবা অফিসে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে কোন বৃদ্ধ কিংবা বয়স্ক লোকের ভূমিকা সেখানে নেই বললেই চলে। সুতরাং আমাদের যুব সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখনই সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। আগামী ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা যেহেতু নিয়ন্ত্রিত হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এবং এদেশের অবস্থান সেখানে থাকবে শীর্ষস্থানে, সুতরাং এ ব্যাপারে এতদাঞ্চলের সকল মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে আসা আজ একান্তই সময়ের দাবী এবং বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ।

পক্ষান্তরে প্রতীয়মান হচ্ছে আরব জাতি তথাকথিত সুপার-পাওয়ারদের খপ্পড়ে আবদ্ধ হয়ে ক্রমেই দন্তবিহীন গোখরা কিংবা ধোড়া সাপের ন্যায় ক্রমেই অন্ধকারময় যুগের আতর ও সুরমা বিক্রি করে দিনাতিপাতের পূর্ববত অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যাতাকলে সেখানে ক্রমেই বিলিন হচ্ছে

www.pathagar.com

নব্যুয়তী নেতৃত্ব। তাহলে মহাঅন্তকালে মহানবীর বিশ্বায়নিক সর্বশেষ মহা কর্মসূচির নেতৃত্ব এ দেশ থেকে যাবে নাতো যাবে কোথা থেকে? আজকের আধুনিক বিশ্বে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহাপরিকল্পনা মাফিক মহানবীর রেখে যাওয়া কর্মসূচির পুনর্জাগরণতো জন্ম লাভ করেছে এতদঅঞ্চল থেকেই যুগোপযোগী ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদুদীর মত অবিসংবাদিত বিশ্ব সংস্কারবাদীর আবির্ভাবে যার নেতৃত্বের নেটওয়ার্ক আজ আধুনিক বিশ্বে এতদাঞ্চল থেকেই হচ্ছে সম্প্রসারিত। এদেশের পার্লামেন্টে মাওলানা নিজামী ও মুজাহিদের মন্ত্রিত্ব, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইদীর সংসদ সদস্য লাভ কেবল তাদের ব্যক্তিগত এবং জামায়াতের সাংগঠনিক বিজয়ই নয়, বরং সেই কাঙ্খিত বিশ্বায়নিক সম্ভাব্য নেতৃত্ব বিকাশের আভাস নয় কি? এটা তাহলে কিসের আলামত?

নানাবিধ পাপাচার ও বর্বরতার জাহেলী যুগে সীমাহীন অমানবিক সমস্যা সংকুল বিশ্ববাসীকে চিরমুক্তির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহানবীর মত শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক দ্বারা যে সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করেন তাহল **'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন'** অর্থাৎ শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি দিয়ে। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান সন্ত্রাসবাদী অস্থিরতার আধুনিক যুগেও মহানবীর এহেন শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি ব্যতিরেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করা কখনও সম্ভব নয়। আর এহেন শিক্ষার উৎসই হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা শিক্ষা দেয়া হয় মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এখানে উল্লেখ্য, মহান সৃষ্টিকর্তা মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীবাসীকে পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়ে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"সকল মানুষের মধ্যে তোমরাই উত্তম জাতি হিসেবে প্রেরিত হয়েছ। ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং ঈমান বজায় রেখে চলবে
(আল্ ইমরান ঃ ১১০)"

তিনি দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং **"পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু সবই তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আসমান ও জমিনের যাবতীয় কিছুকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে দেয়া হয়েছে"** (বাকারা ঃ ২৯)। অথচ মুসলিম উম্মাহ্র উদাসীনতা ও দায়িত্ববোধহীনতার কারণে তাগুতী অপশক্তি আজ করায়ত্ব করে

www.pathagar.com

নিয়েছে বিশ্বের সে এখতিয়ার এবং সে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারই হল বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিশ্বায়নিক চ্যালেঞ্জ।

২। সৃষ্টিকর্তার মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন

মহানবীর বিশ্বায়নিক কর্মসূচি তথা সৃষ্টিকর্তার মহাপরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্ত বায়নের এ মহাঅন্তকালে যথার্থ ভূমিকা পালন কেবল ঈমানের দাবীই নয় বরং সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত যোগ্যতা যা অর্জনের মোক্ষম সময় এখনই।

মদিনায় মুনাফিক যারা ছিল তারা প্রায় সবাই ধনিক শ্রেণী যাদের বিশাল ক্ষেত-খামার এবং বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার ছিল। তারা বহুদর্শিক সুবিধাবাদী নীতিতে চলতো এবং নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার্থে যখন যেখানে যা বলা ও করা প্রয়োজন তাই বলতো বা করতো। বিপদ-মুসিবত বিত্ত সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি এবং নিজেদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সুনাম-সুখ্যাতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা কিছুতেই নিষ্ঠাবান ঈমানদার হতে পারেনি। ফলে মুনাফিক নীতিতেই তারা সবৈব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাষ্ট্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আভ্যন্তরিণ আইনকাঠামো কার্যকরি রাখা এবং আন্তর্জাতিক কিংবা বহিঃবিশ্বের সাথে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে কার্যকরি ভূমিকা পালনের প্রজাতন্ত্রের মূল দায়িত্বশীল হল সে দেশের শাসক গোষ্ঠী। একটা রাষ্ট্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠির তুলনায় সংখ্যায় তারা একেবারেই নগন্য। কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের জন্য মূল ব্যক্তিত্ব। মানুষের খাওয়া পরা, জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বিপদ-আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেচে থাকাই কেবল মানুষের প্রয়োজনের শেষ সীমা নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল- দুনিয়ায় সুস্থভাবে ও সঠিক পথে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন একটা নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং মূলতঃ তারাই রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্বাহের সঠিক ও নির্ভুল নীতি-বিধান ও আদর্শ নির্ধারণকারী।

রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) গোটা নব্যুয়ত কালে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রেখে যাওয়া তার শাশ্বত সকল কর্মসূচি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (analysis) করতঃ

www.pathagar.com

তার ভিত্তিতে বর্তমান আধুনিক বিশ্বায়নিক প্রেক্ষাপটে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্বশীল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের যুগোপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন আজ একান্তভাবেই সময়ের চ্যালেঞ্জ ও দাবী। এ দাবী পুরা হতে কত সময় লাগবে এবং মহা অন্তকাল অবধি তা কতদিন টিকবে তার সম্ভাব্য দিক-দর্শন প্রণয়নও এহেন চ্যালেঞ্জিং দাবীর অন্তর্ভুক্ত বৈকি।

৬.২৬ খেলাফত আলা মিনহাজিন নব্যুয়তের বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ

১। নব্যুয়ত-পূর্ব জাহেলী বিশ্ব প্রেক্ষাপট
২। নব্যুয়ত কালে মক্কী যুগে জাহেলী বিশ্বের প্রতিক্রিয়া
৩। মক্কী যুগে রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি
৪। রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেলাফতী নীতি-দর্শন।
৫। বহিঃশক্তির মুকাবিলায় রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কর্মনীতি ও কর্মসূচি
৬। রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেলাফতের বিশ্বায়নিক রূপরেখা
৭। রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেলাফত এবং পরবর্তী খেলাফত রাশেদের পার্থক্য
৮। খেলাফতে রাশেদা এবং তৎপরবর্তী ইসলামী হুকুমাতের গতি প্রকৃতি
৯। খেলাফত আলামীন হাজিন্নব্যুয়তের ওপর বাতিলের ক্রম প্রভাব
১০। ইসলামের ওপর বাতিলের ষোলকলায় পূর্ণতা-

ক) নের্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব
খ) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডল
গ) আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান
ঘ) প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা

১১। ইসলামী হুকুমাত পুনরুদ্ধারের আন্দোলন
১২। বাতিলের মুকাবিলায় ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন-
রাসুলুল্লাহ্‌র জাহেলী যুগ বনাম প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান বিশ্বায়নিক যুগ
১৩। কতদিন চলবে এ অবস্থা
১৪। টার্গেট নির্ধারণ-

ক) ইসলামের ষোলকলায় বিজয়
খ) বাতিলের পুনঃদংশন
গ) মহা প্রলয়

১৫। কিয়ামত

www.pathagar.com

মুসলিম বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও চিন্তাবিদদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হল এসব বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের বিশ্বায়নিক নেতৃত্ব ও বিজয় কবে আসবে, কতদিন চলবে এবং কবে নাগাদ সংঘটিত হবে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহাপরিকল্পনার এ শেষ পর্বের যবনিকা পতন তা আগাম বলে দেয়া।

এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার মহাপরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং বিশ্বনবীর বিশ্বায়নিক কর্মসূচি চূড়ান্তকরণের শেষাংশে এসে যুগোপযোগী ঝাণ্ডাবাহী প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা ও সৌভাগ্য আল্লাহপাক আমাকে দেননি, যে যোগ্যতার হাতেখড়ি হয় একমাত্র ওহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাই নিছক সদকায়ে জারিয়াহ, গুনাহ মাফ, দোয়া কামনা কিংবা জান্নাত প্রাপ্তির আশায় নয় বরং এ মহা অন্তকালে পৃথিবীর অবশিষ্ট দিন ও সময়ের জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহাপরিকল্পনা এবং মহানবীর বিশ্বায়নিক কর্মসূচিকে পূর্ণতায় রূপ দানের ঝাণ্ডাবাহী প্রতিনিধি রেখে যাওয়ার লক্ষ্যেই আমার সন্তানদেরকে উপযোগী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গোড়াপত্তন করে রেখে যেতে চাই। আর এ লক্ষ্য অর্জনে আপাততঃ এ দেশে এখনও আল-কুরআন ভিত্তিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

হে মহান রাব্বুল আলামীন! আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী (রাঃ) কিংবা আশারায়ে মুবাশশিরার মতো সুযোগ্য ও সার্থক খলিফাতুল্লাহ এবং মহানবীর পূর্ণ অনুসারী ঝাণ্ডাবাহী সৌভাগ্যবান উত্তরসূরী হওয়ার যোগ্যতা নাইবা দিলে এ নসীবে, কিন্তু তোমার মহাপরিকল্পণা এবং মহানবীর বিশ্বায়নিক মহা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মহাঅন্তকালে আমার দংশিত বিবেকের সম্বিত চেতনা, বাসনা ও সাধনাকে তুমি মেহেরবাণী করে কবুল কর। আমীন।

www.pathagar.com

৭

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দু'জন সাহাবীর শহীদি শবের অলৌকিক ঘটনা ঃ শাহাদতে হকের জ্বলন্ত সাক্ষী

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বল না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না (আল্-বাকারা ঃ ১৫৪)"

ঐশী বিধান আল কুরআনের এ বক্তব্যের আলোকে মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে আল্লাহর পথে শহীদের অমরত্ব সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। শাফেয়ী এবং হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে শাহাদতে হকের শহীদানদের লাশে পচন বা কোন বিকৃতি ঘটে না এবং তা থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধও নির্গত হয় না।

কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ শাস্ত্রের এসব বক্তব্যের সাথে হুবহু মিল রেখে আধুনিক বিশ্বে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবিস্মরণীয় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে যা হয়তো অনেকেরই জানা আছে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বড় বড় শিরোনাম সহকারে যে ঘটনা এক সময় সারাবিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং আলোচিত হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ক'বছর আগে ১৯৩২ সালে। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অন্যতম প্রসিদ্ধ দুই সাহাবী সম্পর্কে, তাঁদের শাহাদতের ঘটনার তেরশ' বছর পরে। সাহাবীদ্বয় হলেন হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) যাঁদের শহীদি দেহ মুবারক দাফন করা হয়েছিল ইরাকের বাগদাদ থেকে ৪০ মাইল দূরে 'মাদায়েন' বর্তমানে 'সালমান পার্ক' শহরে দজলা নদী থেকে প্রায় ২ ফার্লং দূরে যেখানে অন্য একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) শায়িত আছেন।

হজ্বের মৌসুম। অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানার্হ মাস। ইরাকের তদানিন্তন বাদশাহ ছিলেন প্রথম ফয়সল। বাদশাহ ফয়সলকে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) পর পর দু'রাত স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের কবর যেন সরিয়ে দজলা নদী

www.pathagar.com

হতে দূরে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ তাঁর (হযরত হুযায়ফা রা.) কবরের ভিতর পানি ঢুকেছে এবং হযরত জাবির (রাঃ) এর কবর স্যাঁতসেঁতে হয়ে পানি ঢুকার উপক্রম হয়েছে। যে কারণেই হোক, বাদশা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার যখন কোন অবকাশ পেলেন না তখন হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তৃতীয় রাতে একইভাবে স্বপ্নযোগে ইরাকের মুফতী আযমকে এ কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব দেন যেন বাদশাহকে বলে এর একটা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি মুফতী আযমকে স্বপ্নে এ কথাও বলেন যে, পর পর দু'রাত ধরে বাদশাহকে জানানো হচ্ছে কিন্তু বাদশাহ এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। স্বপ্নযোগে এহেন অবস্থাদৃষ্টে মুফতী আযম কালবিলম্ব না করে পরদিন সকালেই ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী আল্ সাঈদকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির হন এবং স্বপ্নের কথা বিস্তারিত বলেন। বাদশাহও তাঁর স্বপ্নের কথা স্বীকার করেন এবং ব্যাপারটি বিশদভাবে আলোচনা করার পর এহেন স্পর্শকাতর পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মুফতী আযমের নিকট ফতওয়া চান। মুফতী আযম ফতওয়া দেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কুরবানীর ঈদের দিন বাদ যোহর সাহাবীদ্বয়ের কবর খুলে তাঁদের লাশ মুবারক অন্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হবে। সংবাদটি ইরাকের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণায় আসার পর রয়টারসহ বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি সারাবিশ্বে তা ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরবে জমায়েত বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হজ্বযাত্রীগণ এবং ভারত, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইরান, লেবানন, হেজাজ, ফিলিস্তিন, মিশর ও সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বাদশাহ ফয়সলের নিকট অসংখ্য তারবার্তা আসতে থাকে কবর খোলার তারিখটি কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে তারাও এ পবিত্র অনুষ্ঠানে শরিক হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল অতি জরুরী। তাই বাদশাহ ফয়সল সাহাবীদ্বয়ের কবরের ভিতর যাতে আরও পানি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সারাবিশ্বের মুসলমানদের আগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কুরবানীর ঈদের ১০ দিন পর সোমবার দুপুর বারটায় এ অনুষ্ঠানের দিন পুনঃঘোষণা করেন।

শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিক্ষিত দিন ও সময় এসে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য প্রখ্যাত জ্ঞানপিয়াসী বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রদূত এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ আল্লাহ ও রাসূল প্রেমিক লাখো মুসলিমের ঢল সালমান পার্ক শহরে কানায় কানায় ভরে দিল। লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে সত্যি সত্যিই যখন কবর দু'টি খুলা হলো তখন মুহূর্তের মধ্যে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির অবতারণা হলো। দেখা গেল ঠিকই হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এর কবরে পানি ঢুকেছে এবং হযরত জাবির (রাঃ) এর কবরে আর্দ্রতা দেখা দিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে

www.pathagar.com

প্রেম বিধুর লাখো জনতা তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে মুখে তৌহিদের বাণী উচ্চারণ করতে করতে অশ্রুসিক্ত নয়নে কান্নাজড়িত আবেগে ভেঙ্গে পড়ল। তৌহিদী জনতার লাখো কণ্ঠে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে থাকল মহান রাব্বুল আলামীনের শানে আবেগময় স্তুতি। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো অশ্রুর ফল্গুধারা সিক্ত করে দিল সালমান পার্কের পবিত্র ভূমি।

বাদশাহ ফয়সলের নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আগত বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রদূতগণের সহযোগিতায় প্রথমে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং পরে হযরত জাবির (রাঃ) এর লাশ মুবারক কবর থেকে ক্রেন দ্বারা এমনভাবে তোলা হলো যেন লাশ ক্রেনের ওপর বিশেষভাবে লাগানো স্ট্রেচারের ওপর আলতোভাবে চলে আসে। অতঃপর বাদশাহ ফয়সল, মুফতী আযম, তুর্কীর মন্ত্রী মোখতার এবং মিশরের যুবরাজ ফারুখ স্ট্রেচারটি ক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাঁধে তুলে নেন এবং অতিশয় যত্ন ও তাযীম সহকারে কাঁচের কফিনের মধ্যে রাখেন।

ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, সাহাবীদ্বয়ের লাশ মুবারক দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের দাফন করা লাশ। তাঁদের দাড়ি মুবারক এমনকি কাফন পর্যন্ত এত স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল যে, তেরশ' বছর আগেকার লাশ হিসেবে কেউ কল্পনাই করতে পারছিল না। আরও বেশি আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, উভয়েরই চক্ষু মুবারকগুলি খোলা ছিল এবং তার মধ্য থেকে রহস্যজনক এমনি এক ধরনের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছিল যে অনেকেই তাঁদের চোখ মুবারকে নিজেদের চোখ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল কিন্তু তাঁদের চোখ মুবারকের ঔজ্জ্বল্যের সামনে কেউই দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছিল না। উপস্থিত সমস্ত প্রখ্যাত গবেষক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ খুবই আগ্রহ সহকারে এবং জিজ্ঞাসু নেত্রে এসব দৃশ্য দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন জার্মান চক্ষু বিশেষজ্ঞ তাঁদের লাশ মুবারক কাফনে ঢেকে রাখার পর চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন– "ইসলামের সত্যতা, সাহাবীদের বুজুর্গী ও উচ্চমর্যাদা এবং শাহাদতে হকের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?" এই বলে তিনি সংগে সংগে মুফতী আযমের হাত ধরে তৌহিদের বাণী **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** পাঠ করে শাহাদতে হকের পথে দীক্ষিত হয়ে যান।

www.pathagar.com

বাদশাহর অনুমতি নিয়ে জার্মান চলচ্চিত্র কোম্পানী সেখানে লোহার স্তম্ভের ওপর দু'শ' ফুট উঁচু করে ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্থ পর্দার সাহায্যে উপস্থিত সকলকে কোন প্রকার হুড়াহুড়ি ব্যতিরেকে অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানোর ব্যবস্থা করে। পরদিন বাগদাদ শহরে অনুষ্ঠানটি যখন পুনরায় দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় তখন শহরটিতে অভূতপূর্ব এক দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা দেখার পর অসংখ্য ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান নরনারী বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের অসংখ্য লোকের স্বচক্ষে দেখা এ ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন পরে করাচী হতে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'খতমে নবুয়্যত'এ প্রকাশিত হয়।

যে সমস্ত সাহাবীদের শহীদিরক্তের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আল্লাহপাক পৃথিবীবাসীর জন্য একটি ইসলামী বিশ্ব উপহার দিয়েছিলেন হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং হযরত জাবির (রাঃ) সে সব প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হুযায়ফা (রাঃ)কে মুনাফিক এবং যুদ্ধবিগ্রহের গুপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তরবিয়ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। মহান আল্লাহ্পাক রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) মাধ্যমে যে সকল সাহাবীদের (রাঃ) শহীদি রক্তের বিনিময়ে দুনিয়াবাসির জন্য একটি শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাময় ইসলামী হুকুমত উপহার দিয়ে ছিলেন হযরত হুযায়ফা (রাঃ) ছিলেন সে সব প্রসিদ্ধ ও সফলকাম সাহাবীদের অন্যতম। ইসলামী আন্দোলনে কে কাফির, কে মুশরিক, কে মুনাফিক, কে মুমিন চেনার জন্য এবং কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের চলমান যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে গুপ্ত তথ্যাদি অবহিত হওয়ার জন্য তরবিয়ত দিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) গড়ে তুলেছিলেন তীক্ষ্ণদর্শী প্রজ্ঞাবান হযরত হুযায়ফাকে (রাঃ)। যিনি একজন কামেল ব্যক্তি হিসেবে কোনদিন কোন মুনাফিকের জানাযায় সামীল হতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) কোন জানাযায় গিয়ে প্রথমেই খোঁজ করতেন সেখানে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এসেছেন কিনা। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) কোন জানাযায় উপস্থিত না থাকলে হযরত ওমর (রাঃ) বুঝে নিতেন নিশ্চয়ই তা কোন মুমিনের জানাযা নয় এবং তিনি নিজেও সেখান থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। এ জন্য হযরত হুযায়ফা (রাঃ)কে সাহিবুস-সির বা রহস্যধারী উপাধিতে ভূষিত করা হতো। একবার খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিকে যেমন হাড় কাঁপানো কঠিন শীত অন্যদিকে তেমনি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি-তুফান গোটা যুদ্ধের ময়দানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিপদসংকুল করে তুলেছিল। এমনি অবস্থায় হযরত হুযায়ফা (রাঃ) একখানা মাত্র ছোট চাদর থাকায় প্রচণ্ড শীতে এতই কাতর হয়ে পড়েন যে তাঁর দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। যুদ্ধের

www.pathagar.com

প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন দুশমনদের ছাউনিতে গিয়ে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর এনে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ প্রেমিক আদ্বীনের জন্য উৎসর্গীকৃত হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এহেন মহা বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যেও বিনা বাক্যব্যয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আনুগত্য করলেন অকুণ্ঠচিত্তে শহীদি চেতনায় সহাস্যবদনে।

এমন এক উৎসর্গীকৃত বুজুর্গ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় অত্যন্ত ভীত এবং অস্থির হয়ে তিনি কাঁদছিলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেসা করলে তিনি বলেন– "আমি মৃত্যুর জন্য বা দুনিয়া ত্যাগের জন্য কাঁদছি না।" অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বলেন, "মৃত্যু যে আমার অতি প্রিয়। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমি আমার পরম বন্ধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রাজি খুশি করে যেতে পারছি কিনা তা আমার জানা নেই।" আবু দাউদ থেকে বর্ণিত মৃত্যুশয্যায় হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এর সর্বশেষ কথা ছিল– "হে আল্লাহ, তুমি জান যে আমি তোমাকে ভালবাসি। সে জন্য তোমার আমার মিলনের ওপর বরকত দান কর"।

হযরত জাবির (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের পুত্র। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধের প্রথম দিনই শহীদ হন এবং অন্তরাল বিহীন অবস্থায় আল্লাহর প্রত্যক্ষ দর্শন এবং কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পিতা-পুত্রের প্রতিযোগিতা হয়। পিতা আব্দুল্লাহ বলেন– "হে জাবির, কোন পুরুষ লোক ব্যতিরেকে তোমার সাত বোনকে বাড়ি রেখে তোমার বা আমার কারো পক্ষেই যুদ্ধে যাওয়া সমীচীন হবে না। আর আমি বাড়ি বসে থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে তোমার জিহাদে যাওয়াকে অগ্রধিকার দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব না। অতএব তুমি তোমার বোনদের কাছে থেকে যাও।" এ বলে পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) জিহাদে গিয়ে শহীদ হন। পরেরদিন ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে শত্রুদেরকে পিছু ধাওয়া করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ঘোষণা দিলেন এবং বললেন– "গতকালের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে নাই তেমন কেউ আজ আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না বরং গতকাল যারা ছিল তারাই কেবল আজ যেতে পারবে।" এ ঘোষণা শুনার পর হযরত জাবির (রাঃ) বললেন– "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতা ওহুদের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছায় আমার সাত বোনকে পাহারা দিবার জন্য আমাকে বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। ফলে গতকাল আমি এ যুদ্ধে শরিক হতে পারি নাই। গতকাল যুদ্ধে আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। এবার আমাকে অনুমতি দিন।" পিতার শাহাদতের পর হযরত জাবির (রাঃ) যখন শহীদ হওয়ার আবেদন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকেও তাঁর সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

www.pathagar.com

এভাবেই শাহাদতে হকের অমৃত সুধা পান করে গেছেন অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কুরআন, হাদীসের আলোকে এবং ইসলামের গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফকীহগণের মতে আধুনিক প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানের যুগেও তাঁদের সার্থক জীবন ও অমরত্বের বাস্তব প্রমাণ এবং উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং হযরত জাবির (রা) এর এ অলৌকিক ঘটনা। আর এ ঘটনার কষ্টিপাথরে শাহাদতে হকের চিরসত্যতা প্রমাণ করছে সাম্প্রতিককালের আফগান হরকতে ইনকিলাবে ইসলামীসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনে শহীদানদের মরণোত্তর দেহ যাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ, পচন ও বিকৃতিতো ঘটছেই না বরং আজও তা থেকে মিশক আম্বরের সুরভি নির্গতসহ ক্ষতস্থানের তাজা খুন হতে ঘন রাতের অন্ধকারে বিকিরিত হচ্ছে ঝলমলে আলো। শাহাদতে হকের এসব সত্যতা এটাও প্রমাণ করে যে, জীবনের স্বার্থকতার লক্ষ্যে পরম বন্ধু মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য একটাই নির্ধারিত নির্ভুল পথ। আদ্বীনের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীরা এ পথেই তাঁদের জীবনের স্বার্থকতার যথার্থতা প্রমাণ করে গেছেন। আজও তেমনি তার জ্বলন্ত সাক্ষী বহন করছেন। বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য মুজাহিদও একই পথ ধরে অমরত্বের নজির স্থাপন করে চলেছেন। সুতরাং নিজেদেরকে স্বার্থক করার লক্ষ্যে আমরাও আজ একই পথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মনোনীত এ পথেই আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

৮

আশারায়ে মুবাশ্শারাহ

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মদীনায় হিজরতের পর প্রাথমিক কালের ঘটনা। তখন সেখানে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ইহুদীদের সাপ্তাহিক দিন সাবাত্ বা শনিবারের মুকাবিলায় নির্ধারিত করে দেন জুমআর দিন এবং সাবধান করে দেন যে, এ জুমআর সাথে মুসলমানরা যেন সেরূপ আচরণ না করে যেরূপ করে থাকে ইহুদীরা সাবাত্ এর সাথে। সাবাত্ অর্থ শনিবার। বনি ইসরাইল লোকদের বিশ্রাম এবং আরাধনা উপাসনা বা ইবাদত বন্দেগীর জন্য সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্থাৎ শনিবারকে বিশেষভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। বৈষয়িক কাজ-কারবার এমনকি রান্না-বান্নার কাজও ঐদিন তারা নিজেরা যেমন করতো না তাদের সেবক চাকর-বাকর দ্বারাও তেমনি করানো হতো না। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সময়েও নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুমআর আযান ঘোষণার পর সব রকম কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ্ বলেন–

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"আর যখন তারা কোথাও ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা খেল-তামাশা অবলোকন করে, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে যায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট যা কিছু আছে তা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তামাশা থেকে উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা (জুমআ ঃ ১১)"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে এক জুমআয় খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে আগত একটি তেজারতি কাফেলা মদীনায় উপস্থিত হয় এবং ঢোল-তাশা বাজিয়ে বস্তির লোকদের মধ্যে তাদের আগমন বার্তা জানাতে

www.pathagar.com

থাকে। এমতাবস্থায়, ঢোল-তাশা বাদ্যের আওয়াজ শুনে ১২ জন লোক ছাড়া উপস্থিত সকল নামাযী মসজিদ হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে চলে যায়। উক্ত বার জনের দশ জনকে আল্লাহপাক রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মাধ্যমে দুনিয়াতেই জান্নাত লাভের আগাম ঘোষণা দেন। যাদেরকে বলা হয় আশারায়ে মুবাশ্‌শারা।

'আশারা' অর্থ দশ এবং 'মুবাশ্‌শারা' অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ্‌র আদেশে রাসূল (সাঃ) তাঁর যে দশজন সাহাবীকে জীবিতকালেই বেহেশতের সুসংবাদ দেন তাদেরকে একত্রে বলা হয় আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ।

হাদীস ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

১. **হযরত আবু বকর সিদ্দীক বিন আবু কোহাফা (রাঃ)**
২. **হযরত উমর ফারুক বিন আল খাত্তাব (রাঃ)**
৩. **হযরত ওসমান জুন্‌নুরাইন বিন আফফান (রাঃ)**
৪. **হযরত আলী মোর্তজা বিন আবু তালিব (রাঃ)**
৫. **হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)**
৬. **হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়াম (রাঃ)**
৭. **হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)**
৮. **হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)**
৯. **হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)** এবং
১০. **হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) জান্নাতী।** (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্ত দশজন জান্নাতী সাহাবীর প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি নজিরবিহীন আনুগত্যশীল উৎসর্গীকৃত একনিষ্ঠ প্রাণ এবং আদ্বীনের বিধান প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিম উম্মাহর জন্যই তাঁরা ছিলেন জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য হাসিলের অনুসরণীয় প্রাণবন্ত নিদর্শন। আল্লাহপাক পারলৌকিক জীবনে তাঁদের এ জান্নাত লাভকে অতি উচ্চ মর্যাদাশীল করুন এবং আমাদেরকেও সেপথে মেহেরবানী করে কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদ ও পদ সর্বদা মানুষের কাছে থাকেনা। যতক্ষণ থাকে আকৃষ্ট করে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি। পাহারা দিয়ে না রাখলে শত্রুতা বৃদ্ধি এবং হারানোর ভয় থাকে।

কিন্তু জ্ঞান ও মান সর্বোৎকৃষ্ট বড় সম্পদ যা সর্বদাই মানুষের কাছে থাকে, অন্যের অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রদ্ধাবোধ আকৃষ্ট করে এবং বয়ে আনে পারস্পারিক কল্যাণ। ছিনতাই, চুরি কিংবা হারানোর ভয় থাকে না।

তবে স্বর্ণ যত খাঁটিই হোক, মানব কল্যাণে তাকে লাগতে হলে আগুনে জ্বলতেই হবে।

www.pathagar.com

প্রফেসর ডক্টর এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ

প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর কৃষি অনুষদের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর। ইতোপূর্বে তিনি উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম জামিরা'র সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৫৪ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন এবং মাতা মরহুমা জাহিদা বেগম।

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের পর তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে কৃষিতে অনার্স পাশ করেন এবং তখন থেকেই শিক্ষকতা ও গবেষণা পেশায় নিয়োজিত হন। একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাষ্টার্স এবং ডেনমার্ক-বাকৃবি স্যান্ডউইচ প্রোগ্রামে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ২০০৭-০৮ সালে পোস্ট-ডক্টরাল স্টাডি সম্পন্ন করেন। তিনি দেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষক। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ তিনি সফর করেছেন এবং দেশে-বিদেশে পেশাভিত্তিক বহু সমিতি ও সংগঠনের সদস্য। একই সাথে তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাস্তবতার নিরিখে বিজ্ঞানভিত্তিক কুরআন-হাদীসের গবেষক। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, স্কুল, কলেজ সহ অনেক ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং পরিচালনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীকৃত বহু জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে। এছাড়া তিনি দেশ ও জাতীয় সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের ওপর বিভিন্ন দৈনিকের একজন সুপরিচিত লেখক। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের বাউবি'র আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের তিনি একজন রিসোর্স পারসন এবং উপস্থাপক। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে যেমন ITV, DTV ইত্যাদিতে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে। স্ত্রী আখতার জাহান, চার মেয়ে এবং চার ছেলে নিয়ে তাঁর রয়েছে একটি আদর্শ পরিবার।

E-mail: aqmbr@yahoo.com   Mobile : 01732932609